BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা

নওরোজ সাহিত্য সংসদ ঢাকা

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৭৮
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দে'জ চতুর্থ সংস্করণ
কলকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৫ তে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে মুদ্রিত।

স্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রচ্ছদ লেমিনেটেড করেছেন
অঙ্কুর-এর পক্ষে
দিদার হোসেন এ্যালি
আগরপুর রোড বরিশাল
একমাত্র পরিবেশক
ত্রিবেণী প্রকাশনী

[নসাস-৩৪/১২৬]

প্রকাশনায়
ইফতেখার রসুল জর্জ
নওরোজ সাহিত্য সংসদ [নসাস]
৪৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১

বাংলাদেশ প্রথম সংস্করণ
জুন ১৯৮৪
দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ স্মরণে

প্রচ্ছদ অলংকরণ
ইফতেখার রসুল জর্জ
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি
স্থির আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুন-এর সৌজন্যে

মুদ্রণে
ইফতেখার রসুল জর্জ
প্রান্তিকা মুদ্রণী
৪৩ দীননাথ সেন রোড
গেন্ডারিয়া ঢাকা ৪

প্রকাশকের কথা

"সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ মুহূর্তে তাঁর ভক্ত পাঠকদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইলো। আশুতোষ পাঠকের জ্ঞাতার্থে একটি কথা না বললেই নয়ঃ "সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা" হুবহু 'পাইরেট' সংস্করণ বেরিয়েছিলো বাজারে।—আমাদের শুভাকাঙ্খী ও সুনীল প্রেমিকদের জন্যে সুখবর এই, নসাস সংস্করণ কলকাতার পূর্ণাঙ্গ শেষ সংস্করণটির হুবহু মুদ্রণ। এই সংস্করণে আরো দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ যোগ হয়েছে।

আর একটি কথা, 'পাইরেট' সংস্করণটির সাথে আমাদের আলাদা করে সনাক্তকরণের প্রশ্নে, দ্বিতীয় সংস্করণটিতেও নতুন লোভনীয় প্রচ্ছদ উপহার দেয়া হলো। প্রচ্ছদটির দোষ-গুণ যা, তা আমারই প্রাপ্য। তেমনি কিছু-কিছু বানান বিভ্রাটের কারণ আমার অক্ষমতার ফল। পরবর্তী মুদ্রণে এগুলো সংস্কারের কথা মনে থাকবে।

জর্জ

আমার কথা

এই নতুন সংস্করণে বইটি সম্পূর্ণ পরিমার্জিত হয়েছে। আমার এ-পর্যন্ত প্রকাশিত সব কটি কবিতার বই থেকেই কিছু কিছু কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। এই নির্বাচন পুরোটাই একা করেছেন শ্রীদেবাশিস বসু। আমি নিজে বাছাবাছি করলে নিশ্চিত এর অনেক কবিতাই বাদ দিতুম, কিংবা শ্রেষ্ঠ আখ্যা দেবার মতন একটা কবিতাও খুঁজে পেতুম না!

১. ২. ৮৩ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমান সংস্করণে আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩১. ১. ৮৫ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাতীকে

নবারুণ ঢাকা প্রকাশিত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

আমার স্বপ্ন
স্মৃতির শহর
দাঁড়াও সুন্দর
মন ভালো নেই
বন্দী জেগে আছো
হঠাৎ নীরার জন্য
স্বর্গ নগরীর চারি
সোনার মুকুট থেকে
এসেছি দৈব পিকনিকে
দুই প্রেম [যুগলবন্দী]
দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা

সূচীপত্র

একা এবং কয়েকজন [প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৬৪]
বিবৃতি ১৭
সহজ ১৮
প্রার্থনা ১৯
দুপুর ১৯
চতুরের ভূমিকা ২০
তুমি ২১

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি [প্রথম প্রকাশ : মধ্য চৈত্র ১৩৭২]

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র ২২
মহারাজ, আমি তোমার ২৩
অসুখের ছড়া ২৩
হঠাৎ নীরার জন্য ২৪
শুধু কবিতার জন্য ২৫
চোখ বাঁধা ২৬
আমার খানিকটা দেরী হয়ে যায় ২৭
জুয়া ২৮
হিমযুগ ৩০
পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না ৩১
রাখাল ৩২

৩৩ আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ
৩৩ প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা
৩৪ সাবধান
৩৫ নির্বাসন
৩৭ জলন্ত জিরাফ
৩৮ প্রেম বিহীন
৩৯ নীরা তোমার কাছে
৪০ আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি
৪১ আমি ও কলকাতা
৪৩ অনর্থক নয়
৪৫ নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা
৪৬ চোখ বিষয়ে
৪৭ ক্লান্তির পর
৪৮ মৃত্যুদন্ড
৪৮ শব্দ ২
৪৯ সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী
৫০ এই হাত ছুঁয়েছিল
৫১ এবার কবিতা লিখে
৫২ দেখা হবে

বন্দী, জেগে আছো [প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭৫]

৫৩ গহণ অরণ্যে
৫৩ চিনতে পারোনি
৫৪ ছায়ার জন্য
৫৫ দুটি অভিশাপ
৫৬ নীরার অসুখ
৫৭ আথেন্স থেকে কায়রো
৫৮ ডাকবাংলোতে
৫৯ কেউ কথা রাখেনি
৬১ অরূপ রাজ্য
৬২ ভালোবাসা
৬২ জয়ী নই, পরাজিত নই
৬৩ বাড়ি ফেরা
৬৫ নীরার হাসি ও অশ্রু
৬৬ ইচ্ছে

জলের সামনে ৬৭
জীবন ও জীবনের মর্ম ৬৮
শব্দ ৬৯
দ্বারভাঙা জেলার রমণী ৬৯
উত্তরাধিকার ৭০
নীরার পাশে তিনটি ছায়া ৭১
আত্মা ৭২
ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ৭২
শরীর অশরীরী ৭৩
ধান ৭৫
কৃতঘ্ন শব্দের রাশি ৭৫
আরও নিচে ৭৬
তুমি ৭৭
কংকাল ও শাদা বাড়ি ৭৮
নিরাভরণ ৭৯
প্রবাসের শেষে ৮০

আমার স্বপ্ন [প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৯]

বাতাসে তুলোর বীজ ৮১
এক-একদিন উদাসীন ৮২
যদি নির্বাসন দাও ৮২
বহুদিন লোভ নেই ৮৪
শব্দ ৮৫
আমার কৈশোর ৮৬
রুপালি মানবী ৮৭
জন্ম হয় না মৃত্যু হয় না ৮৮
যা ছিল ৮৯
চন্দর কাঠের বোতাম ৯০
গদ্যছন্দে মনোবেদনা ৯২
হাসন রাজার বাড়ি ৯২
পেয়েছো কি ? ৯৩
রক্তমাখা সিঁড়ি ৯৪
মানে আছে ৯৫
নীরার দুঃখকে ছোঁয়া ৯৬
কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে ৯৭

১০১ দেরী
১০২ নশ্বর
১০৩ বিদেশ

সত্যবদ্ধ অভিমান [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮০]

১০৪ সত্যবদ্ধ অভিমান
১০৫ চে গুয়েভারার প্রতি

জাগরণ হেমবর্ণ [প্রথম প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ ১৩৮১

১০৭ নির্জনতায়
১০৮ দিনে ও রাত্রে
১০৮ অপেক্ষা
১০৯ অন্য লোক
১১০ আমিও ছিলাম
১১১ কবির দুঃখ
১১১ চেনার মুহূর্ত
১১২ সখী, আমার
১১৩ মনে মনে
১১৪ তুমি যেখানেই যাও
১১৫ জাগরণ হেমবর্ণ
১১৬ বয়েস

দাঁড়াও সুন্দর [প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৮২]

১১৭ ভালোবাসার পাশেই
১১৮ শিল্পী ফিরে চলেছেন
১১৯ একটি শীতের দৃশ্য
১২০ একটি কথা
১২১ নিজের আড়ালে
১২১ নারী
১২৩ আছে ও নেই
১২৪ কথা ছিল
১২৫ আমি নয়
১২৬ মায়া
১২৭ নারী ও শিল্প

প্রেমিকা ১২৮

মন ভালো নেই [প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৮৩]

মন ভালো নেই ১২৯
বনমর্মর ১২৯
ঝর্নার পাশে ১৩০
কবিতা মূর্তিমতী ১৩১
তোমার কাছেই ১৩২
ছবি খেলা ১৩৩
ভাই ও বন্ধু ১৩৩
প্রবাস ১৩৪
সুদিনের পাশে ১৩৫
তুমি জেনেছিলে ১৩৬
প্রতীক্ষায় ১৩৭
সেদিন বিকেলবেলা ১৩৭
সে কোথায় যাবে ১৩৮
তমসার তীরে নগ্ন শরীরে ১৩৯
যে আমায় ১৪০
স্বপ্নের কবিতা ১৪১
জল বাড়ছে ১৪২

এসেছি দৈব পিকনিকে [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৪]

মানুষের মুখ চিনে ১৪৩
এই দৃশ্য ১৪৪
এক জীবন ১৪৫
রেলের কামরায় পিঁপড়ে ১৪৬
রূপনারানের কূলে ১৪৬
দেখা ১৪৭
নীরার কাছে ১৪৮
শব্দ আমার ১৪৮
ধলভূমগড়ে আবার ১৪৯
একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল ১৫০
এই জীবন ১৫০

১৫১ আমাকে জড়িয়ে

দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায় [প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬]

১৫২ কবিতা লেখার চেয়ে
১৫৩ এই জীবন
১৫৩ নিজের কানে কানে
১৫৪ ইচ্ছে হয়
১৫৫ কথা আছে
১৫৬ নেই
১৫৬ সেই লেখাটা
১৫৭ গুহাবাসী
১৫৮ কৃত্তিবাস
১৫৯ পুনর্জন্মের সময়
১৬০ সারাটা জীবন
১৬০ শিল্প
১৬১ ব্যর্থ প্রেম
১৬২ চোখ নিয়ে চলে গেছে
১৬৩ কিছু পাগলামি

স্বর্গ নগরীর চাবি [প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৮৭]

১৬৫ সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম
১৬৬ একটাই তো কবিতা
১৬৭ মানস ভ্রমণ
১৬৭ প্রতীক জীবন
১৬৮ স্পর্শটুকু নাও
১৬৯ ঝড়

সোনার মুকুট থেকে [প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৮৮]

১৬৯ সোনার মুকুট থেকে
১৭০ অন্তত একবার এ-জীবনে
১৭২ অ
১৭৩ মিথ্যে নয়
১৭৪ অপরাহ্ণে

স্মৃতির শহর [প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩]

স্মৃতির শহর ১. ৩. ৮. ১২. ১৫. ২৭
পৃষ্ঠা : ১৭৪-১৮২
নসাস-এর বিশেষ উপহার

একটি ঘোষণা—

[শুধুমাত্র বাংলাদেশে মুদ্রণ ও বিক্রয়ের জন্য ইফতেখার রসুল জর্জ অধিকারিক নসাস/ঢাকা কবি কর্তৃক একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত প্রকাশক

[বাংলাদেশের লেমিনেটেড প্রচ্ছদে প্রথম শক্ত বাঁধাই গ্রন্থ বিধায় লেমিনেশন-এর বাড়তি খরচ ধরা হয়নি। এটি কবিতা প্রেমিকদের জন্যে নসাস-এর ১৯৮৭ একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে সৌজন্য উপহার]

বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে
গর্ভবতী হলো, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্ত অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবাসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী
কান্তি লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মন্ডুকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প-কূপে

তার সব ব্যর্থ হলো, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী
যদিও নিয়মনিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বল্প-চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে
পূজার বন্দনা বাজে আ-দিগন্ত রাত্রির নির্জনে।

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হলে সুখে-দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল।

বাঁচাতে পারবে না তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
হবিষ্যান্নপুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হলো মরণসম্ভবা।
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি-বা ভজনা করে যীশু॥

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জেবলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা
আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন্ জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুকে নানান্ কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না।
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা—ছেঁড়া তাঁবু, ফাটা বাজনা, নানান্ সেলাই
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কী মারণ খেলা
খেলাচ্ছে আহারে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না, হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার ওষুধে ভুগ্‌ছে ;—বিশ্বাস করো না।

দেখ্‌রে নিন্দুক দেখ্, বামহাতে কনিষ্ঠ আঙুলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভাষা !
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কী আজব বাড়ি ?
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ্, চারদিকে দেয়াল রাখিনি,
(তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে
আঙুলে বয়স গুণে—শখ করে সে-দেয়ালে নানা ছবি এঁকে !)
আমার বাড়িতে দেখ্ অনুগত ভৃত্যের মতন
নানান্ জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে ছাতের কার্নিসে
নানান্ রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত নিদ রাত।
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়াল-বিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে
বাইরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ !

তোরাই নির্বোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক,—
আমাকে ম্যাজিকওয়ালা বলবে তুমি বিশ্বাস করো না॥

প্রার্থনা

ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা
সব তুমি সয়েছ, বসুধা।
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি
চক্ষুর সীমানা-প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি-মগ্ন নদী—তার দূরাভাস তীর
আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।

আমার জন্মের ভোর সূর্য-শরে আহত মাটিতে
প্রত্যহকে ধরে থাকা অবাধ্য মুঠিতে।
নিবিড় ঘুমের মৌন জীবনের অস্পষ্ট আভাসে
নিস্পন্দ অন্ধকারে মিশে যায়,—বর্ণ ভেসে আসে,
লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া, দেখি চক্ষু ভ'রে
সূর্যমুখীর মতো মেলে আছো সেই এক অপরূপ ভোরে।

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত-বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান ভীত-চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্যত অপার
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার।
নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে॥

দুপুর

রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ-যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক

অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু'চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।

ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কী যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুণে গুণে দেখলো সস্নেহে
এ-মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো
অলিন্দের আলো।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে
কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে
এ-যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার॥

চতুরের ভূমিকা

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।

যদিও প্রত্যহ আসে অগণিত সুঠাম যুবক
নানা উপহার আনে সময় সাগর থেকে তুলে

আমি তো আনিনি কিছু চম্পা কিংবা কুর্চি কুরুবক
সাজাতে চেয়েছি শুধু স্পর্শহীন উপমার ফুলে।

আকাশে অনেক সজ্জা, তবু স্থির আকাশের নীল
সামান্য এ সত্যটুকু শোনাতে চেয়েছি আপনাকে
শব্দ আর অলংকারে খুঁজে খুঁজে জীবনের মিল
দেখেছি সমস্ত সাধ অন্য এক বুকে সুপ্ত থাকে।
আশা করি এতক্ষণে এঁকেছি আমার পটভূমি।
যদি অনুমতি হয় আজ থেকে শুরু হোক, তুমি॥

তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দু'চোখে তবু ভীরুতার হিম।
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনও চিনি না
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর
আবার কখনও ভাবি অপার্থিবা কিনা।

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সায়াহ্নের মতো বিস্মরণ—
জীবনকে স্থির জানি তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করছো তাই ঝঙ্কার মুখর
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে
দিয়েছো উত্তর তার নব-পত্রপুটে
বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে॥

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র

কোন্ দিকে? কোন্ দিকে? আমি চিৎকার করলাম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিট্‌কে পড়লো। তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাতদিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুক্‌রো শত শত হুইস্‌ল বাজিয়ে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে। কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কী-করে জানলেন এইটা ঠিক
পথ? নাকি যে-কোনো রাস্তায়?
তাদের উত্তর: পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়ট!

পথ কিংবা রাস্তা আমি কোন্‌টায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম। কেননা 'পথিক' এই সুদূর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বদলে 'রাস্তার লোকটা'?
পরমুহূর্তেই হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স্তুতি, উপমার
ভয়ংকর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর রক্ত দু'চোখের মণি॥

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু'হাত নিচে, পা শূন্যে—আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ,
চাঁদের আলোয়

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকরগাছি একলা শুয়েও বেঁচে তো আছি
ইষ্টকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি—
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লন্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া, তা কেবল তুমিই পারো।
আমি তোমায় চিমটি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়
তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খান্ডাগুলু, বুম্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্ না উসুখুসু সাকিনা খিনা
মহারাজ, মনে পড়ে না ?

অসুখের ছড়া

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না

চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুন্ডহীন নারীর কাছে ?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
স্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের ?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘামোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না-হয় স্মৃতি না-হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুল প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে বুকের গন্ধ
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না—ঘেমলা মতো বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিণীর কোলে ঘুমোয়।

বৃক্ষ তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গতজন্ম তোমায় চেনা যায় কিনা
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কী অসম্ভব দৈন্য—
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে ঢোকার বুদ্ধি ঈশ্বরেরও মনে এলো না ?
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রতিমা...

হঠাৎ নীরার জন্য

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে—দিকচিহ্নহীন—

বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে ? তুমি
আজই কি ফিরেছো ?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কী ভয়ঙ্কর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিন দিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন।'
রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম, রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে।
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফ্‌টের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।।

শুধু কবিতার জন্য

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি একঝলক;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।
মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।।

চোখ বাঁধা

অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মান্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো, আলো,
অরুন্ধতি, আলো—
চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইট হাউস হয়ে
দাঁড়াবে না?

বুকের উপরে দুই পা, ফ্লুরোসেন্ট উরুদ্বয়
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে,—কেন এত রূপ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য,
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়—
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবন সর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও,
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি!

যদি ভালেবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবো, সেই ভালো, একটা চোখ

ছুঁড়ে দিও জলে—
বড় সাধ ছিল আমি স্বর্গে যাবো, মুখ লুকাবো এমন বুকের
ছায়া আছে আর কোথায়, নেই পৃথিবীর উপবনে, নেই রেখাচিত্রে
মাংসের হরষে
না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়, যেন ঘোরে
প্রতিশোধে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়,
মহাশূন্যে, সর্বনাশে

আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের
অশ্রুপান করি।
আমিও পৃথিবী, স্বর্গ, কলেজ স্ট্রীটের মহা অগ্নিকাণ্ড দেখে
শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙেচুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই
তোমার শরীর শিল্প, আমার শরীর শিল্প, অরুন্ধতি তোমার আমার।।

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, 'ঐ যে রুগ্ন ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন ?' কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি, 'এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কী আছে এখন ? গত বসন্ত মেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে,
সব ঘরে
ধুলো, তালা খুলবে না এ জন্মে ; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ !'
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহুদূর জেনে, চৈত্র রুক্ষ দিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজর ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানে কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।

আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া
কব্জি শক্তিধর
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ংকর
সেই গুপ্তচর পাছু আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস—
ক্ষণিক সরাইগুলি, হায়! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে, ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।।

জন্মা

অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেট বই, রুমাল—
রেডিওতে পাঁচটা বাজলো, আচ্ছা কাল
দেখা হবে,—বিদায় নিলাম,—সন্ধেবেলার রক্তবর্ণ বাতাস ও শেষ
শীতের মধ্যে, একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার
সময় মনে পড়লো—ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গী ও দুঃখ, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।

হাল্কা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি নিখিলেশ হয়ে বহুদূর
হেঁটে গেলাম, নতুন গোধূলি ও রাত্রি, বাড়ি ও দরজা এমনকি
অন্তঃপুর

ঘুমোবার আগে চুরুট, ঘুমের গভীরতা ও জাগরণ—
ছ' লক্ষ অ্যালার্ম ঘড়ি কলকাতার হিম আস্তরণ
ভাঙার আগেই আমি, অর্থাৎ নিখিলেশ, টেলিফোনে নিখিলেশ
অর্থাৎ সুনীলকে

ডেকে বলি, তুই কি রোজ কন্ডেন্স্‌ড্‌ মিল্কে
চা খেতিস্‌ ? বদ গন্ধ, তা হোক ! আমি অর্থাৎ পুরোনো সুনীল,
নিখিলেশ এখন,
তোর অর্থাৎ পুরোনো নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন
এবং হৃৎপিন্ড ও শোণিত
পেতে চাই, তোর পুরোনো ভবিষ্যৎ কিংবা আমার নতুন অতীত
তোর নতুন অতীতের মধ্যে, আমার পুরোনো ভবিষ্যতে
(কিংবা তোর ভবিষ্যতে আমার অতীত কোনো পঞ্চম
অতীত ভবিষ্যতে)
কিংবা তোর নিঃসঙ্গতা, আমার না-বেঁচে-থাকা হৈ-হৈ জগতে
দু'রকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন বদলের
বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের
আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস
জীবনের তীব্র চুপ, যে-রকম মৃতের নিঃশ্বাস,—
লোভ ও শান্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা
তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমি অগত্যা
প্রেমিকার দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়,
ধ্যান ও অস্থিরতা
এক জীবনে, উরুর সামনে উরু, উরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ,
অশরীরী,

ঘৃণা ও মমতা
অসম্ভব তান্ডব কিংবা চেয়ে দেখা মুহূর্তের রৌদ্রে কেনো
কুরূপা অপ্সরী
শীত করলে অন্ধকারে শোবো, দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে
সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরোনো আমার নামে,
দেখতে চাই চোখে
একশো আট পল্লব কাঁপে কি না, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে
ক'হাজার আলপিন, কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,
সুখ, সুখ নয় পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না,
মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো ও আমি, আমি নয়,
এক জীবন দৌড়োতে দৌড়োতে ॥

হিমযুগ

শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূরে চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সংগম শেখাবে—
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সংগম শেখাবে—

আমার নিশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জংঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতো রো দিন পরে
অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর
তুমি হও নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, ঠান্ডা, দেবদূতী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সংগম শেখাবে।

মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমার প্লেগ, পরমাণু
কিছু নয়,
স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখাবার নিয়ম হয়েছে
মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে
ভুল স্বপ্নে; শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
তুমি কথা দিয়েছিলে.....
এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো! নয় রক্তে অশ্বখুর, স্তনে দাঁত, ঘের আঁচড় কিংবা
উরুর শীৎকার

মোহমুদ্গরের মতো পাছা আর দুলিও না, তুমি হৃদয় ও শরীরে ভার্যা
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সংগম শেখাবে।।

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না
আয়না
ভেঙে
বিচ্ছুরণ
একদিন
বিস্ফোরণ হয়
বুকে ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলি ছুটে যায় ধূসর অস্তিমে
স্বর্গের অলিন্দে—
স্বর্গ থেকে
তারপর ঢলে পড়ে
মহিম হালদার স্ট্রীটে
প্রাচীন গহ্বরে
মধ্যরাতে।

জানলা ভেঙে বৃষ্টি এলে বুকে যে-রকম পাপ হয়
যে-রকম স্মৃতিহীন মহিম হালদার কিংবা আমি ও মোহিনী
পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-শরীর চরিত্র নদীর...
দীপকের মাথাব্যথা হাসের পালক ছুঁয়ে হাসাহাসি করে
যে-রকম শান্তিনিকেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই
দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়.....
যে রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুঁড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে—

নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।
আরো নিচে, পাপোশের নিচে এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজন্মা বালিকা—
ছাদে পায়চারি করে গিরগিটি,

শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বলা ঘরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়—
থুতু ও পেচ্ছাব সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে—

এ-রকম ছবি দেখে বাতাস অসহ্য হয় বুকের ভিতরে খুব
কশা অভিমানে
শব্দ অপমান করে—ভয় আমাকে নিয়ে যায় পুনরায় দক্ষিণ নগরে
মহিম হালদার স্ট্রীটে ঘুরে ফিরে ঘুরে আমি মহিম, মহিম
বলে ডাকাডাকি করি, কেউ নেই, মহিম, মহিম, এসো তুমি আর
আমি ও মোহিনী
ফের খেলা শুরু করি, মহিম! মোহিনী।
কোনো সাড়া নেই। ক্রমশ গম্ভীর হয় বাড়িগুলি, আলো
হাড় হিম হয়ে আসে স্মৃতিনষ্ট শীতে॥

রাখাল

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অনন্তকাল
আমি ডাইনে তাকাই পিছন ফিরে অন্ধকার গলিতে
অনন্তকাল পিছনে নয়, ডানদিকে নয়, সবুজ ও লাল—
সুখের মতো ভূবিস্তৃত, উরুদ্বয়ে শোকের মতো, দৃষ্টি থেকে ঘুমের মতো
পেরিয়ে যাই, কুসুম এবং ফলের কাছে বীজের মতো
দীক্ষা নিতে,
মৃত্যু থেকে সংগোপনে শূন্য ঘরে, দ্রাক্ষাবনের
ছাই বাতাস, জ্ঞানী মাথার খুলী, নদীর ভাঙা পাড়ের শুকনো পাতা—
পেরিয়ে যাই মাঝরাতের পাঠশালার হাজার চোখ, ধূসর খাতা,
পেরিয়ে যাই ভূমিকম্প, সূচের সরু গর্ত দিয়ে অনন্তকাল
রেশমী প্যান্ট, কোমরবন্ধ, হাতে চুরুট; তবু আমায় বলো, 'রাখাল'॥

আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় পাই, বহু রাত্রি জাগরণ—প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে—তোমার নিশ্চিত
পথ্য হবে।

আমার **সংগম** নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধা, কিছুটা উপরে, **সার্থকতা** যদি উদাসীন;
বিপুল তীর্থের পুণ্য—নয়? **সর্বগ্রাস**
যেমন জীবন আর জীবনী লেখক।

প্লেনের ভিতরে কান্না এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুকের মধ্যে॥

প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা

মানুষের মতো চোখ, বিস্ফোরণ, **সমাধির** মতো শূন্যে প্রচ্ছন্ন কপাল
পদচুম্বনের মতো ভালোবাসা ভিতরে রয়েছে
ভালোবাসা তিনশো মাইল দূরে গিয়ে আলিঙ্গন করে
দূর থেকে ভালোবাসা দেখে যেতে লোভ হয়, শরীর লুকোতে চায়
জ্যোৎস্নালোকে, তবুও জ্যোৎস্নায়
স্পষ্ট ছায়া পড়ে এত স্পর্শকাতরতা।

গোলাপের মতো এক ধানক্ষেত, পুরুষ নামের সব নদী
বড় চেনা লাগে, দুঃখে কোনো পাপ নেই—যত ডুবে যাই ততই ঈশ্বর
মেঘমাশ্লিষ্টসানু পা ছড়ান, সূর্যাস্তের মতো তাঁর দুঃখ এত বড়
অথবা দুঃখের মধ্যে লোভ, কিংবা লোভের ভিতরে মুক্তি, মুক্তির ভিতরে
একজন্ম নিমগ্নতা—

এ যেন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা, কোথাও বাতাস নেই তবুও গাছের
এক-একটা পালক খসে; দোকান ঘুমোয়—তবু ভিতরে আলোয়
আধোজাগা স্ত্রীলোকের হাসাহাসি—ওসব দোকানে দিনমানে
স্ত্রীলোক বিক্রীত হয় না—আমি খুব ভালোভাবে জানি।
অথবা দুপুরে লরী সুরকি ঢালে—সুরকির ভিতরে কোনো স্বপ্ন নেই ?
অমন নরম ওরা, কিশোরীর হাতে ডোবা লাল—যেন রোদ্দুরে হাওয়ায়
বিশাল প্রসাদ এক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ সুরকি জমা স্তূপে পা ডুবিয়ে—

ঘড়ি চলে কুকুরের মতো শব্দে, অথবা কুকুর ডাকে ঘড়ির মতন
তড়িঘড়ি, আমার নিশ্বাস আরও দ্রুত—যেন বেড়াতে এনেছে--
এর ফাঁকে আমায় কিছু আন্তরিক ছোট ছোট কথা বলে যাবে
টুরিস্ট গাইডের হাসি যতখানি আন্তরিক হয়
চারদিকে দেয়াল বা দেবদারুশ্রেণীর মতো প্রতিদিন দিন
প্রতিটি বিদেশ যেন চুম্বকের ধাতু দিয়ে গড়া
কোথাও আঁধারে আসে তিনটে ছায়া, সেই ছায়াবহ ভয়,
প্রতি মানুষের পবিত্রতা
তবু কোনো কোনো দিন ডাকে, বহু ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ, ইচ্ছে হয় বলি
চুল খোলো, বোতামের শব্দ শুনি, না-খোলা শায়ার মধ্যে হাত
অথবা চোখের জল চোখ থেকে ছেনে নিতে যাই
শীতে অবেলায় আমি, বাতাসে রেণুর মতো কান্না ভাসে, আমার ও
প্রতি মানুষের
মাঝে মাঝে বড় অসহায় লাগে, তখন কোথায় মুখ লুকাবো জানি না ॥

সাবধান

আমি সেই মানুষ, আমাকে চেয়ে দ্যাখো
আমি ফিরে এসেছি
আমার কপালে রক্ত;
বাষ্প-জমা গলায় বাস-ওল্টানো ভাঙা রাস্তা দিয়ে
ফিরে এলাম—

আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি
আমি দাঁড়িয়েছি চালের দোকানের লাইনে
আমার চুলে ভেজাল তেলের গন্ধ
আমার নিশ্বাস—।

রাস্তায় একটা বাচ্চা ছেলে বমি করলো
আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী—
পিছনের দরজায় বস্তাভর্তি টাকা ঘুষ নিচ্ছিল যে লোকটা
আমি তার হত্যার জন্য দায়ী—
আমি পুলিশের বোকামি দেখে প্রকাশ্যে হাসাহাসি করবো
আমি নেহেরুর উইল সম্পর্কে শুনবো ট্রামের লোকের ইয়ার্কি
কম্যুনিস্টদের শ্লোগানের শবযাত্রা দেখে আমার দয়াও হবে না;
আমি ভয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে উঠবো মমতায়
আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে মুখ চুম্বন করবো
সশরীরে বিছানায় শুয়ে দু'জনে কাঁদবো নানা ধরনে
পরদিন ঠিকঠাক বেঁচে উঠতে হবে, এই জেনে।

আমার গলা পরিষ্কার, আমি স্পষ্ট করে কথা বলবো
সমস্ত পৃথিবীর মেঘলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
একজন মানুষ
ক্রোধ ও কান্নার পর স্নান সেরে শুদ্ধভাবে
আমি

আজ উচ্চারণ করবো সেই পরম মন্ত্র
আমাকে বাঁচতে না দিলে এ পৃথিবীও আর বাঁচবে না।

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্য দিয়ে,—চতুর্দিকে রাজকুমারীর মত আলো—

হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো
উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাসের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে.....
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, একশো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসি-সমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলাম-
ওয়ালা 'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুরি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কী করছিস ?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরণ দেখি, দু'হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্ বাড়ি চল্, কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে ?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু'চোখ উল্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে। যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,—যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক-জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস ?' 'জানি না' এ-কথা

কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বার বার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা
কোথায়
লুকিয়ে রেখেছে আমায়! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায়
পরস্পর ছায়া ও মূর্তি,.....আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সংগে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ, না ভালোবাসা
শুধু নির্বাসন ॥

জ্বলন্ত জিরাফ

শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে? বাথরুমে—ছ'মাস আগে, সেই থেকে চোখে ভালো দেখতে পাই না। সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগেছিল—এছাড়া চোখের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে। সেই ঠান্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচো করেছি জানালা দিয়ে। প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালো: এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও। তার ছোটো বাড়ির রঙ শাদা ছিল।

পুলিস এসে বলেছিলো, এই নিয়ে সাতটা খুনের জন্য তুমি মোট তেরোটা ছুরি ভেঙেছো। ইস্পাতের এ-রকম অনটনের দিনে তোমার অমন বিলাসিতা। এর পর থেকে তোমার ঐ খামখেয়ালীর জন্য যত খুশী সিল্কের রুমাল বা ধুতুরোফল ব্যবহার করবে। কিন্তু ইস্পাতের অপচয়ের মতো বে-আইনী। দু'বছর অন্তত ঘানি ঘোরাতে।—আমার ঘড়ি ছিল না বলে ক'টা বাজে দেখবার জন্য আমি মণিবন্ধটা কানের কাছে। রক্ত চলাচলের স্পষ্ট শব্দ ও সময়।

টেলিফোন মিস্ত্রী অভিযোগ জানালো, আমার ঘরে রেডিও নেই কেন। সরমা অনুযোগ করেছিল, আমার ঘরে কোনও ছবি নেই। আমি ওকে

টেবিলের সম্পূর্ণ খালি সতেরোটা ড্রয়ার দেখিয়েছিলাম। ও দূরের জ্বলন্ত জিরাফ একেবারে লক্ষ্য করেনি। সেই পাপেই ওর মৃত্যু হলো। দাঁতের ডাক্তার আমার পায়ে ঘা করে দিয়েছিলো বলে আমি কখনও আর সে শুয়োরের বাচ্চা জীবানুসমন্বয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি। তার বদলে আমি এখন পেচ্ছাপ ও কান্নার সম্পর্ক নিয়ে বই লিখছি। এখন রাত্রি কি দিন চেনা যায় না।।

প্রেমবিহীন

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো তবু জানি চিরদিন
এ-পথ থাকবে এমনি সাজানো, কেউ আসবে না, জনহীন, প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে !

রূপ দেখে ভুলি কী রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে ? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে ? এ হেন সাহস
নেই যে বলবো : যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও !

টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুলসম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু'চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার

পুজোয় বসবে ? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভীরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও !
তোমার ও রূপ মূর্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ ॥

নীরা তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো ?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুতনি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পদ্ম পাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন--
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টি বার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা।
তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
দু'হাত জোড়করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ--
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়

আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছল ছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি;
দোল ও সরস্বতী পুজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী॥

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কী মানুষজন্ম ? নাকি শেষ
পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধ্যেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত; আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে। আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জেবলে—
(ও-গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই।)

আমি স্বপ্নের মধ্যে বারুদের বাড়ির ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি। নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি ? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে
বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশি ছিল কি না;
আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নিখিলেশ, আমি এই-রকমভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার—একি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার ?—অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন ? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমনিরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা ? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয়। মৃত গাছটির পাশে উত্তরের
হাওয়ায় কিছুটা মায়া লেগে আছে। ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বান্ডিল, তবুও অক্লেশে
হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি। আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি…, ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার ;
ইচ্ছে ছিল না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে। তবু, ক্রমশই বেশি করে আসে শীত, রাত্রে
এ-রকম জলতেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাতড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর। ইঁদুর না মূষিক ? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদূরেই সংস্কৃত শ্লোক ? পাপ ও দঃখের কথা ছাড়া আর এই
অবেলায়
কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজো ও নারী-হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো
কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের। আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় একপলক সত্যি চোখ। এরকম সত্য
পৃথিবীতে খুব বেশী নেই আর।।

আমি ও কলকাতা

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশিয়ে খাওয়াবো—

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত
উপপতি
তোমার দিনে দুপুরে, উরুতে সম্মতি !

দিল্লির সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি ? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধেবেলা
প্রখর গরজে
তোমার দু'বাহু চেপে ট্যাক্সিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো
ক্যামেরা
যদু...মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে ;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে ?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।

কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্র্যাফিক বাতি, বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বাষ্পভুক নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি ? গঙ্গা থেকে সব ক'টা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকার ময়দানে প্রচন্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—

তোমার শরীর-ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রেণীযুগে জ্বালবো দেশলাই—
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইঁটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলংকার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে ?

অনর্থক নয়

বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে ?
আমি তো নিজের সইটা এখনো চিনি না
বিষম টাকার অভাব ! নেই। শুধু হৃৎপিণ্ডে হাওয়া টেনে নিয়ে
হাসি কুলকুচো করি। মাথায় মুকুট নেই বলে
কেউ ধার দিতেও চায় না।
কিছু টাকা জমা আছে ব্লাড ব্যাঙ্কে। সামান্য।
কাঁটা ছাড়ানো মাছের মতন
গদ্য লিখলে ক্যাশ আসে। পারি না। কবিতায় দশ টাকা
তাই বা মন্দ কি, কত দীর্ঘ দিন বন্ধুদের টেবিলে বসিনি।
কতই তো দিলে বিধি—চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি
কয়েকখানা বড় সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ্য দিলে না ?
শিল্পের জননী নাকি দুঃখ ? সর্বনাশ, আমার তো কোনো দুঃখ নেই।
খুব গোপনে জানাচ্ছি
(একমাত্র টাকা কিংবা দুঃখ না-থাকার-দুঃখ যদি গণ্য হয় !)
কে কোথায় পায়নি প্রেম, এর সঙ্গী ভোগ করছে ওর সন্ধেবেলা
এসব চমৎকার লাগে।
কে যেন আমায় কথা দিয়েছিল ! কথা সাঁতরে গেছে অন্ধকারে—
ভয়ঙ্কর জানলা খুলে রাত দুটোয় এক ঝলক আলো এসে পড়ে
মাঝে মাঝে চোখে মুখে। অমনি চেঁচিয়ে উঠি উল্লাসে মুখ তুলে :
বিশ্বাসঘাতিনী ভাগ্যে হয়েছিলে নারী, তাই বেঁচে থাকা এত রোমাঞ্চের !

নেশাফেশা কিছু নেই, দুঃখ নেই, গোপনে চুপচাপ বাঁচতে চাই
তাও কত শক্ত দেখছি, চারবেলা অদ্ভুত চাকরি, ঘুমহীন চোখে

কবিতার আরাধনা

কেন এই আরাধনা ? ওভারটাইম দশ টাকা
ছোট ছোট ঝাল লঙ্কা কিংবা ঠিক টিনের চিরুনির মতো রোদে
পঞ্চশটা কাবুলিকে স্বপ্ন দেখে আজ দুপুরে চমকে গেছি ট্রামে।

কোর্বন স্ট্রীটের মোড়ে বুড়ো দরবেশ চাইলো অমরত্ব খুবই আন্তরিক
কপালে কুষ্ঠের কাদা। তিনটে নয়া পয়সা দিয়ে মানুষের মতো অভিমান
সংকেতবিহীন কণ্ঠে জানালুম :
যদি রাস্তা চিনতে পারো, যাও হে অনন্তধামে সন্ধের আগেই
ঈশ্বরের পাশে একটি তোমার জন্যেই খালি আসন রয়েছে আমি জানি
পরমুহূর্তেই আমি পাশের পাগলীর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে—
—তিনটে পয়সা দাও ভাই আজ আমাকে
গাড়ি ভাড়া নেই বহুদূরে যেতে হবে।

মায়ের তোরঙ্গ থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো ঝেড়ে আজও
সম্রাট পঞ্চম জর্জ কাটামুণ্ডে সহাস্য বয়ান
যাও মাছের বাজারে ইয়োর ম্যাজিস্টি, পুঁইশাক, সিগারেট, কুমড়োয়
দেখি কতো তোমার মুরোদ ! সব ম্যাজিক ভুলে গেছি—
একত্রিশ তারিখে দেখছি অ্যালয়ের কুশব্দ ইয়ার্কি
এখানে ওখানে নদী—কালো জল, প্রত্যহ স্নান সেরে বহু পবিত্র গন্ডার
চৌরঙ্গীর চতুর্দিকে হুটোপুটি করে—হাসে, মেয়েদের খোলা তলপেটে
সুড়সুড়ি দেয় কিংবা ঠোঁট চাটে, নুন ঝাল মিশিয়ে
প্রথম শীতের এই মনোরম সন্ধ্যাগুলি কাঁটা চামচে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুস্বাদে চিবিয়ে খায়। সমস্ত রাস্তাই আজ ভিড়ে ভর্তি ভিড়ে
ভর্তি, অসম্ভব, আমি হঠাৎ কোথায় আজ হারালুম আমার নিজস্ব
গোপন প্রস্থান পথ—এ দুর্দিনে ফটকার বাজারে !

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি, নীরা
এ-কবিতা মধ্যরাতে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাস রেফ্
ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
অধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিঃশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণিনের বানের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,
শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়
তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, ওরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্নার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা॥

চোখ বিষয়ে

আমি তোমাদের কোন্ অনন্ত ছায়ায়
শুয়ে আছি, শুয়ে রবো, আমি তোমাদের
থেকে বহু দূরে তবু ছায়ার ভিতরে
শুয়ে আছি, জেগে আছি, শিয়রে ও পায়ে
ছায়া পড়ে, ছায়া কাঁপে, চোখের ছায়ায়
মাছ খেলা করে, ভাসে, আমি তোমাদের
মাছের মতন চোখ ছায়ার সাঁতারে
তুলে আনি, তোমাদের গোলাপজামের
মতো চোখ ভালোবাসি, মুখে দিই, দাঁতে
'তোমাদের' ভালোবাসাময় চোখগুলি
ভেঙে যায়, মিশে যায়, হেমন্ত বেলায়
শিরীষ ফুলের মতো তোমাদের চোখ
আমাকে পালন করে গোধূলি ছায়ায়।

'তোমাদের' শব্দটিতে অনেক কুয়াশা
যেমন শব্দের কাছে নীরবতা ঋণী
যেমন নীরব ফুল সব বন্দনার
চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভ্রষ্ট ফুল যেমন বুকের
কাছে হাত জোড় করে, ছায়ায় শয়ান
ফুল ও বুকের চেয়ে কোমল পাছার
সঙ্গীতের মতো ভঙ্গি যেমন অনেক
দূরে মনে হয়, আমি মনের কুয়াশা
'তোমাদের' মুখে রাখি, তোমাদের চোখ
কাজলের মতো লাগে, চোখে চোখে ছুঁয়ে
আমি দেখি, শুয়ে থাকি, যেন বিপুলের
ভিতরে নিঃস্বতা কাঁপে, চঞ্চলতা যেন
ছায়ায় গোপন, মুখ মুখশ্রী লুকোয়—
মুখের ভিতরে চোখ ভাঙে মিশে যায়।।

ক্লান্তির পর

আমি তোমার অধর থেকে ওষ্ঠ তুলে তাকিয়ে দেখি মুখের দিকে
তুমি তোমার কোনো কথাই রাখোনি
কথা ছিল কি এমন করে কান্না, এমন
চোখের দুই পাশ মুচড়ে তাকানোর ?
কথা ছিল কি বিকেলবেলা ঘড়ির নিচে মায়ার খেলা
আদর পেয়ে মার্জারীর মতো শরীর বাঁকানো ?
হাওয়ায় এখন নদীর মতো শব্দ ওঠে
তিনটি কথা বলতে এসে তোমার ঠোঁটে
চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম মনোহরণ ;
এখন আমার দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, ঈর্ষা হয় না
এখন তোমার শরীর থেকে ফুলের গয়না
হাওয়ায় দাও ছড়িয়ে, কেউ এসে তোমায় রক্ষা করুক—
তুমি ভেঙেছো দুঃখ দিনের কঠিন পণ
নদীর শব্দ ছাড়িয়ে এখন বেজে উঠলো মেঘের মতো দুই ডমরু।

সখী, এবার স্পষ্ট কথা বলার দিন এসেছে
দু'পাঁচ বছর বাঁচবো কিনা কেউ জানি না—
আমার কথা শীতের দেশের পাখির মতো ঝরে পড়ে
চিঠি পেয়েছি হিয়েরোগ্লিফিক্‌স্‌ অক্ষরের স্বরান্তরে
বরফ ফেটে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে জলস্তম্ভ
আমি যখন তোমার বুকে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকি
বৃক্ষ তখন আত্মা পায়, বায়ুতে এসে নিরালম্ব.....
ফুলের মধ্যে সূর্যমুখী
ফুটবে আজ দেরিতে খুব, সবুজ ঘরে জ্বলে এখন কমলা আলো
রক্ত আমার অবিশ্বাসী, সন্ধেবেলা দুটো নেশাই লাগলো ভালো
ক্লান্ত মাথা সরিয়ে এনে চোখ রেখেছি তোমার গালে
শরীর খুলে অন্য শরীর, কেন এমন লোভ দেখালে ?
কিছুই বলা হলো না, তুমি কথা রাখোনি, দুঃখে অভিমানে
শ্বাসকষ্ট হলো আমার, চোখেও জল এসেছিল।
চোখে সে কথা জানে
আমি
দ্বিধার মধ্যে ডুবে গেলাম !

মৃত্যুদণ্ড

একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুর বেলা
বেজে উঠলো, বিদায়,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়,
বিদায়, বিদায় !
ট্রামলাইনে রৌদ্র জ্বলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি
হঠাৎ যেন এই পৃথিবী ডেকে দেখালো আমায়
কাঁটা-বেঁধানো নগ্ন একটি বুক ;
রূপ গেল সব রূপান্তরে আকাশ হল স্মৃতি
ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত এক চোখের রশ্মি দেখে
অন্ধকারে মুখ লুকালো একটি অন্ধকার।

হঠাৎ যেন বাতাস মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি এবং
গলির মোড়ের ঐ বাড়িটা, একটি-দুটি পাখি
চলতি ট্রামের অচেনা চোখ, প্রসেশনের নত মুখের শোভা
সমস্বরে ডেকে বললো, তোমায় চিরকালের
বিদায় দিলাম, চিরকালের বিদায় দিলাম, বিদায় ;
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়, বিদায়, বিদায় ॥

শব্দ ২

আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ
যেন তাকায় অতিকুসীদ, যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ ওঁ শব্দ

অতিক্ষিদেয় খেয়েছিলাম সাতশো বিবেক, শব্দ বললো, 'আমি আছি'
শব্দ আমায় ট্রাম ভাড়া দেয়, বায়োস্কোপে টিকিট কাটে
খুনের রক্তে চোখ ভেসে যায়, দৈবে ঘুরি ঘোর ললাটে
অন্ধকারে মুখ দেখি না মুখের ভয়ে, শব্দ বললো, 'আমি আছি !' ওঁ শব্দ

আঠাশ বছর পবিত্রতার তুক শেখালো, বিনা সুদে আগাম লগ্নী
ওঁ স্বর্ণ ওঁ প্রেম ওঁ বেশ্যা ওঁ মধু ওঁ ভূঃ ওঁ দুঃখ
ওঁ ছায়া ওঁ কাম ওঁ মায়া ওঁ স্বর্গ ওঁ পাপ ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর শিল্প ভেবে হাতে রইলো সবুজ খড়ি
এখন এলাম ঋণের ভয়ে ইস্টিশানে তড়িঘড়ি
কেউ দেখেনি শরীর আমার শরীরীভূত, জ্বলে উঠলো তবু হঠাৎ
নাদ অগ্নি। ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর অনুসরণ যেন হরণ দাবী করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ মৃত্যুশব্দ। ওঁ শব্দ।

'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী'

ছিলাম বাসনা-লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্তপঙ্‌ক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে
আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী অগোপন
পাষন্ড হয়ে যাই।

তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি!
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।

সে আমার হাত ধরে স্ফটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই সে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে

নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলংকার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী ॥

এই হাত ছুঁয়েছিল

আহা রে সোনার মূর্তি ওকি অবিরল ঝরে যাবে
রাত্তিরে রোদ্দুরে, বৃষ্টিপাতে পরপুরুষের হাতে
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ্ ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাত ছুঁয়েছিল বহু কৃমি, বুকে বাঁধা পাশবালিশ, রক্ত, যেন
রক্তের লালায়
লোভহীন ডুবে মরা, এই হাত ছুঁয়েছিল অশ্রুহীন চোখের চিৎকার
এই হাত ছুঁয়েছিল
এই হাত
সুড়ঙ্গের মতো গলি, খুচরো টাকা নিয়ে ছুটে বিদ্যুতের মতো...
পিছনে জুতোর শব্দ, ঘুমন্ত আয়নার মুখে সিগারেট, এই হাত !

বুকের ভিতরে কোনো বাষ্প নেই, কুয়াশার অন্ধকারে তবু দেখা হল
পুরোনো সিন্দুকে যেন লুকোনো গিনির মতো ঝলসে উঠলো চোখ
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ্, ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাতও কেঁপে ওঠে !
ক' কোটি ডাক্তার আছে পৃথিবীতে। পরশুরামের মতো সবগুলোকে
মেরে
ওদের রক্তের হ্রদে বেঁচে উঠতে চাই।
গাছের ছায়ার মতো জ্যোৎস্না এই জ্যোৎস্নার ভিতরে কেউ বেঁচে নেই।
আকাশের নিচে গাছ, আঁধার পাতার ঝাড়, পাতার ভিতরে স্রোত, সেই
স্রোতের শিরায় নির্মমতা : আপতত নির্মমতা আঁচল সরিয়ে
বলে, 'ঐ যে আলো, গেটে দাঁড়ানো মাসতুতো ভাই, আজ তবে যাই ?'

যাও, আর কোনোদিন তুমি একা অন্ধকারে গ্রীবা
এনো না আমার কাছে, যাও, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি

বহুক্ষণ থাকবো, আমি কুকুর আটকাবো, যাও, আজ ভয় নেই
আর কোনোদিন নয়। আজ যাও, ভয় নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছি।।

এবার কবিতা লিখে

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
এবার কবিতা লিখে আমি ঠিক রাষ্ট্রপতি না হলেও
ত্রিপাদ ভূমির জন্য রাখবো পা উঁচিয়ে—
মেষপালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী!
কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, শাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক
মুরগী দু-ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়—
কবিতা লিখেছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই—
অথবা একটি নারী অগোপন, যাকে আমি প্রকাশ্যে রাস্তায় জানু ধরে
দয়া চাইতে পারি।

লেভেল ক্রসিংয়ে আমি দাঁড়ালেই শুনতে চাই তোপধ্বনি
এবার কবিতা লিখে আমি আর দাবি ছাড়বো না
নেড়ি কুত্তা হয়ে আমি পায়ের ধুলোর থেকে গড়াগড়ি দিয়ে আসি
হাড় থেকে রক্ত নিংড়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষা চেয়ে মানুষের
চোখ থেকে মনুষ্যত্ব খুলে—
কপালের জ্বর, থুতু, শ্লেষ্মা থেকে কবিতার জন্য উঠে এসে
মাতাল চন্ডাল হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফের ছাই থেকে উঠে এসে
আমার একলা ঘরে অসহায়তা মতো হা-হা স্বর থেকে উঠে এসে
কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়েছি।।

দেখা হবে

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে—
সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা কী শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কী শান্তি দিলে, চন্দন, চন্দন
আমি বসে থাকবো দীর্ঘ নিরালায় !
প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমুলে জারুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম, শিরা উপশিরা নিয়ে জীবনের কত বিজ্ঞাপন
তবুও জীবন জ্বলে, সমস্ত অরণ্য-দেশ জ্বলে ওঠে অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে হরিণের ত্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে অন্বেষণ।
ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে...এতকাল ডাকোনি আমায়
কাঙালের মতো আমি এত একা, তোমার কী মায়া হয়নি,
শোননি আমার দীর্ঘশ্বাস ?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস !...
আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এলো, তাই আমি আগুন জেবলেছি,
সে কী ভুল ?
শুনিনি তোমার ডাক, তাই মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করেছি, সে কী ভুল ?
আমার অনেক ভুল, অরণ্যের একাকিত্ব, অস্থিরতা, ভ্রাম্যমান ভুল !

এবার তোমার কাছে...এ অন্য অরণ্য আমি চিনে গেছি
এক মুহূর্তেই
সর্ব অঙ্গে শিহরণ, ক্ষণিক ললাট ছুঁয়ে উপহার দাও সেই
অলৌকিক ক্ষণ

তুমি কী অমূল-তরু, স্নিগ্ধজ্যোতি, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কী শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন
আমার কুঠার দূরে ফেলে দেব, চলো যাই গভীর গভীরতম বনে ॥

গহন অরণ্যে

গহণ অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
শুকনো পাতার ভাঙা নিশ্বাসের মতো শব্দ
তলতা বাঁশের ছায়া, শালের বল্লরী,
সরু পথ
কালভার্টে, টিলার জঙ্গলে একা বসে থাকা কী-রকম নিঝুম বিষণ্ণ
বড় হিংস্র দুঃখময়।
অসংখ্য আত্মার মতো লুকোনো পাখী ও প্রাণী, অপার্থিব নির্জনতা
ফুলের সুবর্ণরেখা গন্ধ, সামনে ঢেউ উৎরাই—
অসহিষ্ণু জুতোর ভিতরে বালি, শিরদাঁড়া ব্যথা পেতে দ্বিধা করে
কেননা বুকের মধ্যে চাপা হাওয়া, করতলে মুখ।
গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
তবু যেতে হয়
বারবার ফিরে যেতে হয়।।

চিনতে পারোনি

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না ?

কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই দ্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে দ্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমারা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?

আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু' চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরণ, কৈশোরময় তুমুল খেলা…
লুকোচুরির খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
দ্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

ছায়ার জন্য

গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন, কাটিয়েছি
কোনোদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে
এখন একটা কোনো প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই

যাঁর কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায়।
ভেবেছি অরণ্যে যাব—সমগ্র সমাজ থেকে প্রতিভূ বৃক্ষকে খুঁজে নিতে
সেখানে সমস্তক্ষণ ছায়া
সেখানে ছায়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই
সেখানে রক্তিম আলো নির্জনতা ভেদ করে খুঁজে নেয় পথ
মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসে কপিশ হিংস্রতা
গাঢ় অন্ধকার হলে আমি অসতর্ক অসহায়
জানু পেতে বসে বলবো
বহুদিন ছায়ায় কেটেছে এ জীবন—
হে ছায়া, আমারই হাতে তোমার ধ্বংসের মন্ত্র
বুকের ভিতরে ছিল শ্বাস—তার পরিক্রমা ঘূর্ণি দুনিয়ায়
ভূতলে অশুভ শব্দ, আঁচের মতন লাগে পাতার বীজন—
তবু শেষবার
পুরোনো কালের মতো বন্ধু বলে ডাকো
বল্কল বসন দাও, দাও রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।।

দুটি অভিশাপ

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
প্রবল ঢেউ-এর মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মেল ট্রেনের গায়ে আমি খড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম
নারীর মুখ

কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
এমনকি, সেই নারীরও চোখের তারা আঁকা ছিল না
এক স্টেশন পার হবার আগেই বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি
হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল আমার খড়ির শিল্প
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
মেল ট্রেনের অভিশাপ।

প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত ?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ ?
শীতের সকালে খেজুর-রস খেতে ভালো-লাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া ?
প্রথম শৈশবে সরস্বতী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ ?
এ-সব বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি
কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র ও মেল ট্রেনের অভিশাপ !

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে ?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে !
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুলমালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি
হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে
গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ, বিরক্ত মুখোস
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লন্ডভন্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে—
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই গিয়ে
বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো ?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও-মুখের
মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর !
অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিঁট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিক্সা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাৎ মন্দ না।

আথেন্‌স থেকে কায়রো

বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট্‌ বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো ?
পেঁজা তুলোর মতন তুলতুলে মুখ দু'জন হাওয়া-সখী ছুটে এলো—
তখন মাথার ওপর ও নিচে ভূমধ্য আকাশ এবং রুপালি সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ ও ফড়িং
পিছনে সন্ধেবেলার ইওরোপ জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার
আমি কর্কশভাবে বললুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ, আমি

আধঘন্টা আগে পানীয় চেয়েছি,
তা-ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা দুই যুবতী অপ্রতিভ ভাবে হাসলো
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাস্য খুব অবান্তর লাগে
তাদের শরীরের রেখা-বিভঙ্গের দিকে চোখ পড়ে না
ভূমধ্যসাগরের অন্তরীক্ষে নিজেকে বন্ধনমুক্ত ও সরল সত্যবাদী
মনে হয় অকস্মাৎ—
পিছনে জ্বলন্ত ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি নিঃসঙ্গ ভারতীয়, আমি সম্রাটের পুত্র
সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এখন আমি তীব্র কণ্ঠে বলতে চাই,
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে
আমি আর সহ্য করতে পারছি না—
আমি কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছি ॥

ডাকবাংলোতে

ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর
কণ্ঠে মুক্তা-মালা
মরি মরি
তোমরা আজ সকালবেলার প্রসন্নতা
এক মুহূর্ত শিশির ভেজা আলো
নর্মছলে তোমরা অপ্সরী।

'কী সুন্দর ঐ টগর ফুল দুটো—
খোঁপায় গুঁজবো আমি!'
প্রাক্-যুবতী বারান্দার প্রান্তে এসে আঁখি তুললো—
সদ্য ভোর, বিরল হাওয়া, ঠান্ডা রোদ
সাংকেতিক পাখির ডাক, উপত্যকায় নির্জনতা
আমি বেতের ইজিচেয়ারে অলস।

ফুলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নারীর দিকে
চোখই জানে চোখের মায়া দৃষ্টি জানে সৃষ্টির পূর্ণতা
একটি চাবি যেমন বহু বন্দী মুক্তি,
চাবির মতন
একপলকের চেয়ে দেখা
বললো আমায় :
নারী যতই রূপসী হোক, এই মুহূর্তে মুকুটহীনা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে
টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে
আমি হাত বাড়িয়েছি
হাত থেমে রইলো শূন্যে
পৃথিবী কাঁপে না, তবু কখনো কখনো মানুষের
ভূমিকম্প হয়
এত বাতাস, তবু দীর্ঘশ্বাস নিতে ইচ্ছে হয় না
ভুবনময় এই মোহিনী আলোর মধ্যে দুলে ওঠে বিষণ্ণতা
হাত থেমে রইলো শূন্যে
টগর গাছের পাশে হলুদ সাপ
চোখে চোখ, হিম সম্ভাষণ
কী তথ্য এনেছো তুমি, প্রহরী ?
হলুদ সাপ সকালের মূর্তিমতী স্তব্ধতাকে ভেঙে
সেই ভাঙা গলায়
বলে উঠলো ;
ঘূর্ণী জলের পাশে একদিন দেখে নিও
মুখের ছায়ায় রৌদ্র-ভ্রমরীর খেলা!

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল

শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।
তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামা বাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?
একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ-পরা ফর্সা রমণীরা
কত রকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও...
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এ-রকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী!
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি। আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া

মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন। মহিলা না, নীরা।
তার দৃষ্টি দুর্গা-টুনটুনি হয়ে উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্নার শব্দ ওঠে। এও স্বপ্ন
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্না—ধূল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।
ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি। সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্বশরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু'চোখে তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ-শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরীচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যুষ যেন রাত্রি ভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুম কুমারী, মেঘ দুঃসময়— সব স্বপ্ন।
কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখ
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি
বেঁচে থাকা এই রকম

আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোলাপ চারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব
বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ॥

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিবারণ
দু'খানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত।
ঠান্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
ঊরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর-বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা ॥

জয়ী নই, পরাজিত নই

পাহাড়-চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টন্‌টন করে ওঠে
হাল্‌কা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন

সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আ-দিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ
কিছু নিচে ছুটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায়ে চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা—এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্নার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোল্‌কা ডট্‌ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাব্‌লা গাছের শুক্‌নো কাঁটাও দাবী করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব।
সব দৃশ্যই এমন নিরপেক্ষ
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত॥

বাড়ি ফেরা

রাত্তির সাড়ে বারোটায় বৃষ্টি, দুপুরে অত্যন্ত শুক্‌নো এবং ঝক্‌ঝকে
ছিল পথ, মেঘ থেকে কাদা ঝরেছে, খুবই দুঃখিত মূর্তি একা
হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কালো ভিজে চুপচাপ দ্বিধায়
ট্রাম বাস বন্ধ, রিক্সা ট্যাক্সি পকেটে নেই, পৃথিবী তল্লাসী হয়ে গেছে
পরশুদিন
পুলিশের হাতে শাস্তি এখন, অথবা নির্জনতাই প্রধান অস্ত্র এই
বুধবার রাত্তিরে।

অনেক মোটরকারের শব্দ হয় না, ঘুমন্ত হেডলাইট, শুধু পাপপুণ্য
অত্যন্ত সশব্দে জেগে আছে, কতই তো প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, ওরা শুধু
ঘাড়হীন অমর-গোঁয়ার।

মশারী ব্যবসায়ীদের মুণ্ডুপাত হচ্ছে নর্দমায়, কলকন্ঠে, ঘুমহীন ঘুম
শিখে নিয়েছে ট্রাক ড্রাইভার। দু'পাশের আলো-জ্বলা অথবা
অন্ধকার ঘরগুলোয়
জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় হয়নি। অসার্থক যৌন ক্রিয়ার পর
বারান্দায় বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো লোকটা, ঘন ঘন আগুনের চিহ্ন দেখে
বোঝা যায় কী তীব্র ওর দুঃখ! মৃত্যুর খুব কাছাকাছি—
হয়তো লোকটা
গত দশ বছর ধরে মরে গেছে, আমি বেঁচে আছি আঠাশ বছর।

সাত মাইল পদশব্দ শুনে কেউ পাগলামীর সীমা ছুঁয়ে যায় না
এ রাস্তা অনন্তে যায়নি, ডানদিকে বেঁকে কামিনী পুকুরে
দুই ব্রীজের নিচে জল, পাংলুন গোটানো হলো, এই ঠান্ডা স্পর্শ
একাকী মানুষকে বড় অনুতাপ এনে দেয়—
লাইট পোস্টে উঠে বাল্‌ব চুরি করছে একজন, এই চোট্টা, তোর পকেটে
দেশলাই আছে?
বহুক্ষণ সিগারেট খাইনি তাই একা লাগছে, দেশলাইটা নিয়ে নিলাম
ফেরত পাবি না
বাল্‌ব চুরি করেই বাপু খুশি থাক না, দু'রকম আলো বা আগুন
এক জীবনে হয় না!.....ভাগ্‌ শালা,.....

ও-পাশে নীরেনবাবুর বাড়ি, থাক্‌। এ-সময় যাওয়া চলে না—ডাকাতের
ছদ্মবেশ ছাড়া
চায়ের ফরমাস করলে নিশ্চয়ই চা খাওয়াতেন, তিনদিন পরে
অন্য প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা
একটু দূরে রিটায়ার্ড জজসাহেবের সুরম্য হর্ম্যের
দেয়াল চক্‌চকে শাদা, কী আশ্চর্য, আজো শাদা! টুকরো কাঠকয়লায়
লিখে যাবো নাকি, আমি এসেছিলাম, যমদূত, ঘুমন্ত দেখে ফিরে গেলাম
কাল ফের আসবো, ইতিমধ্যে মায়াপাশ ছিন্ন করে রাখবেন নিশ্চয়ই!

কুত্তারা পথ ছাড়! আমি চোর বা জোচ্চোর নই, অথবা ভূত প্রেত
সামান্য মানুষ একা ফিরে যাচ্ছি নিজের বাড়িতে

পথ ভুল হয়নি, ঠান্ডা চাবিটা পকেটে, বন্ধ দরজার সামনে থেমে
তিনবার নিজের নাম ধরে ডাকবো, এবং তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে
এলোমেলো অন্ধকার সরিয়ে
আয়নায় নিজের মুখ চিনে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকবো ঘরে।।

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টল্‌মল্‌
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙ্গুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খেলা করে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলি মাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি ঃ
নীরা, তুমি শান্ত হও
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও !
নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো

সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙ্গুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ !
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টল্‌মল্‌ ॥

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলায় আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাঁচের চুড়ি ভাঙার মতই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুনকালি দিই।
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করি মুর্গীহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাঁচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লন্ডভন্ড করি এবার পৃথিবটাকে
মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমরা কিছু ভাল্লাগে না ॥

জলের সামনে

ব্রিজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি,
কখনো মানুষ নই,

তবুও সন্ধ্যায়
ব্রিজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা

পরস্পর মুখ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন মানুষ দেখেছে অশ্রুজল
মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা ব্রিজের অনেক নিচে
হিম কালো জলে
কালো জল বহু ঊর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো।
আ-সমুদ্র দয়াপ্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন মানবীয়।
জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ্য শরীর
মাতৃগর্ভবাসসম আগোপন;
অথবা না-হোক এক,
বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে; একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর ঊরুর জোড়, খোলা স্তন কী-রকম আশ্চর্য সরল
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো,—সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যে-রকম
মানুষের হাত
জলের ভিতরে গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়,
জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন বাতাসের মতো জল, পরাগ ছড়ায়।
কখনো মানুষ সেজে বীয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফস্‌ফরাস্‌
দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসে—

এমন উচ্ছল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ।
মানুষের ছদ্মবেশে আছি, তাই চোখে আসে অশ্রু
মুখ ঢাকি॥

জীবন ও জীবনের মর্ম

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।
বৃদ্ধের বুকের হাঁস ডানা ঝাপটায়, আমি মাংসলোভী

বিশাল বৃক্ষের ছায়া জলে ভাসে—আমি তমস্বান হয়ে ছুটে গেছি
আমি ভুল বুঝতে পারি—
বিস্মৃতিকে কতবার মনে ভেবেছি বিষণ্ণতা
ট্রেন লাইনের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বনবাসী হরিণ
কয়লা খনির ভিতরের অপরাহ্নের মতন উদাসীনতা
আমাকে নদীর পাশেও স্রোতহীন রেখেছে
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে গেছে কৃতঘ্নতার হাসি
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে, সেই মুহূর্তের
বিশাল জ্যোৎস্না যাবতীয় পার্থিব ম্যাজিকের
তাঁবুর মতন ঝড়ে উল্টে যায়
মেঘ জলস্তম্ভ হতে গিয়েও ফেটে ইলশেগুঁড়ি হয়ে ছড়ায়
সমগ্র কৈশোর কালের নদীর পার থেকে ছিট্‌কে পড়ে যায়
গুনটানার মানুষ
বারো বছরের জন্মদিনে আমার কপালে মায়ের আঙুল ছোঁয়া
লাল টিপ

মুছে গিয়েছিল কান্নায়, মুছে যায়নি।
এখন আমার ভারতবর্ষের মতন ললাটে সেই কাশ্মীর, অর্থাৎ দ্বিধা
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।।

শব্দ

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রুপালি ফল, নীল মিছিল, চিড়িক চক্ষু

চিড়িক না সুখ চিড়িক শব্দে ঢ্যাঁড়া বসালুম
রুপালি ফল, না রুপালি উরুত ? দ্রিদিম জ্যোৎস্না
অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘন্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়
দ্রিদিম না স্মৃতি জ্যোৎস্না না জল ? অথবা সাগর ?
দ্রিদিম সাগর ? ঠিক ঠিক ঠিক ! নিরুপদ্রব। শূন্য হাস্য
কুন্‌কি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্‌
তামস ? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম থর থর করে)
তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অথের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলকুল জল...

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘন্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও।।

দ্বারভাঙা জেলার রমণী

হাওড়া ব্রীজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল
দ্বারভাঙা জেলা থেকে আসা টাট্‌কা রমণী

ব্রীজের অনেক নিচে জল, সেখানে কোনো ছায়া পড়ে না
কিন্তু বিশাল এক ভগবতী কুয়াশা কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চল থেকে
গড়িয়ে এসে
সভ্যতার ভূমধ্য অলিন্দে এসে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ থেকে খসে পড়লো ইতিহাসের পাপমোচনকারী বিষণ্ণতা
ক্রমে সব দৃশ্য, পথ ও মানুষ মুছে যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু রইলো সেই
লাল ফুল-ছাপ শাড়ি জড়ানো মূর্তি
রেখা ও আয়তনের শুভবিবাহমূলক একটি উদাসীন ছবি—
অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, সেই প্রধানা মচ্‌কা মাগি, গোঠের মল ঝামড়ে
মোষ তাড়ানোর ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো, ই ঃ রে-রে-রে-রে—
মুঠো পিছলোনো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো
কুয়াশা
পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম
অ্যাক্রোপলিসের থামের মতো ঊরুতের মাঝখানে
ভাটফুলে গন্ধ মাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া
ডোল হাত তুলে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ই ঃ রে-রে-রে-রে—
তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে
তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তিমূল্য পেয়ে গেছে…
সব ধ্বংসের পর
শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো
কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল ॥

উত্তরাধিকার

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এ সব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা

আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, ক্রোধ শিহরণ
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক্, সিগারেট চুরি, জানলার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পুরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলস্
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মতো আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী-
এ-সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশী তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।।

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলো সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো--
নীরা দু'হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ!
ওরা আমার বিষম চেনা!'
ঘূর্ণী ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুক চাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না!

আত্মা

প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায়
প্রতিটি আত্মার সঙ্গে আমার নিজস্ব ট্রেন অসময় নিয়ে
খেলা করে।
আলোর দোকানে আমি হাজার হাজার বাতি সাজিয়ে রেখেছি
নষ্ট-আলো সঞ্জীবনী শিক্ষা করে আমার চঞ্চল
অহমিকা।
জাদুঘরে অসংখ্য ঘড়িতে আমি অসংখ্য সময় লিখে রাখি
নারীর উরুর কাছে আমার পিঁপড়ে দ্রুত ঘোড়ে ফেরে
আমারই ইঙ্গিতে তারা চুম্বনের আগে
কেঁপে ওঠে।
এইরূপ কর্মব্যস্ত জীবনের ভিতরে-বাইরে ডুবে থেকে
বিকেলের অমসৃণ বাতাসে হঠাৎ আমি দেখি
আমার আত্মার একটা কুচো টুকরো
আজও কোনো কাজ পায়নি ।।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে,
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ংকর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রীজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক
তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এইসব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার এ-কথা ভোলা উচিত নয়

মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কন্ঠস্বরেও
কোনো সার্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না
তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকার মতো চিবুকের রেখা
কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজি স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কান্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ, কী সুন্দর !

শরীর অশরীরী

কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখনই ইচ্ছে হয়
অভিমানে অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই !
আবার কেউ 'অশরীরী' শব্দটি উচ্চারণ করলে আমি কান্নার মতন
ভয় পেয়ে তীব্র কণ্ঠে বলি, শরীর, তুমি কোথায় ? লুকিও না,
এসো, তোমাকে একটু ছুঁই !
এই রকমই জীবন ও মানুষের হাঁটা চলার ভাষা—
সুতরাং 'ভাষা' শব্দটি কারুর মুখে শুনলে মনে হয় পৃথিবীর
যাবতীয় ক্ষত্রিয় গদ্যের
বিনাশ করে যেতে হবে।

কোথাও 'ব্রাহ্মণ' শুনলে মনে পড়ে ভাঙা মৃৎ-শকটের জন্য কান্না
এ-সবই তো আকাশের নিচে, তোমার মনে পড়ে না
দেখো, আবার 'তুমি' বলছি, অর্থাৎ শরীর
এখন আমি শরীরবাদী না অশরীরী ?
অশরীরী, অশরীরী, তাই তো শরীর ছুঁতে ইচ্ছে হয়,
এসো শরীর, তোমায় আদর করি
এসো শরীর, তোমায় ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্টভাবে চুম্বন করি
তোমায় সমাজ-সংস্কারের মতন আদর্শভাবে আলিঙ্গন করি
এসো, ভয় নেই, লজ্জা করো না, কেউ দেখবে না—দেখতে জানে না
সত্যবতী, তোমার দ্বীপের চারপাশ আমি ঢেকে দেবো কুয়াশায়
তোমার মীনচিহ্নিত দেহে ছড়িয়ে দেবো যোজনব্যাপী গন্ধ—
কবিও তো সন্ন্যাসীই, সন্ন্যাসীরই মতন সে হঠাৎ কখনো
যোগভ্রষ্ট হয়ে কামমোহিত হয়—
সেই বিস্মৃত মুহূর্তের লিপ্সা বড় তীব্র, তাকে অপমান করো না
সে যখন জ্যোৎস্নাকে ভোগ করতে চায়, তখন উন্মত্তের মতন
লন্ডভন্ড করে রাত্রি, সে যখন পৃথিবীকে দেখে, তখন
দশ আঙুলের মতন ভয়াবহ চোখে এই শৌখিন ধরিত্রীর সঙ্গে
সঙ্গম করে—যার ডাকনাম ভালোবাসা,—আঃ কেন আবার
একথা, আমি অশরীরী এখন, আমি এখন গীর্জার অন্দরের মতন
পবিত্র বিশেষণ, সমস্ত প্রতীক আগ্রাহ্য করা শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এখন
'সমাজ' শব্দটি শুনলে পাট ভেজানো জলের গন্ধ মনে পড়ে, কেউ
'ক্ষিদে পেয়েছে' বললে মনে হয়, আহা লোকটি বড় নিষ্ঠাবান
অর্থাৎ ধ্যান, এখন আমার ধ্যান, আর বিস্মরণ নয়, ধ্যান—
কিন্তু যাই বলো, চারপাশে অপ্সরীর নৃত্য না থাকলে চোখ বুজে
ধ্যানও জমে না !

আবার ? আস্তে, না, শরীর নয়, আমি এখন আকাশের নিচে
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত অন্তরীক্ষ জুড়ে তালগাছের মতন
দীর্ঘ কোনো কণ্ঠস্বর আমায় বলেছে, দাঁড়াও !
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমি এ-রকমও জানি,
চোখে জল এলে বুঝতে পারি, এও তো শরীর, পায়ের ধুলোও
শরীরবাদী
আহা, শরীরের দোষ নেই, সে অশরীরীর সামনে হাত জোড়
করে দাঁড়িয়ে আছে ॥

ধান

হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
ঘরে তোমার হলুদে পর্দা! মিনতি করি খুলে রাখো
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি।
এপাড়া জুড়ে সানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে-হলুদ
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি।

আয় কাক আয় কাকের পাল আয়রে আয়
গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ডাকে পুরোনো সুরে
ও খোকা, তুই কাক ডাকিসনে, ও ডাকা যে অলুক্ষুনে
এ-বছর আর নবান্ন নেই, বান এসেছে
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি।

দুপুরবেলা হলুদে হাওয়া উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কোথাও কেউ কথা বললে রক্ত আলোয় তুফান ওঠে
পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে হিম নিশীথের নীল জ্যোৎস্না
গাছের পাতা হলুদ হয় তবুও ভয়ে
মায়ের মুখ শিশুর মতো, জলে যেমন মেঘের ছায়া, থমথমে ভয়
ও মা, তুমি ভয় পেও না
শিশুর অন্নপ্রাশন হবে অনাদিকালের গোধূলি বেলায়।।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—

এবং নীরার মুখ !
জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি ? না কালো
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে ?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো ?

সিঁড়ির ধাপের মত বিস্মরণ বহুদূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল ?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি ॥

আরও নিচে

সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে, পাথরের
সিঁড়ির উপর বসে থাকি
একা, চিবুক নির্ভরশীল
চোখ লোকচক্ষু থেকে দূরে।

'সম্রাটের চেয়ে কিছু কম সম্রাটত্ব' থেকে ছুটি নিয়ে আজ
হলুদ দিনাবসানে পরিকীর্ণ শব্দটির মোহে
মাটির মানুষ হতে সাধ হয়। এক-একদিন একরকম হয়।
আমার চোখের নীচে কালো দাগ
ব্যান্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যে-রকম জাদুদন্ডসম কোনো
মহিলার মতো
নিয়তি বদল করে, আলো-ছায়া-আলো ঘোরে নিভৃত সানুদেশে
দপ করে জ্বলে ওঠে হৃদয়ের পুরনো বারুদ
তেমনিই দিনাবসান
তেমনিই মোহের থেকে মুক্ত নিচু চাঁদ—
সিংহাসন থেকে নেমে, হাত ভরা পশমের মতো
রোমশ স্তব্ধতা।

পাথরের মতো মসৃণ বেদির নিচে রুক্ষ মাটি, একটু দূরে পায়ে চলা পথ।
সম্রাটের শেষ ভৃত্য চিরতরে যেখানে শয়ান
তার চেয়ে দূরে, সীমার যেখানে শেষ
যেখানে উদ্ভিদ, জল মেতে আছে পাংশু ঈর্ষায়
যেখানে বিশীর্ণ হাত কাদার ভেতর খোঁজে বালির ফসল
তার চেয়ে দূরে
যেখানে শামুক তার খাদ্য পায়, নিজেও সে খাদ্য হয়
ভেসে যায় সাপের খোলস, সেখানেও
আমার অতৃপ্তি বড় দীর্ঘশ্বাস বিষদৃষ্টি নিয়ে জেগে রয়—
মুকুট খোলার পর আমি আরও বহুদূরে নেমে যেতে চাই ॥

তুমি

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি,
বাথরুম থেকে এলে সিক্ত পায়ে, চরণকমলযুগ চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল—

তিন মাইল দূরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি, পূজার ফুলের মতো ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সেমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপটিক খৃষ্টান
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবল তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে
জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকদের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙ্গুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কশ্যপের পাশে রেখে আসি।

এ-রকম পূজা হয়, দেখো ত্রিশিরাছায়ায় কাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, রূপের কঠিন ঋণ বিশাল মেখলা
আমি ঋণী, আমি ক্রীতদাস নই, আরাধনা মন্ত্রে আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ করে যাবো।।

কঙ্কাল ও শাদা বাড়ি

শাদা বাড়িটার সামনে আলো-ছায়া-আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে
এখন দুপুর রাত অলীক রাত্রির মতো, অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে-রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল;
যে স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওষ্ঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়
এই সেই অরুণা ও রুনি নাম্নী পরা ও অপরা
সুখ ও অসুখ নিয়ে ওষ্ঠাধর, এখন রয়েছে খুব ঘুমে
যে-রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে-ঘুম স্পষ্টত খুব নীল।

সন্ন্যাসীর সাহসের মতো শান্ত অন্ধকার, কে তুমি কঙ্কাল—
প্রহরীর মতো, কেন বাধা দিতে চাও ? কী তোমার ভাষা ?
ছাড়ো পথ, আমি ঐ শাদা বাড়িটার মধ্যে যাবো।
করমচা ফুলের ঘ্রাণ আলপিনের মতো এসে গায়ে লাগে
থামের আড়াল থেকে ছুটে এলো হাওয়া, বহু ঘুমের নিশ্বাস
ভরা হাওয়া
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্য রাতে
অরুণার শাড়ি ও শায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী জন্মের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী।

নিরস্ত্র কঙ্কাল, তুমি কার দূত ? তোমার হৃদয় নেই, তুমি
প্রতীক্ষার ভঙ্গি নিয়ে কেন প্রতিরোধ করে আছো ?
অরুণা ঘুমন্ত, এই শাদা বাড়িটার দ্বারে তুমি কেন জেগে ?
তুমি ভ্রমে বন্ধ, তুমি ওপাশের লাল রঙা প্রাসাদের কাছে যাও
ঐখানে পাশা খেলা হয়, হু-র-রে চিৎকারে ওঠে হৃদয়ে হৃদয়ে শকুনির
ঝটাপটি, তুমি যাও
ছাড়ো পথ, আমি এই নিদ্রিত বাড়ির মধ্যে যাবো।।

নিরাভরণ

পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ?
তুমি তাহলে পিছনে থাকো
বন্ধু ছিলে উদাসীনতা, তোমারও সাধ গৃহী হতে ?
ডাইনে যাও
পোশাক, তুমি ছিন্ন হবে শান্তি, তোমার তৃষ্ণা পাবে
জিরোও এই গাছের নিচে
হলুদ বই, শাদা বোতাম, কৃতজ্ঞতা, চাবির দুঃখ, বিদায় দাও
আমার আর সময় নেই, আমি এখন
পেরিয়ে মজা দিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে
দিগন্তের চেয়েও একটু দূরে যাবো।।

যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যে রকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে-রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এ-রকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর। যমুনা, আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদমাখানো অশ্রু
তুমি নও ?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত ?
তুমি নও ক্ষীণ ধূপ ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয়পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
হয়, পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী,
তুমি এ-রকম ? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার যমুনা।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করে, এসো, হাত ধরো।
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াৎ, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙ্গার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর !

তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে-রকম প্রাক্তন স্বদেশ।
তুমি তো জান না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার……

আয় খুকী স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি।।

বাতাসে তুলোর বীজ

বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?
এই দিক-শূন্য ওড়াউড়ি, এ যেন শিল্পের রূপ—
আচমকা আলোর রশ্মি পপি ফুল ছুঁয়ে গেলে
যে-রকম মিহি মায়াজাল
বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?
পাহাড়ী জঙ্গল
থেকে
উড়ে এলে
খোলা-জানালা পাঁচকোনা ঘরে
আমারও শব্দের রেশ উড়ে যায়
নামহীন নদীটির ধারে
স্বপ্নের ভিতর ফোটে স্নেহের মতন জ্যোৎস্না
বৃদ্ধ কৃষকের ছায়া
আলপথে দাঁড়িয়ে ধানের গন্ধ নেয়
ঘুমে আঠা হয়ে আসে দূরে কোনো অচেনা নারীর চোখ…
এ যেন শিল্পের রূপ
এই দিক-শূন্য ওড়াউড়ি
বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?

এক একদিন উদাসীন

এমনও তো হয় কোনোদিন
পৃথিবী বান্ধবহীন
তুমি যাও রেলব্রীজে একা—
ধূসর সন্ধ্যায় নামে ছায়া
নদীটিও স্থিরকায়া
বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা।
ইস্টিশানে অতি ক্ষীণ আলো
তাও কে বেসেছে ভালো
এত প্রিয় এখন দ্যুলোক
হে মানুষ, বিস্মৃত নিমেষে
তুমিও বলেছো হেসে
বেঁচে থাকা স্বপ্নভাঙা শোক !
মনে পড়ে সেই মিথ্যে নেশা ?
দাপটে উল্লাসে মেশা
অহঙ্কারী হাতে তরবারী
লোভী দুই চক্ষু চেয়েছিল
সোনার রুপোর ধুলো
প্রভুত্বের বেদী কিংবা নারী !
আজ সবকিছু ফেলে এলে
সূর্য রক্তে ডুবে গেলে
রেলব্রীজে একা কার হাসি ?
হাহাকার মেশা উচ্চারণে
কে বলে আপন মনে
আমি পরিত্রাণ ভালোবাসি !

যদি নির্বাসন দাও

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো !

বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে-তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।
ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী !
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক-একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রূরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাস ফুল—
এ আমারই সাড়ে-তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কুয়াশায় মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দিঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক ?
আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি ?
মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ

শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর ?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ.....
এ আমারই সাড়ে-তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো ॥

বহুদিন লোভ নেই

বহুদিন লোভ নেই, শব্দে শিহরন, স্বপ্নে শিহরন, ঘুম
শরীরে দুপুর এলো, যেন বহুদিন লোভ নেই
বহুদিন লোভ নেই, শ্মশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ;

এবার তোমার কাছে চলে যাবো, 'তুমি' বহু গ্রন্থ থেকে চুরি
এ-রকম যেতে হয়, বিকেলে মন খারাপ হলে তোমার ছায়ায়
না গেলে মানায় না, কিংবা চিঠি, বহু পুরোনো ভুলের
শোক থেকে ছায়ার ভিতরে জ্যোৎস্না, অথবা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ফেলা
শরীরের নিবেদন,—বৃষ্টি থেকে উঠে
তোমার বিজন ভালো, অশ্রু ভালো, বুক ভালো, এমনকি সর্বস্বতা খুলে
ভাটফুল দেখা ভালো, চোখ বুজে চোখ রাখা ভালো।
এ-রকম রাখা গেছে বহুবার, 'তুমি' নও, তাদের সবারই নাম ছিল
তাঁবুর ভিতরে সুশ্রী মুখখানি বরফের জীবনে ডুবেছে
তাঁবু মিথ্যে, সুশ্রী মিথ্যে, বরফ, জীবন, ডোবা কম মিথ্যে নয়
যেমন কবিতা মিথ্যে,
রক্তমাখা হাতে বেণী খুলে দিলে স্ত্রীলোকের যেমন আনন্দ
যেমন পৃথিবী থেকে সব গাছ খুন করেছিল পাগলা কবি
এ-রকম দিন গেছে, প্রতিদিন নাম জেনে ভুলে যাওয়া মুখ
লোভহীন উদাসীন, বিশাল চিৎকারে বহু মিথ্যে অসীমতা।
এ-রকম দিন গেছে, দিনের ভিতরে শুকনো চড়া পড়ে আছে !

বহুদিন লোভ নেই, শ্মশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ॥

ঝাটিঙ্গা নামের এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে
হারাঙ্গাজাও নামে একটা
নম্র ছিমছাম স্টেশন
পাথুরে প্ল্যাটফর্মে একজন রেলবাবু কাঁঠালের দর করছেন
আমাদের কামড়ায় পর্যাপ্ত ভিড় ও হাতকড়া বাঁধা
দু'জন খুনী আসামী
এবং উজ্জ্বল স্কার্ট-পরা চারটি
সুস্বাস্থ্যবতী অহঙ্কারী খাসিয়া তরুণী,
কয়েকজন শিখ সৈনিক,
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ
আর, দু'পাশে বিশাল আদিম পাহাড় ও
চাপ চাপ বিশৃঙ্খল অরণ্য
দৃশ্যটি এই রকম।
জানলার পাশে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম
ঝাটিঙ্গা ও হারাঙ্গাজাও এই দুর্বোধ্য নাম দু'টি
মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করে
কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে দেয় না।
এ-ও সেই শব্দের স্বজাতি যা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর
এইসব শব্দের কুলপ্লাবিনী রহস্য বা আরণ্যক মাদকতা
খেলা করে আমাকে নিয়ে
ঐ দূর পাহাড়-প্রতিবেশী অরণ্য দেখলে মনে হয়
ওখানে কখনো মানুষ প্রবেশ করেনি
যদিও জরিপের কাজ পৃথিবীতে আর কোথাও বাকি নেই—
নদীর মতন ঊরু দেখেই তৎক্ষণাৎ
ঝাটিঙ্গার মাংসল জলের স্রোত ও
খুনী আসামীদ্বয়ের ধ্যাতা মুখ এবং
সৈনিকের নিস্পৃহতা—
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ...
খেলা ভেঙে দিয়ে আমি বললাম, শান্তনু, দেশলাইটা দাও তো—
এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে
বন্দী করার চেষ্টা করি

তবু একটু পরেই ঝাটিঙগা শব্দটি আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে
পাহাড়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়
এক প্রবল চিৎকার হারাঙগাজাও।
ঈষৎ নুয়ে-পড়া এক রমণীর উপচে ওঠা বুকে
শেষবার চোখ রেখেছে
যমজের মতন ঐ দুই খুনী আসামী
মৃত্যুদন্ডে দন্ডিতের আর কোনো দোষ নেই---
মেঘলা কখনো খোলে কিনা এই নিয়ে অনেক গবেষণা
সমতলে উৎকট গ্রীষ্ম, এখানে ঠান্ডা নরম হাওয়া
হঠাৎ পাতলা মেঘ এসে নদীটি আর দৃশ্য নয়,
মাদক ছলচ্ছল ধ্বনি--
রেলবাবুটির দরাদরি শেষ হয়নি, পাথর থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে জল
সকালের নিথর আচ্ছন্নতা খানখান করে ভেঙে
অন্তরীক্ষে বিশাল গর্জন জেগে ওঠে :
ঝা-টি-ঙ-গা ! হা-রা-ঙ-গা-জা-ও !
এই বুনো রোমাঞ্চকর শব্দ
ট্রেনের কামড়া থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে
বার করে নিয়ে বলতে চায়—
এসো, এসো, দ্বিধা করছো কেন. তুমিও পৃথিবীর আদিবাসী !

আমার কৈশোরে

শিউলী ফুলের রাশি শিশিরের আঘাতও সয় না
অন্তত আমার কৈশোরে তারা এ-রকমই ছিল
এখন শিউলি ফুলের খবরও রাখি না অবশ্য
জানি না, তারা স্বভাব বদলেছে কিনা।
আমার কৈশোরে শিউলির বোঁটার রং ছিল শুধু
শিউলির বোঁটারই মতন

কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলতো না
আমার কৈশোরে পথের ওপর ঝরে পড়ে থাকা
শিশির মাখা শিউলির ওপর পা ফেললে
পাপ হতো
আমরা পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।

আমার কৈশোরে শিউলির সম্মানে সরে যেত বৃষ্টিময় মেঘ
তখন রোদ্দুর ছিল তাপহীন উজ্জ্বল
দু'হাত ভরা শিউলির ঘ্রাণ নিতে নিতে মনে হতো
আমার কোনো গোপন দুঃখ নেই, আমার হৃদয়ে
কোনো দাগ নেই
পৃথিবীর সব আকাশ থেকে আকাশে বেজে উঠেছে উৎসবের বাজনা।
শাদা শিউলির রাশি বড় স্তব্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই
বলতে ইচ্ছে করতো,
আমি কারুকে কখনো দুঃখ দেবো না—
অন্তত এ-রকমই ছিলো আমার কৈশোরে
এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।।

রুপালী মানবী

রুপালী মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণ ধারায়
ভিজিও না মুখ, রুপালি চক্ষু, বরং বারান্দায় উঠে এসো
ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
রুপালি মানবী, তালা খুলে নাও, দেয়ালে বোতাম আলো জেবলে নাও,
অথবা অন্ধকারেই বসবে, কাচের শার্সি থাকুক বন্ধ
দূর থেকে আজ বৃষ্টি দেখবে, ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, তালা খুলে
নাও।

চাবি নেই, একি ! ভালো করে দ্যাখো হাতব্যাগ, মন
অথবা পায়ের নিচে কার্পেট, কোণ উঁচু করে উঁকি মেরে নাও

চিঠির বাক্সে দ্যাখো একবার, রূপালি মানবী, এত দেরি কেন ?
বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, ঝড়ের ঝাপটা তোমাকে জড়ায়
তোমার রূপালি চুল খুলে দেয়, চাবি খুঁজে নাও—
তোমার রূপালি অসহায় মুখ আমাকে করেছে আরও উৎসুক—
ধাক্কা-মারো না ! আপনি হয়তো দরজা খুলবে, পলকা ও তালা
অমন উতলা রূপালি মানবী তোমাকে এখন হওয়া মানায় না
অথবা একলা রয়েছো-বলেই বৃষ্টি তোমাকে কোনো ছলে বলে
ছুঁতে পারবে না, ফিরবে না তুমি বাইরে বিপুল লেলিহান ঝড়ে—
তালা খুলে নাও।

রূপালি মানবী, আজ তুমি ঐ জানলার পাশে বেতের চেয়ারে
একলা বসবে আঁধারে অথবা দেয়ালে বোতাম আলো জেবলে নাও
ঠাণ্ডা কাঁচের শার্সিতে রাখো ও রূপালি মুখ, দুই উৎসুক চোখ মেলে
দাও।

বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, আজ তুমি ঐ রূপালি শরীরে
বৃষ্টি দেখবে প্রান্তরময়, আকাশ মুচড়ে বৃষ্টির ধারা...
আমি দূরে এক বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একলা রয়েছি,
ভিজেছে আমার সর্ব শরীর, লোহার শরীর, ভিজুক আজকে
বাজ বিদ্যুৎ একলা দাঁড়িয়ে কিছুই মানি না, সকাল বিকেল
খরচোখে আমি চেয়ে আছি ঐ জানলার দিকে, কাচের এপাশে
যতই বাতাস আঘাত করুক, তবুও তোমার রূপালি চক্ষু—
আজ আমি একা বৃষ্টিতে ভিজে, রূপালি মানবী, দেখবো তোমার
বৃষ্টি না-ভেজা একা বসে থাকা।।

জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না

আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না—
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না

শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম।
আমার কেউ নাম রাখেনি, তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে,
আগুন দেখে আলো ভেবেছি, আলোয় আমার
হাত পুড়ে যায়
অন্ধকারে মানুষ দেখা সহজ ভেবে ঘূর্ণিমায়ায়
অন্ধকারে মিশে থেকেছি
কেউ আমাকে শিরোপা দেয়, কেউ দু'চোখে হাজার ছি ছি
তবুও আমার জন্ম-কবচ, ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি
আমার কোনো ভয় হয় না,
আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।।

যা ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হতে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুর্চি ফুল নিয়ে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটা
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ।

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ওঠানামা
ভুল ভাঙাবার মতো অকস্মাৎ কূল ভেঙে পড়া

নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল ?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী...বুকে বড় কষ্ট হয়...
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না !

চন্দনকাঠের বোতাম

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি
যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছি বহুবার, কখনো প্রার্থনা জানাইনি
যেমন নারীর কাছে মৃত্যুকে সমর্পণ করেছিলাম
মৃত্যুর কাছে নারীকে
যেমন বৃক্ষের কাছে জল্লাদের মতন গিয়েছি কুঠার হাতে
উপকথার কাঠুরেকে করেছি উপহাস
যেমন মানুষের কাছে আমিও মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিলাম
কৃতজ্ঞতার বদলে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজের শৈশব দেখেও চিনতে পারিনি
লোকের মধ্যে শিশুকে আদর করেছি, লৌকিকতাবশত
ডাকবাংলোর বন্ধ দরজার সামনে চাবির বদলে হাতুড়ি চেয়েছিলাম
যেমন ঝামরে-পড়া অন্ধকারের মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মেখে
এসেছিলাম আলোর কাছে
যেমন কুকুরের দাঁতে বার-বার ছুঁয়েছি স্তন ও ওষ্ঠসমূহ
যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম
এক বোবা কালা প্রেত

যেমন বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে গলা মুচড়ে মেরেছিলাম ধবল হাঁস
কান্না লুকোবার জন্য নদীতে স্নান করতে গিয়েছি
যেমন অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল
আমার পূর্বজন্মের চেনা
অত্যন্ত মমতায় আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম রুপো বাঁধানো আয়না
যেমন ফিরে আসবো বলেও ফিরে যাইনি বেশ্যার কাছে
সমুদ্রের কাছেও আর যাইনি
ফিরে যাইনি ধলভূমগড়ের লালধুলোর রাস্তায়
দন্ডকারণ্যে নির্বাসিতা ধাইমা'র কাছেও যাওয়া হয়নি
যেমন ঠিকানা হারিয়ে বহু চিঠির উত্তর লেখা হয় না
তবু জেগে থাকে অভিমান
যেমন মায়ের কাছেও গোপন করেছি শরীরের অনেক অসুখ
যেমন মনে মনে গ্রহণ করা অনেক শপথ কেউ শুনতে পায়নি
বলেই মেনে চলিনি
যেমন কাঁটা বেঁধার পর রক্ত দর্শনে সূর্যাস্তের আবহমান
দৃশ্য থেকে ফিরে আসে চোখ ;

তেমনই এই চৌতিরিশ বছরে এক ট্রেনের জানালায় মুখ রেখে
আমার চকিতে দিগ্‌ভ্রম হয়
বৃক্ষসারি ছুটে যায় আমার আপাত গতির বিপরীত দিকে
পুকুরে স্নানের দৃশ্য মুহূর্তের সত্য থেকে পরমুহূর্তের অলৌকিক
আমার বুক টনটন করে ওঠে অথচ নির্দিষ্ট শোক নেই
সান্ত্বনার কথা মনে আসে না
আয়ুর সীমানা কেউ জানে না, তাই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি
কিন্তু মুহূর্তের সত্যেরই মতন, সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ে
কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতি প্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম
এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ
শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে
আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে ।।

গদ্যছন্দে মনোবেদনা

ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা
মাঝে মাঝে মসৃণ পায়ের কাছে ঘষতে চায় মুখ, জানি তো অসীমে
ভাসিয়েছি আমার আত্মার শাদা পায়রা দূত, বলেছি মৃত্যুর চেয়েও সাচ্চা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা—তবু তার দু'একটা পালক খসে
জ্যোস্নায় মনখারাপ হিমে।

মাঝে মাঝে গদি মোড়া চেয়ারে বসলেও ব্যথা করে পশ্চাৎদেশ, আমি জানি
আচম্বিতে পেয়ালা পিরীচ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল আমার
জানলার বাইরে থেকে নিয়তি চোখ মারে, শীর্ণ হাতে দেয় হাতছানি
আমি মনকে চোখ ঠেরে অন্যমনস্ক হই, ইস্ত্রি ঠিক রাখি জামার।

এ-সব ইয়ার্কি আর কদ্দিন হে ? শুধু বেঁচে থাকতেই হালুয়া
টাইট করে দিচ্ছে
অথচ কথা ছিল, সব মানুষের জন্য এই পৃথিবী সুসহ দেখে যাবো,
ঠিক যে-রকম
প্রত্যেক মৌমাছির আছে নিজস্ব খুপরি, কিন্তু যার যখন ইচ্ছে
উড়ে যাবার স্বাধীনতা : ফুলের ভেতরে মধু সে জেনেছে, তবু
সঙ্ঘসভ্যতার জন্য তার শ্রম।

হাসনু রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ঢ্যাঁড়াক্যাড়া—মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা দ্যাখ গা খোলা হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসনু রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদলা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে দুলায়ে কোমর
যা বেটি হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি !

কও তো হাসন্ রাজা, কী বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি ?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানলা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিন্দিমের মালা !

জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাসন্ চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আশ্মান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই ; ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পন্থের নকশায় পইড়লো কিনা শেষ টান ।।

পেয়েছো কি ?

অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে
ভোরের কোকিল
কোকিল, তুমি কি পারো মুছে দিতে
সব কলরব ?
হেলেঞ্চা লতায় কাঁপে
শিশিরের বিদায়ী শরীর
শিশির, না আমার শৈশব ?
ভুলে যাওয়া ভালো, কিন্তু
কাঁটার মুকুট পরা মৃত্যু তো
সে নয় !

বৈশাখী আকাশ দেখে গাঢ় হয়
টিয়াঠুঁটি আম
সবই তো উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেলে
পেয়েছো কি
যা ছিল পাওয়ার ?
মধ্যজীবনের কাছে প্রশ্ন তোলে
স্থির মধ্যযাম ।।

রক্তমাখা সিঁড়ি

চেয়েছি নতুন দিন,
ম্লানসিক্ত পৃথিবীর নতুন মহিমা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা যেন মনুষ্য জন্মেই ঘটে যায়
বঞ্চনা শব্দটি যেন
অচেনা ভাষার মতো মূঢ় করে
এ-জীবন আনন্দের, চতুর্দিকে হাহাকার মুছে যে-রকম স্নিগ্ধ সুখ…
কখনো আনন্দ হয় ফুল ছিঁড়ে,
অপরের অন্ন কেড়ে নয়
চেয়েছি নতুন দিন শ্রেণীহীন, স্পর্ধাহীন, বিশুদ্ধ সমাজ
যখন মুখোশে আর
লুকোবে না মানুষের মুখ
শস্য ও বাণিজ্যে সব লোভের করাল দাঁত ভাঙা
কুটিল ও ষড়যন্ত্রী শৃঙ্খলিত,
পৃথিবীর সব জননীর
বুকের শিশুরা রবে নিরাপদ
একাকিত্বে কিংবা জনতায়
স্বপ্নের শব্দের মুক্তি—
ভালোবাসা মিশে যাবে দিগন্ত দেয়ালে
চেয়েছি নতুন দিন, গ্লানিহীন যৌবরাজ্য,
সৃষ্টিতে স্বাধীন।

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিন্ডে অন্ধকার
কন্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ
প্রদীপ জ্বালার চেয়ে অগ্নিকান্ডে মুখ দেখাদেখি
চাইনি শ্মশান-শান্তি,
চাইনি পিচ্ছিল গলিঘুঁজি
সবাই পথিক তবু কে কোথায় যাবে তা ভুলে পথে মারামারি
চাইনি অস্ত্রের রোষ,
শত্রু ভুলে নেশাগ্রস্ত মারণ উল্লাস
বিবেকের ঘরে চুরি, স্বপ্নের নতুন দিন ধুলোয় বিলীন
চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয় ?
রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনো স্বর্গেও যাবো না ॥

মানে আছে

প্রবল স্রোতের পাশে হেলে-পড়া কদম বৃক্ষটি ?
এর কোনো মানে আছে।
নির্জন মাঠের মধ্যে পোড়োবাড়ি—হা হা করে ভাঙা পাল্লা
এরও কোনো মানে আছে।
ঠিক স্বপ্ন নয়, মাঝে মাঝে চৈতন্যের প্রদোষে-সন্ধ্যায়
শিরশিরে অনুভূতি
কী যেন ছিল বা আছে, অথবা যা দেখা যায় না
দুরন্ত পশুর মতো ছুটে আসে বিমূঢ়তা
জানলার পর্দাটা দুলছে কখনো আস্তে বা জোরে
এরও কোনো মানে নেই ?

চুম্বন সংলগ্ন কোনো রমণীর চোখে আমি দেখিনি কি
অন্যমনস্কতা

চেনা বানানের ভুল বার বার ? অকস্মাৎ স্মৃতির অতল থেকে
উঠে আসে
শৈশবের প্রিয় গান, দু'একটা লাইন
বারান্দায় পাখিটি বসেই ফের উড়ে যায়
হেমকান্তি সায়াহ্নের দিকে
এরও কোনো মানে নেই ?

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

কতটুকু দূরত্ব ? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলংকৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে
স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে.....

বাইরে বড় চেঁচামেচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ-সবকিছুই তুচ্ছ

যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মতো বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গির
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না
বুকে বুক রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথাসরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে!

কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে

দু'জন খসখসে সবুজ উর্দিপরা সিপাহী
কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে
কবি প্রশ্ন করলেন : আমার হাতে শিকল বেঁধেছো কেন?
সিপাহী দু'জন উত্তর দিল না;
সিপাহী দু'জনেরই জিভ কাটা।
অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় তাদের পায়ে ভারী বুটের শব্দ
তাদের মুখে কঠোর বিষণ্ণতা
তাদের চোখে বিজ্ঞাপনের আলোর লাল আভা।

মেটে রঙের রাস্তা চলে গেছে পুকুরের পাড় দিয়ে
ফ্লোরেসেন্ট বাঁশঝাড় ঘুরে—
ফসল কাটা মাঠে এখন
সদ্যকৃত বধ্যভূমি।

সেখানে আরও চারজন সিপাহী রাইফেল হাতে প্রস্তুত
তাদের ঘিরে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ
কেউ এসেছে বহু দূরের অড়হর ক্ষেত থেকে পায়ে হেঁটে
কেউ এসেছে পাটকলে ছুটির বাঁশি আগে বাজিয়ে
কেউ এসেছে ঘড়ির দোকানে ঝাঁপ ফেলে
কেউ এসেছে ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরে
কেউ এসেছে অন্ধের লাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জননী শিশুকে বাড়িতে রেখে আসেননি
যুবক এনেছে তার যুবতীকে
বৃদ্ধ ধরে আছে বৃদ্ধতরের কাঁধ
সবাই এসেছে একজন কবির
হত্যাদৃশ্য
প্রত্যক্ষ করতে।

খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো কবিকে,
তিনি দেখতে লাগলেন
তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো—
কনিষ্ঠায় একটি তিল, অনামিকা অলঙ্কারহীন
মধ্যমায় ঈষৎ টনটনে ব্যথা, তর্জনী সঙ্কেতময়
বৃদ্ধাঙ্গুলি বীভৎস, বিকৃত—
কবি সামান্য হাসলেন,
একজন সিপাহীকে বললেন, আঙুলে
রক্ত জমে যাচ্ছে হে,
হাতের শিকল খুলে দাও!
সহস্র জনতার চিৎকারে সিপাহীর কান
সেই মুহূর্তে বধির হয়ে গেল।

জনতার মধ্য থেকে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন একজন কসাইকে,
পৃথিবীতে মানুষ যত বাড়ছে, ততই মুর্গী কমে যাচ্ছে।
একজন আদার ব্যাপারী জাহাজ মার্কা বিড়ি ধরিয়ে বললেন,
কাঁচা লঙ্কাতেও আজকাল তেমন ঝাল নেই!
একজন সংশয়বাদী উচ্চারণ করলেন আপন মনে,
বাপের জন্মেও এক সঙ্গে এত বেজন্মা দেখিনি, শালা!

পরাজিত এম এল এ বললেন একজন ব্যায়ামবীরকে,
কুঁচকিতে বড় আমবাত হচ্ছে হে আজকাল!
একজন ভিখিরি খুচরো পয়সা ভাঙিয়ে দেয়
বাদামওয়ালাকে
একজন পকেটমারের হাত অকস্মাৎ অবশ হয়ে যায়
একজন ঘাটোয়াল বন্যার চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ে
একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর ছাত্রীদের জানালেন
প্লেটো বলেছিলেন.....
একজন ছাত্র একটি লম্বা লোককে বললো,
মাথাটা পকেটে পুরুন দাদা!
এক নারী অপর নারীকে বললো,
এখানে একটা গ্যালারি বানিয়ে দিলে পারতো...
একজন চাষী একজন জনমজুরকে পরামর্শ দেয়,
বৌটার মুখে ফোলিডল ঢেলে দিতে পারো না?
একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বলে,
রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী উর্বর হবে না।
তবু একজন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, এ তো ভুল লোককে
এনেছে। ভুল মানুষ, ভুল মানুষ!

রক্ত গোধূলির পশ্চিমে জ্যোৎস্না, দক্ষিণে মেঘ
বাঁশবনে ডেকে উঠলো বিপন্ন শেয়াল
নারীর অভিমানের মতন পাতলা ছায়া ভাসে
পুকুরের জলে
ঝুমঝুমির মতন একটা বকুল গাছে কয়েকশো পাখির ডাক
কবি তাঁর হাতের আঙুল থেকে চোখ তুলে তাকালেন,
জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে
রেখা ও অক্ষর থেকে রক্তমাংসের সমাহার
তাঁকে নিয়ে গেল অরণ্যের দিকে
ছেলেবেলার বাতাবি লেবু গাছের সঙ্গে মিশে গেল
হেমন্ত দিনের শেষ আলো
তিনি দেখলেন সেতুর নিচে ঘনায়মান অন্ধকারে
একগুচ্ছ জোনাকি
দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হলো চুল, তিনি বুঝতে পারলেন

সমুদ্র থেকে আসছে বৃষ্টিময় মেঘ
তিনি বৃষ্টির জন্য চোখ তুলে আবার
দেখতে পেলেন অরণ্য
অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষের স্বাধীনতা—
গাব গাছ বেয়ে মন্থরভাবে নেমে এলো একটি তক্ষক
ঠিক ঘড়ির মতন সে সাত বার ডাকলো :

সঙ্গে সঙ্গে ছয় রিপুর মতন ছ'জন
বোবা কালা সিপাহী
উঁচিয়ে ধরলো রাইফেল—
যেন মাঝখানে রয়েছে একজন ছেলে-ধরা
এমন ভাবে জনতা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :
ইনকিলাব জিন্দাবাদ !
কবির স্বতঃপ্রবৃত্ত ঠোঁট নড়ে উঠলো
তিনি অস্ফুট হৃষ্টতায় বললেন :
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !
মানুষের মুক্তি আসুক !
আমার শিকল খুলে দাও !
কবি অত মানুষের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ
নারীদের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি নারী
তিনি দু'জনকেই পেয়ে গেলেন
কবি আবার তাদের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললেন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! মিলিত মানুষ ও
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব !

প্রথম গুলিটি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—
যেমন যায়,
কবি নিঃশব্দে হাসলেন
দ্বিতীয় গুলিতেই তাঁর বুক ফুটো হয়ে গেল
কবি তবু অপরাজিতের মতন হাসলেন হা-হা শব্দে
তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ
কবি শান্ত ভাবে বললেন,
আমি মরবো না !
মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না।

চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তাঁর কপাল
পঞ্চম গুলিতে মড় মড় করে উঠলো কাঠের খুঁটি
ষষ্ঠ গুলিতে কবির বুকের ওপর রাখা ডান হাত
ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল
কবি হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন মাটিতে
জনতা ছুটে এলো কবির রক্ত গায়ে মাথায় মাখতে—
কবি কোনো উল্লাস-ধ্বনি বা হাহাকার কিছুই শুনতে পেলেন না
কবির রক্ত ঘিলু মজ্জা মাটিতে ছিট্‌কে পড়া মাত্রই
আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলো দারুণ তোড়ে
শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কবির ঠোঁট একবার
নড়ে উঠলো কি উঠলো না
কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

আসলে, কবির শেষ মুহূর্তটি মোটামুটি আনন্দেই কাটলো
মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে চাইলেন,
বলেছিলুম কিনা, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না!

দেরি

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি,
দাঁড়াও, আমি আসছি
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়!
রন্ধ্রের মধ্যে শোনা যায় কীটের আনাগোনার শব্দ
অসংখ্য দর্জিরা তৈরী করছে ছদ্মবেশ
নদীর নিরালা কিনারে জানু পেতে বসে আছেন
শৈশবে দেখা অন্ধ ফকির
স্মৃতির অস্পষ্টতায় সমস্ত স্তব অসমাপ্ত
বালিকার বুকের কাছে অনেক ভুল প্রত্যাহার করা হয়নি
কুমীরেরা এখনো কুম্ভীরাশ্রু ছড়িয়ে যাচ্ছে

নিশান উড়িয়ে চলে যায় মধ্য রাত্রির ট্রেন
অনেকক্ষণ বাজতে থাকে তীব্র হুইশল !
মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি,
দাঁড়াও, আমি আসছি
প্রথানুগত চৈতন্য থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে এসে আর তাকে
দেখতে পাই না !

অসংখ্য প্রতিশ্রুতির ওপর শ্যাওলা জমে
শুনতে পাই অনেক অশরীরীর অট্টহাস্য—
যাদের জন্য একদা সোনার রথ নেমে এসেছিল।
বিষণ্ণতাকে লন্ডভন্ড করে ছিঁড়ে উঠে আসতেও হাতে জড়িয়ে যায়
সুতো
সুপুরিবাগানের মিহি হাওয়াকে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস
কোদালকে কোদাল, ইস্কাপনকে ইস্কাপন এবং
অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনে নিতে অনেক কুয়াশা
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়
আমার দেরি হয়ে যায়, আমার দেরি হয়ে যায়,
আমার দেরি হয়ে যায় !

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের কাঁধের মতন
পাহাড়
জয়ডঙ্কা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এ-সবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয়।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরণ হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে,
সেই সব মুহূর্তে, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মুষ্টিতে গুঁজে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে!
তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধেবেলার আকাশে খেলা করে শাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মুছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দুঃখ
মানুষের দুঃখই শুধু তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়।।

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয়!
বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক!
আমরা সবাই রূপ চেয়েছি

ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু'মুঠো বালি
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি।
এই পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে ?
বেড়াতে আসা, তাই তো মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া !
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া ?

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নারীর সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়—
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ

আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে ভীষণ জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে...
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

চে গুয়েভারার প্রতি

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে

সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলে কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে
সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেপে প্রবল হুঙ্কারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে!

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাই নি, আমি মেনে নিই নি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে
আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো!
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারি নি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

নির্জনতায়

অপ্সরাদের মতন শাদা ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফুটে আছে
ওদেরই জন্য আজ মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না কিছু বেশি
হঠাৎ ইচ্ছে করে তছনছ ক'রে দিই রাত্রির বাগান
ঝড় আসবার আগে ঝড় তুলি
'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?'

সত্যিই এই প্রশ্ন করেছিলুম, এক রাত্তিরে
সার্কিট হাউসের পরিচ্ছন্ন উদ্যানে
প্রশ্ন নয়, প্রলাপের মতন, মানুষ যখন একা থাকে
দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
সে যেমন মুখভঙ্গি করে
আমি নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকি
অস্বীকার করার সাধ্য নেই যে তা আমাকে
প্রীতি দেয়
তবু আমি ব্যস্ত ছিঁড়ে পাপড়িগুলোতে নোখ বসাই
আমি একা। আমাকে কেউ দেখছে না
যেন আমি নারীকে ভালোবাসার নাম করে
শুধু তার শরীরে লোভ করেছি
তার পায়ের কাছে বসে পুজো করতে করতে
হঠাৎ তার উরুতে মুখ গুঁজি
আমার জিভ তাকে লেহন করে, যা একদা
উচ্চারণ করেছে কবিতা
কোনোটাই অসত্য নয়—

এমন সময় ঝড় এসে ফুলবাগান ও আমার
চোখে ধুলো দিয়ে যায় ॥

দিনে ও রাত্রে

রাজার বাড়িতে কার খুব অসুখ
রাজার বাড়ির রঙ কাঁচা হলুদ
রাজবাড়ির বাগানে রাধা-চূড়া ফুল পড়ে আছে।

দারোয়ান, গেট খোলো !
জুড়িগাড়ি বেরিয়ে যায়, ঘোড়ার গায়ে
পিছলে পড়ে রোদ।
রাজার মেয়ে দেরাদুন কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী
রাজার নিজস্ব ম্যাস্টিফ নেড়ি কুত্তার সঙ্গে
বন্ধুত্ব করে
রাজবাড়ির সিঁড়িতে ঝমঝম শব্দে গেলাস ভাঙে
দারোয়ান, গেট খোলো !
গলায় ঘন্টা দুলিয়ে একপাল মোষ ঢুকলো
দুধ দিতে।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে আছে রাজবাড়ি
বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ণ গলায় কেউ হেসে উঠলো
কেউ মিনতি করে বললো, আমায় মুক্তি দাও
ও বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করে না
আমি জানি
আমি পাশের বাড়িতেই থাকি ।।

অপেক্ষা

সকালবেলা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম একজন বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ফরাসীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, যিনি নিজের শৈশবকে ঘৃণা করেন।
তিনি তখনো আসেননি, আমি একা বসে রইলাম ভি আই পি

লাউঞ্জে। ঠান্ডা ঘর, দুটি টাটকা ডালিয়া, বর্তমান রাষ্ট্রপতির বিসদৃশ রকমের বড় ছবি। সিগারেট ধরিয়ে আমি বই খুলি। যে-কোনো বিমানের শব্দে আমার উৎকর্ণ হয়ে ওঠার দরকার নেই। বিশেষ অতিথির ঘর চিনতে ভুল হয় না। সিকিউরিটির লোক একবার এসে আমাকে দেখে যায়। আমি অ্যাশট্রের বদলে ছাই ফেলি সোফার গদিতে—কারণ, এতে কিছু যায় আসে না।

সময়ের মুহূর্ত, পল, অনুপল স্তব্ধ হয়ে থাকে—এক বন্ধ বিরাট নির্জন ঘর, আমি একা, আমার পা ছড়ানো- আকাশ থেকে মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় স্মৃতি, তার মধ্যে একটা সূর্যমুখী ক্রমশ প্রকান্ড থেকে আরও বিশাল, লক্ষ লক্ষ সমান্তরাল আলো, যুদ্ধ-প্রতিরোধের মিছিলের মতন, যেন অজস্র মায়াময় চোখ দংশন করে নির্জনতা, ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরার মতন—

একটা টেলিফোন বেজে ওঠে। আমার জন্য নয়, আমার জন্য নয়— ॥

অন্য লোক

যে লেখে, সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী করো !
আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল ?
নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল
সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল
মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে।
আমি তো ইস্কুলে গেছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়
একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গেছি শূন্যতায়
ঘোড়সওয়ার।

যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়
সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড়-শিখরে
চৌকো বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
এবং ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না
সে কখনো আমার মতন বসে থাকে
টেবিলে মুখ গুঁজে ?

আমিও ছিলাম

পাঁচজনে বলে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনো চিনি না
চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
দশ দিকে চেয়ে আলোর আকাশে আয়নায় মুখ দেখা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, এই সুখে নিশ্বাস

জানি না কোথায় ভুল হয়ে যায়, ছায়া পড়ে ঘে বনে
ঝড়ে বৃষ্টিতে পায়ে পায়ে হেঁটে যাকে মনে করি বন্ধু
সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, চোখে অচেনা মতন ভ্রূকুটি
নেশায় রক্ত উন্মাদ হয়, তছনছ করি নারীকে
অস্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে জেগে ওঠে সংহার
আঁধার সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে চোখ জ্বালা করে ওঠে।
চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
বারবার সব ভুল হয়ে যায় এত বিপরীত স্রোত
বুকের মধ্যে প্রবল নিদাঘ, পশ্চিমে হেলে মাথা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, কান্নার মতো শোনায় !

কবির দুঃখ

শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
গোপনে
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল।

শব্দ ভেঙে গেল যেন শৃঙ্খলের মতো শব্দ হয়
পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে পড়া রুপালি পাতার মতো
সন্ধ্যায় সূর্যকে দীপ্ত দেখে
লক্ষ বৎসরের পর এক মুহূর্তের জন্য দুর্লভ স্বরাজ
বুকের ভিতর যেন তোমার মুখের মতো প্রতিবিম্ব শিল্পে ঝলসে ওঠে
মনে হয়
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
কালহীন, বর্ণহীন
প্রতিশব্দহীন

আমি সূর্যকরোজ্জ্বল হ্রদের কিনারে তবু ভালেরির মতো
পাইনি প্রার্থিত শব্দ, উদ্ভাসিত প্রতিবিম্ব, যদিও আমাকে
প্রেম তার প্রতিমূর্তি গোপনে দেখাবে বলেছিল॥

চেতনার মুহূর্ত

বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী, ক্ষমা করো এই
বাক-ব্যবহার
তুমি ছাড়া আর এমন কে আছে, যার কাছে আমি

দাস্য মেনেছি
এবার আমাকে প্রশ্রয় দাও, একবার আমি
ছিলা টান করি।

একবার এই পাংশুবেলায় তুমি হয়ে ওঠো
শরীরী প্রতিমা
অনেক দেখেছি দুনিয়া বাহার, এবার ফুঁ দিয়ে
নেভাই গরিমা
হলুদকে বলা রক্তিম হতে—ভাষাভ্রান্তির
এই উপহাস
মানুষকে বড় বিমূঢ় করেছে, এবার অস্ত্র
দুঃখদহন।

জানি না কোথায় পড়েছিল বীজ, পৃথিবীতে এত
ভুল অরণ্য
দুঃখ সুখের খেলায় দেখেছি বারবার আসে
প্রগাঢ় তামস
তোমার রূপের মায়াবী বিভায় একবার জ্বালো
ক্ষণ-বিদ্যুৎ
চোখ যেন আর চিনতে ভোলে না, তুমি জানো আমি
কত অসহায়॥

সখী, আমার

সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশি, আমায় ভুল বুঝবে ?
শরীর ছেনে আশ মেটে না, চুম্বু ছুঁয়ে আশ মেটে না
তোমার বুকে ওষ্ঠ রেখেও বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়
যেন আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
দিঘির পাড়ে বকের সঙ্গে দেখা হলো।

সখী, আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আমি
বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী
আমায় কেউ দ্বার খোলে না, আমার দিকে চোখ তোলে না
হাতের তালু জ্বালা ধরায়, শপথগুলি ভুল করেছি
ভুল করেছি
মুহুর্মুহু স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নে আমার ফিরে যাওয়ার
কথা ছিল, স্বপ্নে আমার স্নান হলো না।

সখী, আমার চক্ষুদুটি বর্ণকানা, দিনের আলোয়
জ্যোৎস্না ধাঁধা
ভালোবাসায় রক্ত দেখি, রক্ত নেশায় ভ্রমর দেখি
সুখের মধ্যে নদীর চড়া, শুকনো বালি হা হা তৃষ্ণা
হা হা তৃষ্ণা
কীর্তি ভেবে ঝড়ের মুষ্টি ধরতে গেলাম, যেন আমার
ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
স্বরূপ দেখা শেষ হলো না।।

মনে মনে

যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র চলে গেল গট্‌গটিয়ে
সে আমায় দিয়ে গেল একটুকরো সুখ
শরীরে নতুন করে রক্ত চলাচল টের পাই
ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে
মৃদু হেসে মনে মনে
আমি তার নাম কেটে দিই।
সে আর কোথাও নেই,
হিম অন্ধকার এক গভীর বরফঘরে
নির্বাসিত, আহা সে জানে না!
সে তার জুতোর শব্দে মুগ্ধ ছিল
প্যান্টের পকেটে হাত
স্মৃতিহার বিভ্রান্ত মানুষ।

দাবা খেলুড়ের মতো আমি তাকে
এক ঘরে থেকে তুলে
অন্য ঘরে বসিয়ে চুপ করে চেয়ে থাকি
উপভোগ করি তার ছটফটানি !
জালের ফুটোর মধ্যে নাক দিয়ে
যেমন বিষণ্ণ থাকে জেরা
শুকনো নদীর পাশে যে-রকম দুঃখী ঘাটোয়াল
আমার হঠাৎ খুব মায়া হয়
আমি তার রমণীকে নরম সান্ত্বনাবাক্য বলি
দু'হাত ছড়িয়ে ফের
তছনছ করে দিই খেলা ।।

তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও
আমি সঙ্গে আছি
মন্দিরের পাশে তুমি শোনোনি নিশ্বাস ?
লঘু মরালীর মতো হাওয়া উড়ে যায়
জ্যোৎস্না রাতে
নক্ষত্রেরা স্থান বদলায়
ভ্রমণকারিণী হয়ে তুমি গেলে কার্শিয়াং
অন্য এক পদশব্দ
পেছনে শোনোনি ?
তোমার গালের পাশে ফুঁ দিয়ে কে সরিয়েছে
চূর্ণ অলক ?

তুমি সাহসিনী,
তুমি সব জানলা খুলে রাখো
মধ্যরাত্রে দর্পণের সামনে তুমি—

এক হাতে চিরুনি
রাত্রিবাস পরা এক স্থির চিত্র
যে-রকম বতিচেল্লি এঁকেছেন;
ঝিল্লির আড়াল থেকে
আমি দেখি
তোমার সুঠাম তনু
ওষ্ঠের উদাস-লেখা
স্তনদ্বয়ে ক্ষীণ ওঠা নামা
ভিখারী বা চোর কিংবা প্রেত নয়
সারা রাত
আমি থাকি তোমার প্রহরী।

তোমাকে যখন দেখি, তার চেয়ে বেশি দেখি
যখন দেখি না
শুকনো ফুলের মালা যে-রকম বলে দেয়
সে এসেছে
চড়ুই পাখিরা জানে
আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি
এলাচের দানা জানে
কার ঠোঁট গন্ধময় হবে—
তুমি ব্যস্ত, তুমি একা, তুমি অন্তরাল ভালোবাসো
সন্ন্যাসীর মতো হাহাকার করে উঠি
দেখা দাও, দেখা দাও
পরমুহূর্তেই ফের চোখ মুছি,
হেসে বলি,
তুমি যেখানেই যাও, আমি সঙ্গে আছি।।

জাগরণ হেমবর্ণ

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও
আরও কাছে যাও

ও কেন হিংসার মতো শুয়ে আছে যখন পৃথিবী খুব
শৈশবের মতো প্রিয় হলো
জল কণা-মেশা হাওয়া এখন এ আশ্বিনের প্রথম সোপানে
বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়
আরও কাছে যাও
জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও।

মধু-বিহ্বলেরা কাল রাত্রিকে খেলার মাঠ করেছিল
ঘাসের শিশিরে তার খন্ডচিহ্ন
ট্রেনের শব্দের মতো দিন এলে সব মুছে যায়
চশমা-পরা গয়লানী হাই তোলে দুধের গুমটিতে
নিথর আলোর মধ্যে
কাক শালিকের চক্ষু শান
রোদ্দুরের বেলা বাড়ে, এত স্বচ্ছ
নিজেকে দেখে না
আর খেলা নেই
ও কেন স্বপ্নের মধ্যে রয়ে যায়
শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ
আরও কাছে যাও

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও।।

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে ? হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম !
এমন ঘোর একলা জায়গায় দু-পাক নাচলেও
ক্ষতি নেই তো—
ব্যায়াম করে রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যান্ট পরবো ?

হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়
নীরার কাছে
বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনেছো তো ? ছাপা হয়েছে !
সত্যি সত্যি বুকের লোম, জুলপি, দাড়ি কাঁচায় পাকা—
এই যে চেয়ে দ্যাখো
দেখে সবাই বলবে না কি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা !
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কীভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বুড়ো হবেই এবং মরবে
আমিও মরবো
আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,
কী, তাই না ?
ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ-জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিল বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অন্ধকারও মধুর লাগে, নীরা, তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই !

নীরা, শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে ।।

ভালোবাসার পাশেই

ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে
ওকে আমি কেমন করে যেতে বলি
ও কি কোনো ভদ্রতা মানবে না ?
মাঝে মাঝেই চোখ কেড়ে নেয়,
শিউরে ওঠে গা
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে ।

দু'হাত দিয়ে আড়াল করা আলোর শিখাটুকু
যখন-তখন কাঁপার মতন তুমি আমার গোপন
তার ভেতরেও ঈর্ষা আছে, রেফের মতন
তীক্ষ্ন ফলা
ছেলেবেলার মতন জেদী
এদিক-ওদিক তাকাই তবু মন তো মানে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।

তোমায় আমি আদর করি, পায়ের কাছে লুটোই
সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আগুন নিয়ে খেলি
তবু নিজের বুক পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়
বুক পুড়ে যায়
কেউ তা বোঝে না
ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে॥

শিল্পী ফিরে চলেছেন

শিল্পী ফিরে চলেছেন, এ কেমন চলে যাওয়া তাঁর ?
এমন নদীর ধার ঘেঁষে চলা,
যেখানে অজস্র কাঁটাঝোপ
এবং অদূরে রুক্ষ বালিয়াড়ি,
ওদিকে তো আর পথ নেই
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এ তো নয় শখের ভ্রমণ
রমণীর আলিঙ্গন ছেড়ে কেন সহসা লাফিয়ে ওঠা—
কপালে কোমল হাত, টেবিলে অনেক সিক্ত চিঠি
কত অসমাপ্ত কাজ, কত হাতছানি
তবু যেন মনে পড়ে ভুল ভাঙবার বেলা এই মাত্র
পার হয়ে গেল।

বুকে এত ব্যাকুলতা, ওষ্ঠে এত মায়া
তবু ফিরে যেতে হবে, ফিরে যেতে হবে
এর নাম ফিরে যাওয়া ? এতো নয় শখের ভ্রমণ
ওদিক তো আর পথ নেই
অচেনা অঞ্চলে কেউ ফেরে ? যাওয়া যায়। ফেরে ?
এর চেয়ে জলে নামা সহজ ছিল না ?
সকলেই বলে দেবে, শিল্পী, আপনি ভুল করেছেন
অতৃপ্ত, দুঃখিত এক বৃহত্তম ভুল ॥

একটি শীতের দৃশ্য

মায়ামমতার মতো এখন শীতের রোদ
মাঠে শুয়ে আছে
আর কেউ নেই
ওরা সব ফিরে গেছে ঘরে
দু'একটা নিবারকণা খুঁটে খায় শালিকের ঝাঁক
ওপরে টহল দেয় গাংচিল, যেন প্রকৃতির কোতোয়াল।

গোরুর গাড়িটি বড় তৃপ্ত, টাপুটুপু ভরে আছে ধানে
অন্যমনা ডাহুকীর মতো শ্লথ গতি
অদূরে শহর আর ক্রোশ দুই পথ
সেখানে সবাই খুব প্রতীক্ষায় আছে
দালাল, পাইকার, ফড়ে, মিল, পার্টি, নেকড়ে ও পুলিস
হলুদ শস্যের স্তূপে পা ডুবিয়ে
ওরা মল্লযুদ্ধে মেতে যাবে
শোনা যাবে ঐক্যতান, ছিঁড়ে খাবো চুষে খাবো
ঐ লোকটিকে আমি তোমাদের আগে ছিঁড়ে খাবো।

সিমেন্টের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে সেই লোকটা
বিড়ির বদলে সিগারেট

আজ সে শৌখিন বড়, চুলে তেল, হোটেলের ভাত খেয়ে
কিনেছিল এক খিলি পান
খেটেছে রোদ্দুরে জলে দীর্ঘদিন, পিতৃস্নেহ
দিয়েছিল মাঠে
গোরুর গাড়ির দিকে চোখ যায়, বড় শান্ত এই
চেয়ে থাকা
সেনালী ঘাসের বীজ আজ যেন নারীর চেয়েও গরবিনী
সহস্র চোখের সামনে গায়ে নিচ্ছে
রোদের আদর
এখনই যে লুট হবে কিছুই জানে না
পালক পিতাটি সেই সঙ্গে-সঙ্গে যাবে
যারা অগ্নিমান্দ্যে ভোগে তারা ঐ লোকটির
রক্ত মাংস খাবে।

আচার্য শঙ্কর, আমি করজোড়ে অনুরোধ করি
অকস্মাৎ এই দৃশ্যে আপনি এসে যেন না বলেন
এ তো সবই মায়া!

একটি কথা

একটি কথা বাকি রইলো থেকেই যাবে
মন ভোলালো ছদ্মবেশী মায়া
আর একটু দূর গেলেই ছিল স্বর্গ নদী
দূরের মধ্যে দূরত্ব-বোধ কে সরাবে।

ফিরে আসার আগেই পেল খুব পিপাসা
বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
রৌদ্র যেন হিংসা, খায় সমস্তটা ছায়া
রাত্রি যেমন কাঁটা, জানে শব্দভেদী ভাষা।

বালির নিচে বালিই ছিল, আর কিছু না
একটি কথা বাকি রইলো, থেকেই যাবো ॥

নিজের আড়ালে

সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে
মানুষ দেখে না
সে খোঁজে ভ্রমর কিংবা
দিগন্তের মেঘের সংসার
আবার বিরক্ত হয়
কতকাল দেখে না আকাশ
কতকাল নদী বা ঝর্নায় আর
দেখে না নিজের মুখ
আবর্জনা, আসবাবে বন্দী হয়ে যায়
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে

রমণীর কাছে গিয়ে
বারবার হয়েছে কাঙাল
যেমন বাতাসে থাকে সুগন্ধের ঋণ
বহু বছরের স্মৃতি আবার কখন মুছে যায়
অসম্ভব অভিমান খুন করে পরমা নারীকে
অথবা সে অস্ত্র তোলে নিজেরই বুকের দিকে
ঠিক যেন জন্মান্ধ তখন
সুন্দর লুকিয়ে থাকে মানুষের নিজেরই আড়ালে ॥

নারী

নাস্তিকেরা তোমায় মানে না, নারী
দীর্ঘ-ঈ-কারের মতো তুমি চুল মেলে

বিপ্লবের শত্রু হয়ে আছো !
এমনি অদৃশ্য তুমি বহু চোখে
কত লোকে নামই শোনেনি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো...
তারা চেনে প্রেমিকা বা সহোদরা
জননী বা জায়া
দুধের দোকানে মেয়ে, কিংবা যারা
নাচে গায়
রান্না ঘরে ঘামে
শিশু কোলে চৌরাস্তায় বাড়ায় কঙ্কাল হাত
ফ্রক কিংবা শাড়ি পরে দুঃখের ইস্কুলে যায়
মিস্তিরির পাশে থেকে সিমেন্টে মেশায় কান্না
কৌটো হাতে পরমার্থ চাঁদা তোলে
কৃষকেরা পান্তা ভাত পেঁছে দেয় সূর্য ক্রুদ্ধ হলে
শিয়রের কাছে রেখে উপন্যাস
দুপুরে ঘুমোয়
এরা সব ঠিকঠাক আছে
এদের সবাই চেনে শয়নে, শরীরে
দুঃখ বা সুখের দিনে
অচির সঙ্গিনী !
কিন্তু নারী ? সে কোথায় ?
চল্লিশ শতাব্দী ধরে অবক্ষয়ী কবি-দল
যাকে নিয়ে এমন মেতেছে ?

সে কোথায় ? সে কোথায় ?
দীর্ঘ-ঈ-কারের মতো চুল মেলে
সে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে

এই ভিড়ে কেমন গোপন থাকো তুমি
যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে
জল-রং আলো...

আছে ও নেই

হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগলটি
পৃথিবীর সমস্ত পাগলের রাজা হয়ে
সে উলঙ্গ, কেননা উন্মাদ উলঙ্গ হতে পারে, তাতে
প্রকৃতির তালভঙ্গ হয় না কখনো
পাশেই গম্ভীর ট্রেন, ব্যস্ত মানুষের হুড়োহুড়ি
সকলেই কোথাও না কোথাও পৌঁছুতে চায়
তার মধ্যে এই মূর্তিমান ব্যতিক্রম, ইদানীং
অযাত্রী, উদাসীন--
মাঝারি বয়েস, লম্বা, জটপাকানো মাথা
তার নাম নেই, কে জানে আমিত্ব আছে কিনা
অথচ শরীর আছে
সুতোহীন দেহখানি দেহ সচেতন করে দেয়
পেটা বুক, খাঁজ কাটা কোমর, আজানুলম্বিত বাহু
এবং দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ
চুলের জঙ্গলে ঘেরা
পুরুষশ্রেষ্ঠের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিড়ে, যেন সদর্পে
সন্ন্যাসী হলেও কোনো মানে থাকতো, কেউ হয়তো
প্রণাম জানাতো

কিন্তু এই শারীরিক প্রদর্শনী এত অপ্রাসঙ্গিক
টিকিটবাবুও তাকে বাধা দেয় না
রেলরক্ষীরা মুখ ফিরিয়ে থাকে
ফিলমের পোস্টারের নারী-পুরুষদের সরে যাবার উপায় নেই
অপর নারী-পুরুষরা তাকে দেখেও দেখে না
তারা পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একটু নিমেষহারা হয়েই
আবার দূরে চলে যায়
শুধু মায়ের হাত ধরা শিশুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে
একটি আপেল গড়িয়ে যায় লাইনের দিকে—
ঠিক সেই সময় বস্তাবন্দী চিঠির স্তূপের পাশ দিয়ে
এসে দাঁড়ায় দুটি হিজড়ে
নারীর বেশে ওরা নারী নয়, এবং সবাই জানে
ওদের বিস্ময়বোধ থাকে না

তবু হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়ায় ; পরস্পরের দিকে
তাকায় অদ্ভুত বিহ্বল চোখে
যেন ওদের পা মাটিতে গেঁথে গেল
সার্চ লাইটের মতন চোখ ফেরালো পাগলটির শরীরে
সেই অপ্রয়োজনীয় সুঠাম সুন্দর শরীর,
নির্বিকার পুরুষাঙ্গ
যেন ওদের শপাং-শপাং করে চাবুক মারে
সূর্য থেকে গল-গল করে ঝরে পড়ে কালি
এই আছে ও নেই'-র যুক্তিহীন বৈষম্যে প্রকৃতি
দুর্দান্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে
সেই দুই হিজড়ে অসম্ভব তীব্র চিৎকার করে ওঠে—
ধর্মীয় সঙ্গীতের মতন
ওরা কাঁদে,
দু'হাতে মুখ ঢাকে,
বসে পড়ে মাটিতে
এবং টুকরো-টুকরো হয়ে মিশে যায়
নশ্বর ধুলোয়
অল্প দূরে, সিগারেট হাতে আমি এই দৃশ্য দেখি ।।

কথা ছিল

সামনে দিগন্ত কিংবা অনন্ত থাকার কথা ছিল
অথচ কিছুটা গিয়ে
দেখি কানা গলি
ঘরের ভিতরে কিছু গোপন এবং প্রিয়
স্মৃতিচিহ্ন থেকে যাওয়া
উচিত ছিল না ?
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

সমস্ত নারীর মধ্যে একজনই নারীকে খুঁজেছি

এ-রকমই কথা ছিল
স্নিগ্ধ ঊষাকালে
প্রবল স্রোতের মতো প্রতিদিন ছুটে চলে যায়
জন্ম থেকে বারবার খসে পড়ে আলো
রাত্রির জানলার পাশে আবার কখনো হয়তো
ফিরে আসে
ফুটে ওঠে ছোট্ট কুন্দ কলি।
তবু ঘোর ভেঙে যায় কোনো-কোনো দিন
চেয়ে দেখি, সত্য নয়
শুধুই তুলনা !
নেই, এই দুঃখ আমি কার কাছে বলি !

আমি নয়

পথে পড়ে আছে এত কৃষ্ণচূড়া ফুল
দু' পায়ে মাড়িয়ে যাই, এলোমেলো হাওয়া
বড় প্রীতি-স্পর্শ দেয়, যেন নারী, সামনে বকুল
যার ঘ্রাণে মনে পড়ে করতল, চোখের মাধুরী
তারপরই হাসি পায়, মনে হয় আমি নয়, এই ভোরে
এত সুন্দরের কেন্দ্র চিরে
গল্পের বর্ণনা হয়ে হেঁটে যায় যে মানুষ
সে কি আমি
ক্ষ্যাপাটের মত আমি মুখ মচকে হাসি।
ক্যাবিনের পর্দা উড়লে দেখা যায় ঊরুর কিঞ্চিৎ
একটি বাহুর ডোল, টেবিলে রয়েছে ঝুঁকে মুখ
ও পাশে কে ? ইতিহাস চূর্ণ করা নারীর সম্মুখে
রুক্ষচুল পুরুষটি এমন নির্বাক কেন শুধু সিগারেট
নেড়েচেড়ে, এর নাম অভিমান ? পাঁচটি চম্পক
এত কাছে, তবু ও নেয় না কেন, কেন ওর ওষ্ঠে

দেয় না গরম আদর ?
শুধু চোখে চোখ—একি অলৌকিক সেতু, একি
অসম্ভব চিন্ময়তা
চায়ের দোকানে ঐ পুরুষ ও নারী-মূর্তি ব্যথা দেয়
বুকে বড় ব্যথা দেয়
ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয় ইদানীং বেড়াতে এসেছে।

মধ্যরাত্রি ভেঙে-ভেঙে কে কোথায় চলে যায়, যেন উপবনে
বসন্ত উৎসব হলো শেষ
বিদায় শব্দটি যাকে বিহ্বল করেছে
অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে সে এখন দ্রুত উঠে আসে
চাঁদের শরীর ছুঁতে
অথবা স্বর্গের পথ এই দিকে হঠাৎ ভেবেছে
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও এখন দুঃখে-নোংরা, দু' হাতে তীব্রতা
এবং কপালে তৃষ্ণা, পর্দাহীন জানলার দিকে
দুই চোখ
মাতালের অস্থিরতা মাধুর্যকে ওষ্ঠে নিতে চায়—
অথচ জানে না
গোধূলির কাছে তার নির্বাসন হয়ে গেছে কবে !
দরজা খুলো না তুমি, দূর থেকে রুক্ষ বাক্য বলে দাও
ও তোমার জানু আঁকড়ে আহত পশুর মতো ছট্‌ফটাবে
অতৃপ্তির সহোদর, সশরীর নিষিদ্ধ আগুন
ক্ষমা করো, আমি নই, ক্ষমা করো, দুঃস্বপ্ন, বিবাদ...

মায়া

মায়া যেন সশরীর, চুপে-চুপে মশারির প্রান্তে এসে
জ্বালছে দেশলাই
ভেতরে ঘুমন্ত আমি--

বাতাস ও নিস্তব্ধতা এখন দর্শক
রাত্রি এত স্নিগ্ধ, এত পরিপূর্ণ, যেন নদী নয়।
স্বপ্ন নয়
স্বয়ং মায়ার হাত আমাকে আদর করে
ঘুম পাড়ালো
আবার কৌতুকে মেতে মশারিতে জ্বালাবে আগুন
সমস্ত জানলা বন্ধ, দরোজায় চাবি
আহা কী মধুর খেলা, সশস্ত্র সুন্দর
আমাকে জাগাও তুমি,
আমাকে দেখতে দিও শুধু।।

নারী ও শিল্প

ঘুমন্ত নারীকে জাগাবার আগে আমি তাকে দেখি
উদাসীন গ্রীবার ভঙ্গি, শ্লোকের মতন ভুরু
ঠোঁটে স্বপ্ন কিংবা অসমাপ্ত কথা
এ যেন এক নারীর মধ্যে বহু নারী, কিংবা
দর্পণের ঘরে বাস
চিবুকের ওপরে এসে পড়েছে চুলের কালো ফিতে
সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কেননা আবহমান কাল
থেকে বেণীবন্ধনের বহু উপমা রয়েছে
আঁচল ঈষৎ সরে গেছে বুক থেকে—এর নাম বিস্রস্ত,
এরকম হয়
নীল জামা, শাদা ব্রা, স্তনের গোলাপী আভাস, এক
বিন্দু ঘাম
পেটের মসৃণ ত্বক, ক্ষীণ চাঁদ নাভি, শায়ার দড়ির গিঁট
ঊরুতে শাড়ীর ভাঁজ, রেখার বিচিত্র কোলাহল
পদতল—আল্পনার লক্ষ্মীর ছাপের মতো
এই নারী
নারী ও ঘুমন্ত নারী এক নয়

এই নির্বাক চিত্রটি হতে পারে শিল্প, যদি আমি
ব্যবধান ঠিক রেখে দৃষ্টিকে সন্ন্যাসী করি
হাতে তুলে খুঁজে আনি মন্ত্রের অক্ষর
তখন নারীকে দেখা নয়, নিজেকে দেখাই
বড় হয়ে ওঠে বলে
নিছক ভদ্রতাবশে নিভিয়ে দিই আলো
তারপর শুরু হয় শিল্পকে ভাঙার এক বিপুল উৎসব
আমি তার ওষ্ঠ ও ঊরুতে মুখ গুঁজে
জানাই সেই খবর
কালোস্রোত সাঁতরে যা কোথাও যায় না !

প্রেমিকা

কবিতা আমার ওষ্ঠ কামড়ে আদর করে
ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে যায়
ছাদের ঘরে
কবিতা আমার জামার বোতাম ছিঁড়েছে অনেক
হঠাৎ জুতোর পেরেক তোলে!
কবিতাকে আমি ভুলে থাকি যদি
অমনি সে রেগে হঠাৎ আমায়
ডবল ডেকার বাসের সামনে ঠেলে ফেলে দেয়
আমার অসুখে শিয়রের কাছে জেগে বসে থাকে
আমার অসুখ কেড়ে নেওয়া তার প্রিয় খুনসুটি
আমি তাকে যদি
আয়নার মতো
ভেঙে দিতে যাই
সে দেখায় তার নগ্ন শরীর
সে শরীর ছুঁয়ে শান্তি হয় না, বুক জ্বলে যায়
বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়...

মন ভালো নেই

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
কেউ তা বোঝে না সকলি গোপন মুখে ছায়া নেই
চোখ খোলা তবু চোখ বুজে আছি কেউ তা দেখেনি
প্রতিদিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়

এখন আমার ওষ্ঠে লাগে না কোনো প্রিয় স্বাদ
এমনকি নারী এমনকি নারী এমনকি নারী
এমনকি সুরা এমনকি ভাষা

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
বিকেল বেলায় একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে
একলা একলা পথে ঘুরে ঘুরে পথে ঘুরে ঘুরে
কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না কারুকে চাইনি
কিছুই খুঁজি না কোথাও যাই না

আমিও মানুষ আমার কী আছে অথবা কী ছিল
আমার কী আছে অথবা কী ছিল

ফুলের ভিতরে বীজের ভিতরে ঘুণের ভিতরে
যেমন আগুন আগুন আগুন আগুন

মন ভালো নেই মন ভালো নেই মন ভালো নেই
তবু দিন কাটে দিন কেটে যায় আশায় আশায়
আশায় আশায় আশায় আশায়
আশায় আশায়...

বনমর্মর

সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া
পড়ে আছে মিহিন কাচের মতন জ্যোৎস্না
শুকনো পাতার শব্দ এমন নিঃসঙ্গ
সেই সব পাতা ভেঙে
ভেঙে ভেঙে ভেঙে ভেঙে চলে যেতে
যেতে যেতে যেতে যেতে

বাতাসের স্পর্শ যেন কার যেন কার যেন কার
যেন কার ?
মনেও পড়ে না ঠিক যেন কার নরম অঙ্গুলি
এই মুখে, রুক্ষ মুখে, আমার চিবুকে, এই
কর্কশ চিবুকে
ঠোঁটে, ঠোঁটের ওপরে, এবং ঠোঁটের নিচে
চোখের দু'পাশে যে কালো দাগ
সেখানেও
যেন কার, যেন কার কোমল অঙ্গুলি
কপালে হিঙ্গুল টিপ, নীলরঙা হাসি
পেছনে তাকাই আর দেখা যায় না
জ্যোৎস্না নেই, বোবা কালা অন্ধকার
শুকনো পাতার শব্দ...
সেই পথ দিয়ে ফিরে যাওয়া, ফিরে যেতে যেতে যেতে।

ঝর্নার পাশে

ঝর্নায় ডুব দিয়ে দেখি নিচে একটা তলোয়ার
একটুও মর্চে পড়েনি, অতসী ফুলের মতো আভা
আমার হাতের ছোঁয়ায় হঠাৎ ভেঙে গেলে তার ঘুম
তুলে নিয়ে উঠে আসি, চুপ করে বসে থাকি কিছুক্ষণ
কাছাকাছি আর কেউ নেই
যেন ঝর্নাটাই আমার হাতের মুঠোয়, রৌদ্রে দেখছি
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
মাঝে মাঝে এক-একটা ঝিলিকে চোখ ঝলসে যায়
মনে হয় না বহু ব্যবহৃত, ঠিক কুমারীর মতন
কোথাও ঘোড়ার ক্ষুর বা রক্তের দাগ নেই,
শান্ত বনস্থলী
মাঝে-মাঝে অনৈতিহাসিক হাওয়া

একটি মোটুসী খুব ডাকাডাকি করছে তার সঙ্গিনীকে
জলের চঞ্চল শব্দ তাকে সংগতি দেয়
আমার চোখের সামনে হু-হু করে পিছিয়ে যেতে
থাকে সময়
কয়েকটি শতাব্দী গাছের শুকনো পাতার মতন উড়তে থাকে
সেই রকম একটা শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে
নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকি
মনে পড়ে, অথচ ঠিক মনে পড়ে না
শুকনো পাতাগুলি আমি নৌকোর মতন ভাসিয়ে দিই
ঝর্নার জলে ॥

কবিতা মূর্তিমতী

শুয়ে আছে বিছানায়, সামনে উন্মুক্ত নীল খাতা
উপুড় শরীর সেই রমণীর, খাটের বাইরে পা দু'খানি
পিঠে তার ভিজে চুল
এবং সমুদ্রে দুটি ঢেউ
ছায়াময় ঘরে যেন কিসের সুগন্ধ,
জানালায়
রৌদ্র যেন জলকণা, দূরে নীল নক্ষত্রের দেশ।

কী লেখে সে, কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

সে বড় অস্থির, তার চোখে বড় বেশী অশ্রু আছে
পাশ ফেরা মুখখানি—
এখন স্তব্ধতা মূর্তিমতী
শাড়ির অমনোযোগে কোমরের নগ্ন বারান্দায়
একটি পাহাড়ী দৃশ্য
সবুজ সতেজ উপত্যকা
কেন বা নদীও নয় ? অথবা সে অপার্থিবা বুঝি !

কী লেখে সে, না কবিতা রচনা করে তাকে ?

নগরে হঠাৎ বৃষ্টি, বৃষ্টিতে দুপুর ভেসে যায়
সে দেখেনি, সে শোনেনি কোনো শব্দ
যেন এক দ্বীপ
যেখানে হলুদ বর্ণ রক্তিমকে নিমন্ত্রণে ডাকে
অথবা সে জলকন্যা,
দু'বাহুতে হীরকের আঁশ
ক্রমশ উজ্জ্বল হয়, আঙুলে কলম চিত্রার্পিত

কী লেখে সে কবিতা ? না কবিতা রচনা করে তাকে ?

তোমার কাছেই

সকাল নয়, তবু আমার
প্রথম দেখার ছটফটানি
দুপুর নয়, তবু আমার
দুপুরবেলার প্রিয় তামাশা
ছিল না নদী, তবুও নদী
পেরিয়ে আসি তোমার কাছে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা।
শিরীষ গাছে রোদ লেগেছে,
শিরীষ কোথায়, মরুভূমি !
বিকেল নয়, তবু আমার
বিকেলবেলার ক্ষুৎপিপাসা
চিঠির খামে গন্ধ বকুল
তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না, তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা !

ছবি খেলা

মনে আছে সেই রাত্রি ? সেই চাকভাঙা
মধুর মতন জ্যোৎস্না
উড়ো উড়ো পেঁজা মেঘ অলীক গর্ভের প্রজাপতি
দুগ্ধবর্ণ বাতাসের কখনো স্পর্শ ও ছবি খেলা
মিনারের মতো পাঁচটি প্রাচীন সুউচ্চ গাছ, সেই
মানবিক চষা মাঠ; তিনাট দিগন্ত দূর, আরও দূর
পুকুরের ঢালু পাড়ে তুমি শুয়েছিলে
মনে আছে সেই রাত্রি, সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

বুকে কেউ চোখ ঘষে, উরুদ্বয়ে ভেঙে যায় ঘুম
হঠাৎ প্রবাসী গল্প, ফিসফাস, শব্দ এসে
শব্দকে লুকোয়
অশ্রুর লবণ থেকে উঠে আসে স্মৃতিকণা, পিঠে
কাঁকর ও তৃণাঙ্কুর, অথচ এমন রাত্রি, এমন
জ্যোৎস্নার মৃদু ঢেউ
কখনো দেখেনি কেউ, সমস্ত শরীরে আলো যেন
খুব জলের গভীরে
সাবলীল ভেসে যাওয়া, কত দেশ, কত নদী
এমনকি মানুষজন্ম পার হয়ে এসে
যেমন ফুলের বুকে ঘ্রাণ, কিংবা ঘ্রাণ ছেঁচে
জন্ম নেয় ফুল
মনে পড়ে সেই রাত্রি ? সঠিক পথেই ঠিক
ভুল করে যাওয়া ?

ভাই ও বন্ধু

আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক
তার খোঁজে ইতিউতি যাবো—ইদানিং সময় পাই না

মাঝে-মাঝে কেউ বলে, তোমার ভাইকে কাল দেখলুম হে
চুপচাপ জারুল গাছের নিচে বৃষ্টিতে ভিজছিল !
একটু আনমনা হই, উপন্যাস লেখা থেকে চোখ তুলে
শাদা দেয়ালের দিকে...
গুপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে-মনে নিজেকে ঠেকিয়ে বলি
সে অনেক বদলে গেছে,
সে আর আমার মতো নেই
আমার যমজ ভাই দুঃখ, আজ বহুদিন পলাতক !

আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু, সে অনেক
আগেকার কথা
তখন বাতাস ছিল হিরণ্ময়
তখন আকাশ ছিল অতি ব্যক্তিগত
তখন মাংসের লোভে যাইনি আমরা কেউ উঁচু প্রতিষ্ঠানে
তরল আগুন খেয়ে মাঝরাতে দেখিয়েছি হাজার ম্যাজিক
তখন বাতাস ছিল...তখন আকাশ ছিল.....সে অনেক
আগেকার কথা !
এখন অন্যের বাড়ি অকস্মাৎ ঢুকে পড়লে সব কথা
থেমে যায়
বিষয় বদলাতে গিয়ে গ্রীষ্মকালে কেউ শীতে কাঁপে
এমনকি নীরারাও...
আমার কঠিন মুখ, আচমকা কর্কশ বাক্য...নিজেই চমকে উঠি
যেন এক রণক্ষেত্র, পিঠ ফেরালেই আছে শত-শত তীর
আমার বন্ধুর নাম চিরঋতু...চিরঋতু ? ঠিক নাম
মনে রেখেছি তো ?

প্রবাস

যাবে কি এবার বসন্তেই ?
আসছে শ্রাবণে
এসেছে শ্রাবণ, শোনো মেঘের গর্জন

আর দু'টো মাস
আশ্বিনের শাদা মেঘে ভরুক প্রবাস

আশ্বিনেও লেগেছিল লোভ
শীত মদালসা
ফেরার অনৈক্য ছিল গ্রীষ্মে
কেটেছে বছর
এমনকি শেষ দিনে এলো ঘূর্ণিঝড় !

যাবে কি শতাব্দী সাঙ্গ হলে ?
না, না, তার আগে
অস্থিরতা রোদে কম্পমান
আর দেরি নেই
প্রাক্তন স্বদেশে ফেরা এই মুহূর্তেই !

সুন্দরের পাশে

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি
রূপের বিভায় আমি সেরে নিই লঘু আচমন
রূপের ভিতরে থেকে উঠে আসে বুক ভরা ঘুম
আমি তার চোখ থেকে তুলে নিই
মিহিন ফুলের পাপড়ি
গন্ধ শুঁকি, পুনরায় ঘুম থেকে জাগি
উজ্জ্বল দাঁতের আলো রক্তিম ওষ্ঠকে বহু দূরে নিয়ে যায়
রূপের সুদূরতম দেশে চলে যাবে এই ভয়ে
আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে……
সে এত সুন্দর তাই তার পাশে বসি !

রূপ যেন-অভিমান, আমি কোনো সান্ত্বনা জানি না

যতখানি নিতে পারি, দিই না কিছুই
জানলার পাশ দিয়ে উঁকি মারে কার ছায়া ?
ওকি প্রতিদ্বন্দ্বি ?
ওকি নশ্বরতা ?
শিখেছি অনেক কষ্টে তার চোখে ধুলো দেওয়া
এই শিল্পরীতি
চিরকাল না হলেও, বারবার ফেরানো যাবেই জেনে
রূপ থেকে সুধা পান করি
ঠিক উন্মাদের মতো চোখ থেকে ঝরে পড়ে হাসি।

প্রকৃতির অলঙ্কার সে রেখেছে অনন্ত সীমানা জুড়ে-জুড়ে
তাই প্রকৃতির কাছে অন্ধ হলে যাবো
সুমেরু পর্বতে আমি মাথা রাখি
সমুদ্রের ঢেউ লাগে হাতের আঙুলে
ঊরুর ভিতরে অগ্নি...এত মোহময়...
অরণ্যের গন্ধমাখা...
নিশ্বাসে পলাশ ঝড়, বারবার
যুদ্ধের সুমিষ্ট স্বপ্ন, চোখ ঘুরে-ঘুরে
যায়, আসে
নরম সোনালি দুই বুক যেন স্বর্গভূমি
এত মোহময়, তাই শিল্প...
যুদ্ধের অমর শিল্প
সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি।

তুমি জেনেছিলে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে

মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলে না
সবাই সবার অচেনা !

প্রতীক্ষায়

গোলাপে রয়েছে আঁচ, পতঙ্গের ডানা পুড়ে যায়
হাওয়া ঘোরে দূরে-দূরে
ফুলকে সমীহ করে
সূর্যাস্তও থমকে থাকে !
দেখো-দেখো
আমার বাগানে এক অগ্নিময়
ফুল ফুটে আছে
তার সৌরভেও কত তাপ !
আর সব কুসুমের জীবন-চরিত তুচ্ছ করে
সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে চতুর্দিক
বৈদূর্যমণির মতো চোখ মেলে সে রয়েছে প্রতীক্ষায়
কার ? কার ?

সেদিন বিকেলবেলা

সাতশো একাত্মতম আনন্দটি পেয়েছি সেদিন
যখন বিকেলবেলা মেঘ এসে
ঝুঁকে পড়েছিল

গোলাপ বাগানে
এবং তোমার পায়ে ফুটে গেল লক্ষ্মীছাড়া কাঁটা!
তখন বাতাসে ছিল বিহ্বলতা, তখন আকাশে
ছিল কৃষ্ণকান্তি আলো,
ছিল না রঙের কোলাহল
ছিল না নিষেধ
অতটুকু ওষ্ঠ থেকে অতখানি হাসির ফোয়ারা
মন্দিরের ভাস্কর্যকে ম্লান করে নতুন দৃশ্যটি।

এর পরই বৃষ্টি আসে সাতশো বাহান্ন সঙ্গে নিয়ে
করমচা রঙের হাত, চিবুকের রেখা
চোখে চোখে
গোলাপ সৌরভ মেশা প্রতিটি নিশ্বাস যত্ন করে
জমিয়ে রাখার মতো;
সম্প্রতি ওল্টানো পদতলে
এত মায়া, বায়ু ধায় নশো উনপঞ্চাশের দিকে
নগ্ন প্রকৃতির
এত কাছাকাছি আর কখনো আসিনি মনে হয়
জীবন্ত কাঁটার কাছে হেরে যায় গোপন ঈশ্বর
রূপের সহস্র ছবি, বা আনন্দ একটি শরীরে?

সে কোথায় যাবে?

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে?
নিঝুম মাঠের মধ্যে সে এখন রাজা
একা-একা দুন্দুভি বাজাবে?
ছিল বটে রৌদ্রালোকে তারও রাজ্যপাট
সোনালি কৈশোরে

আজ উল্লুকের পাল হয়েছে স্বরাট
চৌরাস্তার মোড়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি, চোখের টংকার
এরকম ভাষা
সে শেখেনি, তাই এই রূপকথায় তার
জন্ম কীর্তিনাশা !

গায়ে সে মেখেছে ধুলো, গূঢ় ছদ্মবেশে
বোবা ভ্রাম্যমাণ
অদৃশ্য সহস্র চোখ তবু নির্নিমেষে
ছিলা রাখে টান।

পৌষের পূর্ণিমা রাত ডেকে বললো, যা—
সে কোথায় যাবে ?
যেতে সে চায়নি ? কেউ খুলেছে দরোজা
পুনরায় মনুষ্য স্বভাবে ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে

চিত্ত উতলা দশদিকে মেলা সহস্র চোখ
আমাকে এবার ফিরিয়ে নেবার জন্য এসেছে ?
আর দুটো দিন করুণ রঙিন
পথ ঘুরে দেখা
হবে না আমার ? পুরোনো জামার ছিঁড়েছে বোতাম ?

তমসার তীরে নগ্ন শরীরে
দাঁড়ালাম আমি
পাশে নেই আর মায়া-সংসার আকাশে অশনি

নদীটি এখন বড় নির্জন
জলে শীত ছোঁওয়া
কে জানে কোথায় ন্যায়-অন্যায় সহসা লুকালো!
এক অঞ্জলি জল তুলে বলি,
হে আঁধারবতী,
বহু ঘুরে-ঘুরে স্বপ্নে সুদূরে দেখা হয়েছিল
দুঃখ ক্ষুধায় এই বসুধায়
হয়েছি হন্যে
কখনো দাওনি সুধার চাহনি ফিরিয়েছো মুখ!

মনে আছে সব? শেষ উৎসব
আজ শুরু হবে
মেশাবো এ জলে মন্ত্রের ছলে অতি প্রতিশোধ
শরীর জানে না কে কার অচেনা
তাই ছুঁয়ে দেখা
এ অবগাহন শরীর-বাহন চির ভালোবাসা!

যে আমায়

যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি
যে আমায় ভুলে যায়, আমি তার ভুল
গোপন সিন্দুকে খুব যত্নে তুলে রাখি
পুকুরের মরা ঝাঁঝি হাতে নিয়ে বলি,
মনে আছে, জলের সংসার মনে আছে?
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি।

যে আমায় বলেছিল, একলা থেকো না
আমি তার একাকিত্ব অরণ্যে খুঁজেছি
যে আমায় বলেছিল, অত্যাগসহন
আমি তার ত্যাগ নিয়ে বানিয়েছি শ্লোক

যে আমায় বলেছিল, পশুকে মেরো না
আমার পশুত্ব তাকে দিয়েছে পাহারা !
দিন গেছে, দিন যায় যমজ চিন্তায়
যে আমায় চেনে আমি তাকেই চিনেছি !

স্বপ্নের কবিতা

আমি তো দাঁড়িয়েছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত
হলুদ আলোর রাস্তা চলে গেছে অতিকায় সুবর্ণ শহরে
কেউ আসে কেউ যায়, কারো আঙুল থেকে ঝরে পড়ে মধু
কেউ দাঁতে পিচ কাটে, সুবর্ণষ্ঠীবীর স্মৃতি লোভ ক'রে
কেউ বা ছুঁয়েছে খুব লঘু যত্নে, সুখী বারবনিতার
তম্বুরাযুগল হেন পাছা
কারো চুলে রত্নচ্ছটা, কারো কণ্ঠে কাঁচা-গন্ধ বাঘনখ দোলে
আমি তো দাঁড়িয়েছিলাম পাশে, সামনে বিপুল জনস্রোত।

কোথায় সুবর্ণ সেই নগরীটি ? কোন্ রাস্তা হলুদ আলোয় আলোকিত ?
কে দাঁড়িয়েছিল সেই পথপ্রান্তে আমি নয়, কোনোদিন দেখিনি সে পথ
আঙুল কী-করে ঝরে মধু ? কেন কেউ কণ্ঠে রাখে কাঁচা বাঘনখ ?
কিছুই জানি না আমি, এমনকি সুবর্ণষ্ঠীবীর ঠিক বানানেও রয়েছে সন্দেহ
তবু কেন কবিতা লেখার আগে এই দৃশ্য, অবিকল, সম্পূর্ণ অটুট
স্বপ্ন, কিংবা তার চেয়ে বেশী সত্য হয়ে ওঠে, আমার চৈতন্যে বেঁধে সূচ
প্রায় কোনো কাটাকাটি না-করেই অফিস-টেবিলে বসে আমি
ঐ দৃশ্য লিখে যাই ।।

জল বাড়ছে

কেউ জানে না, গোপনে-গোপনে জল উঠছে
জল বাড়ছে তিস্তায়, জল বাড়ছে তোর্সা,
রাইডাক কালজানি নদীতে
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে, শুকনো নদীগুলো
এখন উন্মাদিনী
নেমে আসছে পাহাড়ী ঢল, ভেসে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত,
ভেঙে পড়ছে চা-বাগান
ডুবছে গ্রাম, চুয়াপাড়া, হাসিমারা, বাকসাদুয়ার
জল বাড়ছে মহানন্দায়, জল বাড়ছে পুনর্ভবা,
নাগর এবং কালিন্দীতে
ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী জল ফুঁসে ফুঁসে উঠছে
ঝাপটা মারছে হাতে হাত মিলিয়ে
ভেঙে পড়ছে ভালুকা, রতুয়া, বলরামপুর, ইংলিশবাজার
ঘুমন্ত গ্রামগুলির ওপর দিয়ে হুড়হুড় করে
এগিয়ে আসছে জলস্রোত
জল বাড়ছে অজয়, মুন্ডেশ্বরী, কেলেঘাই নদীতে
জল বাড়ছে গঙ্গায়, পদ্মায়, যমুনায়, দামোদরে
জল বাড়াছে, জল বাড়ছে
রোগা জল, কালো জল, দুঃখী জল, ভীতু জল
বুকের পাঁজরার মতো, তানপুরায় টঙ্কারের মতো
উড়ন্ত রুমালের মতো
জলের চঞ্চল খেলা
শত-শত ভ্রমরীর সহসা দিগন্তে উড়ে যাওয়া
অন্তরীক্ষ জুড়ে একটা ঘোর শব্দ—যা সংগীত নয়
ফারাক্কা ডি-ভি-সি'-র বাঁধে প্রবল ধাক্কা দিচ্ছে জল
যেন লক্ষ-লক্ষ বাহু—
এবার সব ভেঙে পড়বে
জল উপচে এসে বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুরে
শোনা যাচ্ছে সম্মিলিত গর্জন
ওরা আর পিছিয়ে যাবে না

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে

সমস্ত ঘুম ভেঙে দেবে এবার
জল গড়িয়ে এসেছে কলকাতার ময়দানে
চতুর্দিক থেকে শহরকে ঘিরে দৌড়ে আসছে ওরা
লাল, নীল, সবুজ বিভিন্ন রঙের
পতাকা ওড়ানো অফিসে দুমদাম করে
ধাক্কা দিচ্ছে জল
জল বাড়ছে, জল বাড়ছে
এইমাত্র তারা ঢুকে এলো অফিসপাড়ায়
বিনয় বাদল দীনেশের মতো দুর্দান্ত সাহসী জল
লাফিয়ে উঠে পড়লো রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বারান্দায়...

মানুষের মুখ চিনে

শুয়োরের বাচ্চারাই সভ্যতার নামে জিতে গেল
ওদের নিজস্ব রাস্তা, ওরাই দৌড়োবে
ওদেরই মুখোশ নিয়ে দেশে-দেশে চলে যায় অবিমিশ্র দূত
বিমানের সিঁড়ি থেকে পা পিছলে কোনোদিন
একজনও পড়ে না।
বাঁধানো দাঁতের হাস্যে সভ্যতার নাম রটে খুব।

শুয়োরের বাচ্চাদের কৌতুক কাহিনী নিয়ে
ভরে যায় মহাফেজখানা
ওরাই নদীতে বাঁধে সেতু, ফের দু'একবার
বিছানায় পাশ ফিরে ওদেরই নিজস্ব অস্ত্রে
টুকরো হয়ে ছিটকে যায় কংক্রীট মিনার!
অন্যদিকে রক্তের নদীতে ভাসে সুদৃশ্য তরুণী
সেখানে সংগীত-সুরা, কঙ্কালের সঙ্গে পাশা
খেলে পুরোহিত
শুয়োরের বাচ্চাদের এই সভ্যতার গায়ে হিসি করে দাও!

তুমি আমি ফিরে যাবো, আমরা অসভ্য রয়ে যাবো
এখনো অরণ্যে আছে, হিম আকাশের নিচে এখনো কোথাও
পরাগ-সৌরভ ভাসে, শিস দেয় রাত-চরা পাখি
লুকানো ঝর্ণার পাশে আমরা উলঙ্গ হবো, মায়াবী জ্যোৎস্নায়
মানুষের মুখ চিনে মানবিক নাচের উৎসব শুরু হবে॥

এই দৃশ্য

হাঁটুর ওপরে থুতনী, তুমি বসে আছো
নীল ডুরে শাড়ী, স্বপ্নে পিঠের ওপরে চুল খোলা
বাতাসে অসংখ্য প্রজাপতি কিংবা সবই অভ্রফুল ?
হাঁটুর ওপরে থুতনী, তুমি বসে আছো
চোখ দুটি বিখ্যাত সুন্দর, পায়ের আঙুলে লাল আভা।
ডান হাতে, তর্জনীতে সামান্য কালির দাগ
একটু আগেই লিখছিলে
বাতাসে সুগন্ধ, কোথা যেন শুরু হলো সন্ধ্যারতি
অন্যদেশ থেকে আসে রাত্রি, আজ কিছু দেরি হবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
শিল্পেরা শিরায় আসে উত্তেজনা, শিল্পের দুচোখে
পোড়ে বাজি

মোহময় মিথ্যেগুলি চঞ্চল দৃষ্টির মতো, জোনাকির মতো উড়ে যায়
কোনোদিন দুঃখ ছিল, সেই কথা মনেও পড়ে না
হাঁটুর ওপরে থুতনী, তুমি বসে আছো
সময় থামে না, জানি, একদিন তুমি আমি সময়ে জড়াবো
সময় থামে না, একদিন মৃত্যু এসে নিয়ে যাবে
অতৃপ্ত বাসনা, ছোট-ছোট সুখ, চলে যাবে
দিগন্ত পেরিয়ে

নতুন মানুষ এসে গড়ে দেবে নতুন সমাজ
নতুন বাতাস এসে মুছে দেবে পুরোনো নিশ্বাস,
তবু আজ
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো
এই বসে থাকা, এই পিঠের ওপরে খোলা চুল,
আঙুলে কালির দাগ
এই দৃশ্য চিরকাল, এর সঙ্গে অমরতা সখ্য করে নেবে
হাঁটুর ওপরে থুতনি, তুমি বসে আছো...

একজীবন

শামুকের মতো আমি ঘরবাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি
এই দুনিয়ায় আমি পেয়ে গেছি অনন্ত আশ্রয়
এই রৌদ্র বৃষ্টি, এই শতদল বৃক্ষের সংসার
অস্থায়ী উনুন, খুদ কুঁড়ো—
আবার বাতাসে ওড়ে ছাই
আমি চলে যাই দূরে, আমি তো যাবোই,
জন্ম মৃত্যু ছাড়া আমি আর কোনো সীমানা মেনেছি ?

এ-আকাশ আমারই নিজস্ব
আমারই ইচ্ছেয় হয় তুঁতে
নারী ও নদীরা সব আমারই নিলয়ে এসে
পা ছড়িয়ে স্মৃতিকথা বলে
চমৎকার গোপন আরামে কাটে দিন
আর সব রাত্রিগুলি নিশীথ কুসুম হয়ে ঝরে যায়...

রেলের কামড়ায় পিঁপড়ে

এ-পৃথিবী চেয়েছে চোখের জল, পায়নিও কম
যে-টুকু দেবার দিয়ে যে-যার নিজের পথে চলে যায়
মাঝে-মাঝে এমন উদাস করা আলো আসে
অনেকে দেখে না, কেউ দেখে
তখন সে কার ভাই, বন্ধু ? কার আর্যপুত্র ? সে কারুর নয়
বড় মায়া, বুকছেঁড়া দীর্ঘশ্বাস, আবাল্যের এত স্নেহঋণ
বিষণ্ণতা পায়ে হেঁটে চলে যায় সূর্যাস্তের দিগন্তের কিনারে
রেলের কামড়ায় পিঁপড়ে যে-রকম যায় দেশান্তরে ।।

রূপনারানের কূলে

রূপনারানের কূলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
পৃথিবীতে নতুন চাঁদ উঠেছিল সেদিন,
অজানা ধাতুর মতন আভা
তার নিচে মধুলোভীদের দুরন্ত হুটোপুটি
নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে অসংখ্য সিল্কের ওড়না
পাগল গলার গান দিগন্তকে কাছে নিয়ে আসে
নারীদের কারুর পা এই ধুলোমাটির পৃথিবী ছোঁয় না।
যেন আমরা এসেছি দৈব পিকনিকে
নতুন চাঁদের নিচে সেই এক নতুন রাত্রি
সেই পূর্ণকে শূন্য করার প্রতিযোগিতা, গোপন চুম্বন—
আঙুলে-আঙুল ছুঁয়ে ছড়িয়ে যায় বিদ্যুৎ
গোল স্তনগুলিতে আগুনের হল্কা
কৌতুক-হাস্যে ভাঙে বিশেষ তরঙ্গ, যা আগে কেউ জানেনি !
বাতাসের সুগন্ধ আমাকে অনুসরণ করিয়ে নিয়ে যায়
সকলের থেকে খানিকটা দূরে
নদীর কিনারে বসে, অকস্মাৎ একা হয়ে, মনে পড়ে
এই খেলা ভেঙে যাবে !

অথচ জীবন এরকম সুস্বপ্ন হবার কথা ছিল
অথচ জীবন কেন এই স্বপ্ন থেকে নির্বাসিত ?
তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি এক হাত জলে ডুবিয়ে
নদীকে সাক্ষী রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।
আমাকে জাগিও না ।।

দেখা

—ভালো আছো ?
—দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে !
—ভালো আছো ?
—দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো
ঝড় ?
—ভালো আছো ?
এই মাত্র চমকে উঠলো ধবধবে বিদ্যুৎ।
—ভালো আছো ?
—তুমি প্রকৃতিকে দেখো
—তুমি প্রকৃতিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো
—আমি তো অণুর অণু, সামান্যের চেয়েও
সামান্য
—তুমিই তো জ্বালো অগ্নি, তোল ঝড়, রক্তে এত
উন্মাদনা
—দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়
—তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি,
তুমি ভালো আছো ?

নীরার কাছে

যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম
শরীর ভরে ঘূর্ণি খেললো লম্বা একটা হলদে রঙের আনন্দ
না খুলতেও পারতে তুমি, বলতে পারতে এখন বড় অসময়
সেই না-বলার দয়ায় হলো স্বর্ণ দিন, পুষ্পবৃষ্টি
ঝরে পড়লো বাসনায়।

এখন তুমি অসম্ভব দূরে থাকো, দূরত্বকে সুদূর করো
নীরা, তোমার মনে পড়ে না স্বর্গনদীর পারের দৃশ্য ?
যূথীর মালা গলায় পরে বাতাস ওড়ে একলা-একলা দুপুরবেলা
পথের যত হা-ঘরে আর ঘেয়ো কুকুর তারাই আমার সঙ্গী।

বুকের ওপর রাখবো এই তৃষিত মুখ, উষ্ণ শ্বাস হৃদয় ছোঁবে
এই সাধারণ সাধটুকু কি শোখিনতা ? ক্ষুধার্তের ভাতরুটি নয়
না পেলে সে অখাদ্য কুখাদ্য খাবে, খেয়ার ঘাটে কপাল কুটবে
মনে পড়ে না মধ্যরাতে দৈত্যসাজে দরজা ভেঙে কে এসেছিল ?
ভুলে যাওয়ার ভেতর থেকে যেন একটি অসতী রং হল্‌কা এলো
যেই দরজা খুললে আমি জন্তু থেকে মানুষ হলাম।

শব্দ আমার

শব্দকে তার বাগানটি দাও, শব্দ একলা বন্দী ঘরে
যেমন ছিল বাগান সেই নদীর ধারে পোড়ো বাড়ির
যেমন ছিল পায়ের তলায় সর্ষে, শিশুর খেলনা গাড়ি !
এই বিকেলের সিংহ-মার্কা খাঁটি আলোয় ইচ্ছে করে
ভালোবাসার গায়ে লাগুক খ্যাপার মতন ঝোড়ো বাতাস—
টুক্‌রো-টাক্‌রা কাগজপত্র, মলিন ঘর, ছেঁড়া আঁধার
অনিশ্চিত চিঠির বাক্স সাত মাইলের গন্ধি বাঁধা

এসব থেকে বেরিয়ে আসুক একটা হল্‌কা। সারা আকাশ
দু'ভাগে চিরে একটি অংশ চোরাবাজারে যে-খুশি-নিক !
আরেক দিকে বাগান, সব ছেলেবেলার স্বপ্নে ফেরা
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি, দিক-ভোলানো দিঙনাগেরা
শব্দ আমার জীবন, আমার এক জীবনের পরম ক্ষণিক !

ধলভূমগড়ে আবার

ধলভূমগড়ে আবার ফিরে গেলাম, যেন এক সৃষ্টিছাড়া লোভে। ওরা আর কেউ নেই। তরুণ শালবৃক্ষটি, যাঁর মূলে হিসি করেছিলাম, তিনি এখন পরিবার-প্রধান হয়েছেন। তাঁর চামড়ায় আর তকতকে সবুজ আঁচ দেখা যায় না। কাঁটা গাছের ঝাড়ে ঐ থোকা থোকা শাদা ফুলগুলোর নাম কী, জানা হলো না এবারও, ফুলমণি নামে যে মেয়েটি আমার ওষ্ঠ কামড়ে রক্তদর্শন করেছিল, সে ডুবে মরেছে দূরের সুবর্ণরেখায়। সেই নদীর শিয়রে এই শেষ বিকেলে সূর্যের ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে এখন। পাঁচটি বিশাল বর্শা বিঁধে আছে আকাশের উরুতে, যেন এই মুহূর্তে এক দুর্ধর্ষ খেলা সাঙ্গ হলো। মহুয়ার দোকানটির কোমরে ঐ সিমেন্টের বেদি না-থাকা ছিল ভালো। ঐখানে এক উন্মাদিনী নর্তকী দেখিয়েছিল তার তেজী স্তনের কাঁপন, তার নিতম্বের গোঠে ঝামড়ে উঠেছিল অন্ধকার। শালিকের মতন সে চলে যাবার পরও শব্দটা রেখে গেছে। মাতালের অট্টহাসি থামিয়ে দেয় ট্রেনের হুইস্‌ল্‌।

জঙ্গলের মধ্যে তিনশো পা স্তব্ধভাবে হেঁটে এক শুকনো খাঁড়ির পাশে আমরা তিন বন্ধু হাঁটু গেড়ে বসি। পুরোনো সৈনিকদের ফিরে আসার কথা ছিল, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, তবু আমরা এসেছি। চিনতে পারো ?

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল—

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না।
জীবন রইলো পড়ে বৃষ্টিতে রোদ্দুরে ভেজা ভূমি
তার কিছু দূরে নদী—
জল নিতে এসে কোনো সলাজ কুমারী
দেখে এক গলা-মোচড়ানো মরা হাঁস।
চোখের বিস্ময় থেকে আঙুলের প্রতিটি ডগায় তার দুঃখ
সে সময় অকস্মাৎ ডঙ্কা বাজিয়ে জাগে জ্যোৎস্নার উৎসব
কেন, তার কোনো মানে নেই।
যেমন বৃষ্টির দিনে অরণ্য শিখরে ওঠে
সুপুরুষ আকাশের সপ্তরং ভুরু
আর তার খুব কাছে মধুলোভী আচমকা নিশ্বাসে পায়
বাঘের দুর্গন্ধ!

একটি স্তব্ধতা চেয়েছিল আর এক নৈঃশব্দ্যকে ছুঁতে
তারা বিপরীত দিকে চলে গেল,
এ জীবনে দেখাই হলো না!

এই জীবন

ফ্রয়েড ও মার্ক্স নামে দুই দাড়িওলা
বলে গেল, মানুষেরও রয়েছে সীমানা
এঁচোড়ে পাকার মত এর পর অনেকেই চড়িয়েছে গলা
নুমুন্ডু শিকারী দেয় মনোলোকে হানা।

সকলেই সব জানে, এত জ্ঞানপাপী
বলেছে মুক্তির রং শাদা নয় খাকি

তবু যারা সিংহাসন নেয় তারা কথার খেলাপি
এবং আমার ভাই, মা-বোন নিখাকী।

ছিঁড়েছে সাম্রাজ্য ঢের, নতুন বসতি
পুরোনো হবার আগে দু'বার উল্টায়
দিকে দিকে গণভোটে রটে যায় বেশ্যারাও সতী
রং পলেস্তারা পড়ে দেয়ালের চল্‌টায়।

এরকম চলে আসে, তবু নিরালায়
ছোট এক কবি বলে যাবে সিধে কথা
সূর্যাস্তের অগ্নিপ্রভা লেগে আছে আকাশের গায়
জীবনই জীবন্ত হোক, তুচ্ছ অমরতা।

আমাকে জড়িয়ে

হে মৃত্যুর মায়াময় দেশ, হে তৃতীয় যামের অদৃশ্য আলো
তোমাদের অসম্পূর্ণতা দেখে, স্মৃতির কুয়াশা দেখে আমার মন কেমন
করে
সারা আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পরম কারুণিক নিষাদ
তার চোখ মেটে সিঁদুরের মতো লাল, আমি জানি তার দুঃখ
হে কুমারীর বিশ্বাসহন্তা, হে শহরতলির ট্রেনের প্রতারক
তোমাদের টুকিটাকি সার্থকতার সংগে জড়িয়ে আছে পুরোনো
মাছের আঁশ
হে উত্তরের জানালার ঝিল্লি, হে মধ্যসাগরের অভিযাত্রী মেঘদল
হে যুদ্ধের ভাষ্যকার, হে বিবাগী, হে মধ্য বয়সের স্বপ্ন, হে জন্ম
এত অসময় নিয়ে, এমন তৃষ্ণার্ত হাসি, এমন করুণা নিয়ে
কেন আমাকে জড়িয়ে রইলে,
কেন আমাকে.....

কবিতা লেখার চেয়ে

কবিতা লেখার চেয়ে কবিতা লিখবো লিখবো এই ভাবনা
আরও প্রিয় লাগে
ভোর থেকে টুকটাক কাজ সারি, যেন ঘর ফাঁকা করে
সময়ে সুগন্ধ দিয়ে তৈরি হতে হবে
দরজায় পাহারা দেবে নিস্তব্ধতা, আকাশকে দিতে হবে
নারীর ঊরুর মসৃণতা, তারপর লেখা
হীরক-দ্যুতির মতো টেবিল আচ্ছন্ন করে বসে থাকে
কালো রং কবিতার খাতা
আমি শিস দিই, সিগারেট ঠোঁটে, দেশলাই খুঁজি
মনে ফুরফুরে হাওয়া, এবার কবিতা একটি নতুন কবিতা...
তবু আমি কিছুই লিখি না
কলম গড়িয়ে যায়, ঝুপ করে শুয়ে পড়ি, প্রিয় চোখে
দেখি শাদা দেয়ালকে, কবিতার সুখস্বপ্ন
গাঢ় হয়ে আসে, মনে-মনে বলি, লিখবো
লিখবো এত ব্যস্ততা কিসের
কেউ লেখা চাইলে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, কাল দেবো, কাল দেবো
কাল ছোটে পরশু কিংবা তরশু কিংবা পরবর্তী সোমবারের দিকে
কেউ-কেউ বাঁকা সুরে বলে ওঠে, আজকাল গল্প উপন্যাস
এত লিখছেন
কবিতা লেখার জন্য সময়ই পান না
বুঝি ? না ?
উত্তর না দিয়ে আমি জনান্তিকে মুখ মুচকে হাসি
ফাঁকা ঘরে, জানলার ওপার দূরে
নীলাকাশ থেকে আসে
প্রিয়তম হাওয়া
না-লেখা কবিতাগুলি আমার সর্বাঙ্গ
জড়িয়ে আদর করে, চলে যায়, ঘুরে ফিরে আসে
না-হয়ে ওঠার চেয়ে, আধো ফোটা, ওরা খুনসুটি
খুব ভালোবাসে ॥

এই জীবন

বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে-বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক

আমি কিছুই ছাড়বো না, এই রোদ ও বৃষ্টি
আমাকে দাও ক্ষুধার অন্ন
শুধু যা নয় নিছক অন্ন
আমার চাই সব লাবণ্য

নইলে গোটা দুনিয়া খাবো !
আমাকে কেউ গ্রামে গঞ্জে ভিখারী করে
পালিয়ে যাবে ?
আমায় কেউ নিলাম করবে সুতো কলে
কামারশালায় ?
আমি কিছুই ছাড়বো না আর, এখন আমার
অন্য খেলা
পদ্মপাতায় ফড়িং যেমন আপনমনে খেলায় মাতে
গোটা জীবন
মানুষ সেজে আসা হলো,
মানুষ হয়েই ফিরে যাবো
বাঁচতে হবে বাঁচার মতন, বাঁচতে-বাঁচতে
এই জীবনটা গোটা একটা জীবন হয়ে
জীবন্ত হোক !

নিজের কানে কানে

এক এক সময় মনে হয়, বেঁচে থেকে আর লাভ নেই
এক এক সময় মনে হয়

পৃথিবীটাকে দেখে যাবো শেষ পর্যন্ত !
এক এক সময় মানুষের ওপর রেগে উঠি
অথচ ভালোবাসা তো কারুকে দিতে হবে
জন্তু-জানোয়ার গাছপালাদের আমি ওসব
দিতে পারি না
এক এক সময় ইচ্ছে হয়
সব কিছু ভেঙেচুরে লন্ডভন্ড করে ফেলি
আবার কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে
ইচ্ছে হয় কিছু একটা তৈরি করে গেলে মন্দ হয় না।

হঠাৎ কখনো দেখতে পাই সহস্র চোখ মেলে
তাকিয়ে আছে সুন্দর
কেউ যেন ডেকে বলছে, এসো এসো,
কতক্ষণ ধরে বসে আছি তোমার জন্য
মনে পড়ে বন্ধুদের মুখ, যারা শত্রু হতেও তো পারতো
মনে পড়ে হালকা শত্রুদের, যারাও হয়তো কখনো
আবার বন্ধু হবে
নদীর কিনারে গিয়ে মনে পড়ে নদীর চেয়েও উত্তাল সুগভীর নারীকে
সন্ধের আকাশ কী অকপট, বাতাসে কোনো মিথ্যে নেই,
তখন খুব আস্তে, ফিসফিস করে, প্রায়
নিজেরই কানে-কানে বলি,
একটা মানুষ জন্ম পাওয়া গেল, নেহাৎ অ-জটিল কাটলো না !

ইচ্ছে হয়

এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমনভাবে ঘুরতে-ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?

রূপের মধ্যে মানুষ আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
রঙের ধাঁধা খুঁজতে-খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু।
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছে-বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল ছেঁড়ার নেশা
নদীর জল সাগরে যায়, সাগর জল আকাশে মেশে
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার
মুঠোয় ফেরা!

কথা আছে

বহুক্ষণ মুখোমুখি চুপচাপ, একবার চোখ তুলে সেতু
আবার আলাদা দৃষ্টি, টেবিলে রয়েছে শুয়ে
পুরোনো পত্রিকা
প্যান্টের নিচে চটি, ওপাশে শাড়ির পাড়ে
দুটি পা-ই ঢাকা
এপাশে বোতাম খোলা বুক, একদিন না-কামানো দাড়ি
ওপাশের এলো খোঁপা, ব্লাউজের নীচে কিছু
মসৃণ নগ্নতা
বাইরে পায়ের শব্দ, দূরে কাছে কারা যায়
কারা ফিরে আসে
বাতাস আসেনি আজ, রোদ গেছে বিদেশ ভ্রমণে।
আপাতত প্রকৃতির অনুকারী ওরা দুই মানুষ-মানুষী
দু'খানি চেয়ারে স্তব্ধ, একজন জ্বালে সিগারেট
অন্যজন ঠোঁট থেকে হাসিটুকু মুছেও মোছে না
আঙুলে চিকচিকে আংটি, চুলের কিনারে একটু ঘাম
ফের চোখ তুলে কিছু স্তব্ধতার বিনিময়,
সময় ভিখারী হয়ে ঘোরে
অথচ সময়ই জানে, কথা আছে, ঢের কথা আছে।

নেই

খড়ের চালায় লাউ ডগা, ওতে কার প্রিয় সাধ লেগে আছে
জলের অনেক নিচে তুলসীমঞ্চ, সেইখানে ছোঁয়া ছিল অনেক প্রণাম
রান্নাঘরটিতে ছিল কিছু ক্ষুধা, কিছু স্নেহ, কিছু দুর্দিনের খুদকুঁড়ো
উঠোনে কয়েকটি পায়ে দাপাদাপি, দুখুঁটিতে টান করা ছেঁড়া ডুবে শাড়ি
পাশেই গোয়ালঘর, ঠিক ঠাকুমার মতো সহ্যশীলা নীরব গাভীটি
তাকে ছায়া দিত এক প্রাচীন জামরুল বৃক্ষ, যায় ফল খেয়ে যেত পোকা
পাটের ছবির মতো চুরি করা মাছ মুখে বিড়ালের পালানো দুপুর
সবই যেন দেখা যায়, অথচ কিছুই নেই, চতুর্দিকে জলের কল্লোল
এখন রাত্রির মতো দিন আর রাতগুলি আরও বেশি অতিকায় রাত
জননী মাটির কাছে মানুষের বুক ছিল, মাটিকে ভাসিয়ে গেছে মাটির
দেবতা।

সেই লেখাটা

সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি
এর মধ্যে চলছে কত রকম লেখালেখি
এর মধ্যে চলছে হাজার-হাজার কাটাকুটি
এর মধ্যে ব্যস্ততা, এর মধ্যে হুড়োহুড়ি
এর মধ্যে শুধু কথা রাখা আর কথা রাখা
শুধু অন্যের কাছে, শুধু ভদ্রতার কাছে, শুধু দীনতার কাছে
কত জায়গায় ফিরে আসবো বলে আর ফেরা হয়নি
অর্ধ-সমাপ্ত গানের ওপর এলিয়ে পড়েছিল ঘুম
মেলায় যে উষ্ণতা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলাম
শোধ দেওয়া হয়নি সে ঋণ
এর মধ্যে চলেছে প্রতিদিন জেগে ওঠা ও জাগরণ থেকে ছুটি
এর মধ্যে চলেছে আড়চোখে মানুষের মুখ দেখাদেখি
এর মধ্যে চলছে স্রোতের বিপরীত দিক ভেবে স্রোতেই ভেসে যাওয়া

শুধু অপেক্ষা আর অপেক্ষা আর অপেক্ষা
ব্যস্ততম মুহূর্তের মধ্যেও একটা ঝড়ে-ওড়া শুকনো পাতা
শুধু অপেক্ষা
সেই লেখাটা লিখতে হবে, যে লেখাটা লেখা হয়নি !

গুহাবাসী

—চলে যাবে ? সময় হয়েছে বুঝি ?
—সময় হয়নি, তাই চলে যাওয়া ভালো
—এসো না এখনো এই গুহার ভিতরে খুঁজি
পড়ে আছে কিনা কোনো চুপচাপ আলো
—অথবা দুজনে চলো বাইরে যাই ?
—আমার এ নির্বাসন-দন্ড আজ শেষ হবে ?
ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি না, তোমাকে সবার
মধ্যে চাই
—বহুদিন জনারণ্যে কাটিয়েছি, উৎসবে-পরবে
পিঁপড়ের মতো আমি খুঁটেখুঁটে জমিয়েছি সুখ
উপভোগ
একদিন স্বচ্ছ এক হ্রদে দেখি অকস্মাৎ কার দীর্ঘছায়া
খুব কাছে
এদিকে ওদিকে চাই, কেউ নেই,
তবে কি আমারই মনোরোগ ?
বস্তুর সৃষ্টির মধ্যে কাল-ঋণী ছায়া পড়ে আছে।
অন্ধকারে ছায়া নেই, তাই আমি গুহার আঁধারে
—আমাকে ডেকেছো কেন এই অবেলায় ?
—ভেবেছি হয়তো ভুল, নারীর সুষমা বুঝি পারে
ভেঙে দিতে আলস্যের শীত, যদি স্পর্শের খেলায়
মুহূর্ত বিমূর্ত হয়, যদি চোখ…
—তবে তাই হোক, তবে তাই হোক

ভুল ভাঙা শুরু হতে দেরি করা ঠিক নয়
বিশেষত অন্ধকারে
—অন্ধকারে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নিষিদ্ধ লঘু লোভ
শৈশবের সব দুঃখ যে রকম ফিরে পেতে চাই
বার বারে
তুমিও দুঃখেরই মতো বড় প্রিয়, এই ওষ্ঠ বুক
—ওসব জানি না, দুঃখ কিংবা ছায়াটায়া এখন থাকুক
ভুল ভাঙবার নামে আরও কিছু
ভুল করা
এমন মধুর খেলা আর নেই
—তা হলে এবার বুঝলে,
গুহাটিকে মায়া বলে
উড়িয়ে দেওয়াটা হলো
এ জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ
ভুল !

কৃত্তিবাস

ছিলে কৈশোর যৌবনের সঙ্গী, কত সকাল, কত মধ্যরাত,
সমস্ত হল্লার মধ্যে ছিল সুতো বাঁধা, সংবাদপত্রের খুচরো গদ্য
আর প্রাইভেট টিউশানির টাকার অর্ঘ্য দিয়েছি তোমাকে, দিয়েছি ঘাম,
ঘোরঘুরি, ব্লক, বিজ্ঞাপন, নবীন কবির কম্পিত বুক, ছেঁড়া পাঞ্জাবি
ও পাজামা পরে কলেজপালানো দুপুর, মনে আছে মোহনবাগান
লেনের টিনের চালের ছাপাখানায় প্রুফ নিয়ে বসে থাকা ঘন্টার পর
ঘন্টা, প্রেসের মালিক বলতেন, খোকা ভাই, অত চার্মিনার খেও না,
গা দিয়ে মড়া পোড়ার গন্ধ বেরোয়, তখন আমরা প্রায়ই যেতাম
শ্মশানে, শরতের কৌতুক ও শক্তির দুর্দান্তপনা, সন্দীপনের চোখ মচকানো,
আর কী দুরন্ত নাচ
সমরেন্দ্র, তারাপদ আর উৎপলের লুকোচুরি, খোলা হাস্য

জমে উঠেছিল এক নদীর কিনারে, ছিটকে উঠেছিল জল, আকাশ ছেয়েছিল লাল রঙের ধুলোয়, টলমল করে উঠেছিল দশ দিগন্ত, তারপর আমরা ব্যক্তিগত জাতীয় সঙ্গীত গাইতে-গাইতে বাতাস সাঁতরে চলে গেলাম নিরুদ্দেশে।

পুনর্জন্মের সময়

নদীর সঙ্গে খেলা শুরু করবার মুহূর্তে
আমার অন্ধকার পছন্দ হয়নি
আমি নক্ষত্রলোককে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা ভাষায়
ডাক দিয়ে বললাম, আলো দেখাও !
চাঁদের অভিমান হয়েছিল, কিন্তু নীহারিকাপুঞ্জ
নিচু হয়ে এলো
কোনো দৈব-নির্দেশ ছাড়াই বাতাস উড়িয়ে নিলো
নদীটির ওড়না
আমার শরীরে অসহ্য উত্তাপ, আমি
সূর্যলোকের আগন্তুক
শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া খুলে
ঝাঁপ দিলাম
নগ্ন
জলস্রোতে
দু'পাশে উদগ্রীব অরণ্য, ধোপার কাপড় কাচার
শব্দের মতন হরিণের ডাক
আমাদের ভিজে-ভিজে খেলা শুরু হয়
নদীর ছোট্ট কোমল স্তন ও
পারস্য ছুরিকার মতন উরুদ্বয়ে
আমি দিই গরম আদর
তারপর মৃত্যু ও জীবন, জীবন ও মৃত্যু

তারপর জেগে ওঠে নাদ ব্রহ্ম
অন্তরীক্ষে ধ্বনিত হয় ওঁং শান্তি
চুন ভেজানো জলের মতন পাতলা আলোয়
পুনর্জন্মের সময় আমি শুনতে পাই
আমাদের ভবিষ্যৎ সন্ততিদের জন্য অতীত-পুরুষরা
রেখে যাচ্ছে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ভরা শুভাশিস।।

সারাটা জীবন

আমাকে দিও না শান্তি, শিয়রের কাছে কেন এত নীল জল
কোথাও বোঝার ভুল ছিল. তাই ঝড় এলো সন্ধের আকাশে
আমাকে দিও না শান্তি, কেন ফেলে চলে গেলে অসমাপ্ত বই
চতুর্দিকে এত শব্দ, শব্দ গিরিবর্তে ঝোলে অদ্ভুত শূন্যতা
আকাশের গায়ে-গায়ে কালো তাঁবু, জগতের সব দীন দুঃখী শুয়ে আছে
একজন শুধু বাইরে, তুমি তার একাকিত্ব তুলে নাও মরাল গ্রীবার মতো হাতে
আমাকে দিও না শান্তি, নীরা, দাও বাল্যপ্রেমিকার স্নেহ, সারাটা জীবন
আমি
অবাধ্য শিশুর মতো প্রশ্রয় ভিখারী!

শিল্প

শিল্প তো সার্বজনীন, তা কারুর একলার নয়
এই কথা ভাবলেই বড় ভয় লাগে, এই সত্য ঘোর শত্রু
ভয় লাগে, বড় ভয় লাগে।

নীরা নাম্নী মেয়েটি কি শুধু নারী ? মন বিঁধে থাকে
নীরার সারল্য কিংবা লঘু খুশি,
আঙুলের হঠাৎ লাবণ্য কিংবা
ভোর ভোর মুখ
আমি দেখি, দেখে দেখে দৃষ্টিভ্রম হয়
এত চেনা, এত কাছে, তবু কেন এতটা সুদূর ?
নীরার রূপের গায়ে লেগে আছে যেন শিল্পচ্ছটা
ভয় হয়, চাপা দুঃখ হিম হয়ে আসে।

নীরা, তুমি বালিকার খেলা ছেড়ে শিল্পের জগতে
যেতে চাও !
প্রতীক অরণ্যে তুমি মায়া বনদেবী ?
তোমার হাসিতে যেন ইতালির এক শতাব্দীর মৃদু ছায়া
তোমার চোখের জলে ঝলসে ওঠে শিল্পের কিরণ
এ শিল্প মধুর কিন্তু ব্যক্তিগত নয়
শিল্প সহবাসে আমি তোমাকে স্বৈরিণী হতে
ছেড়ে দেবো কোন্ প্রাণে বলো ?
না, না, নীরা, ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি
তোমাকে আমার কিংবা আমাকে তোমার কোনো
নির্বাসন নেই
ফিরে এসো, এই বাহুঘেরে ফিরে এসো !

ব্যর্থ প্রেম

প্রতিটি ব্যর্থ প্রেমই আমাকে নতুন অহংকার দেয়
আমি মানুষ হিসেবে একটু লম্বা হয়ে উঠি
দুঃখ আমার মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত
ছড়িয়ে যায়
আমি সমস্ত মানুষের থেকে আলাদা হয়ে এক

অচেনা রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে
হেঁটে যাই

সার্থক মানুষদের আরো-চাই মুখ আমার সহ্য হয় না
আমি পথের কুকুরকে বিস্কুট কিনে দিই
রিক্সাওয়ালাকে দিই সিগারেট
অন্ধ মানুষের শাদা লাঠি আমার পায়ের কাছে
খসে পড়ে
আমার দু'হাত ভর্তি অঢেল দয়া, আমাকে কেউ
ফিরিয়ে দিয়েছে বলে গোটা দুনিয়াটাকে
মনে হয় খুব আপন

আমি বাড়ি থেকে বেরুই নতুন কাচা
প্যান্ট শার্ট পরে
আমার সদ্য দাড়ি কামানো নরম মুখখানিকে
আমি নিজেই আদর করি
খুব গোপনে

আমি একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ
আমার সর্বাঙ্গে কোথাও
একটুও ময়লা নেই
অহংকারের প্রতিভা জ্যোতির্বলয় হয়ে থাকে আমার
মাথার পেছনে
আর কেউ দেখুক বা না দেখুক
আমি ঠিক টের পাই

অভিমান আমার ওষ্ঠে এনে দেয় স্মিত হাস্য
আমি এমনভাবে পা ফেলি যেন মাটির বুকেও
আঘাত না লাগে
আমার তো কারুকে দুঃখ দেবার কথা নয়।

চোখ নিয়ে চলে গেছে

এই যে বাইরে হু হু ঝড়, এর চেয়ে বেশী
বুকের মধ্যে আছে
কৈশোর জুড়ে বৃষ্টি বিশাল, আকাশে থাকুক যত মেঘ,
যত ক্ষণিকা
মেঘ উড়ে যায়
আকাশ ওড়ে না
আকাশের দিকে
উড়ছে নতুন সিঁড়ি
আমার দু বাহু একলা মাঠের জারুলের ডালপালা
কাচ ফেলা নদী যেন ভালোবাসা
ভালোবাসার মতো ভালোবাসা
দু'দিকের পার ভেঙে
নারীরা সবাই ফুলের মতন, বাতাসে ওড়ায়
যখন তখন
রঙিন পাপড়ি
বাতাস তা জানে, নারীকে উড়াল দিয়ে নিয়ে যায়
তাই আমি আর প্রকৃতি দেখি না,
প্রকৃতি আমার চোখ নিয়ে চলে গেছে !

কিছু পাগলামি

জুলপি দুটো দেখতে দেখতে শাদা হয়ে গেল !
আমাকে তরুণ কবি বলে কেউ ভুলেও ভাববে না
পরবর্তী অগণন তরুণেরা এসেছে সুন্দর ক্রুদ্ধ মুখে
তাদের পৃথিবী তারা নিজস্ব নিয়মে নিয়ে নিক !
আমি আর কফি হাউস থেকে হেঁটে হেঁটে হেঁটে
নিরুদ্দিষ্ট কখনো হবে না

আমি আর ধোঁয়া দিয়ে করবো না ক্ষিদের আচমন্ !

আমি আর পকেটে কবিতা নিয়ে ভোরবেলা
বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাবো না কখনো
হসন্তকে এক মাত্রা ধরা হবে কিনা এই তর্কে আর
ফাটাবো না চায়ের টেবিল
আর কি কখনো আমি সুনীলকে মিল দেব
কন্ডেন্সড্ মিল্কে ?

এখন ক্রমশ আমি চলে যাবো তুমি'-র জগৎ ছেড়ে
আপনি'-র জগতে
কিছু প্রতিরোধ করে, হার মেনে, লিখে দেব
দুটি একটি বইয়ের ভূমিকা
অকস্মাৎ উৎসব-বাড়িতে পূর্ব প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে
তার হৃষ্টপুষ্ট স্বামিটির সঙ্গে হবে
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

দিন যাবে, এরকমভাবে দিন যাবে !

অথচ একলা দিনে, কেউ নেই, শুয়ে আছি আমি আর
বুকের ওপরে প্রিয় বই
ঠিক যেন কৈশোর পেরিয়ে আসা রক্তমাখা মরুদ্যান
খেলা করে মাথার ভিতরে
জঙ্গলের সিংহ এক ভাঙা প্রাসাদের কোণে
ল্যাজ আছড়িয়ে তোলে গম্ভীর গর্জন
নদীর প্রাঙ্গণে ওই স্নিগ্ধ ছায়ামূর্তিখানি কার ?
ধড়ফড় করে উঠে বসি
কবিতার খাতা খুলে চুপে চাপে লিখে রাখি
গতকাল পরশুর পাগলামি !

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

বুঝি পাহাড়ের পায়ে পড়েছিল নীরব গোধূলী
নারী-কলহাস্য শুনে ভয় পেল ফেরার পাখিরা
পাথরের নিচে জল ঘুমে মগ্ন কয়েকশো বছর
মোষের পিঠের মতো, রাত্রির মেঘের মতো কালো
পাথর গড়িয়ে যায়, লম্বা গাছ শব্দ করে শোয়
একজন ক্ষ্যাপা লোক ঝর্নাটিতে জুতোসুদ্ধু নামে
কেউ কোনো দুঃখ পায় না, চতুর্দিক এমনই স্বাধীন!

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এই যে সবুজ দেশ, এরও মধ্যে রয়েছে খয়েরি
রুপের পাতলা আভা, তার নিচে গহন গভীর
অ্যালুমিনিয়াম-রঙা রোদ্দুরের বিপুল তাণ্ডব
বনের ভিতরে এত হাসিমুখ ক্ষুধার্ত মানুষ
যে-জন্য এখানে আসা, তার কোনো নাম-গন্ধ নেই

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না

এখানে ছিল না পথ, আজ থেকে যাত্রা শুরু হলো
একটি সঠিক টিয়া নামটি জানিয়ে উড়ে যায়
বিবর্ণ পাতায় ছোঁয়া ভালোবাসা-বিস্মৃতির খেদ
পা-ছড়িয়ে বসে আছে ছাগল-চরানো বোবা ছেলে
উদাসী ছায়ার মধ্যে ভাঙা কাচ, নরম দেশলাই
এইমাত্র ছুটে এল যে-বাতাস তাতে যেন চিরুনির দাঁত

সুন্দর মেখেছে এত ছাই-ভস্ম, ভালোই লাগে না...

একটাই তো কবিতা

একটাই তো কবিতা
লিখতে হবে, লিখে যাচ্ছি সারা জীবন ধরে
আকাশে একটা রক্তের দাগ, সে আমার কবিতা নয়
আমার রাগী মুহূর্ত, আমার ব্যস্ত মুহূর্ত কবিতা থেকে বহুদূরে সরে যায়
সে দুঃখের যমজ, সে তার সহোদরকে চেনে না

একটাই তো কবিতা লিখতে হবে
অথচ শব্দ তাকে দেখায় না সহস্রার পদ্ম
যজ্ঞ চলেছে সাড়ম্বরে, কিন্তু যাজ্ঞসেনী অজ্ঞাতবাসে

একটাই তো কবিতা
কখন টলমলে শিশিরের শালুক বনে ঝড় উঠবে তার ঠিক নেই
দরজার পাশে মাঝে মাঝে কে যেন এসে দাঁড়ায় মুখ দেখায় না
ভালোবাসার পাশে শুয়ে থাকে হিংস্র একটা নেকড়ে
নদীর ভেতর থেকে উঠে আসে গরম নিশ্বাস

একটাই তো কবিতা লিখতে হবে
আগোছাল কাগজপত্রের মধ্য থেকে উঁকি মারে ব্যর্থতা
অপমান জমতে জমতে পাহাড় হয়, তার ওপর উড়িয়ে দেবার কথা স্বর্গের পতাকা
শজারুর মতন কাঁটা ফুলিয়ে চলা-ফেরা করতে হয় মানুষের মধ্যে
রাত্রে সিগারেট ধরিয়ে মনে হয়, এ-এক ভুল মানুষের জীবন
ভুল মানুষেরা কবিতা লেখে না. তারা অনেক দূরে, অনেক দূরে
যেন বজ্রকীট উল্টো হয়ে পড়ে আছে. এত অসহায়
নতুন ইতিহাসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে সম্রাটদের কাঙালপনা

একটাই তো কবিতা, লিখে যাচ্ছি
লিখে যাবো, সারা জীবন ধরে
আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে, আবার দেখা হবে!

মানস ভ্রমণ

ইচ্ছে তো হয় সারাটা জীবন
এই পৃথিবীকে
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে যাই দুই
পায়ে হেঁটে হেঁটে
অথবা বিমানে। কিংবা কী নেবে
লোহা শুয়ো পোকা ?
অথবা সওদাগরের, নৌকো, যার গলুইয়ের
দু'পাশে দু'খানি
রঙিন চক্ষু, অবথা তীর্থ যাত্রীদলের, সার্থবাহের
সংগী হবো কি ?

চৌকো পাহাড়, গোল অরণ্য মায়ার আঙুলে
হাতছানি দেয়
লাল সমুদ্র, নীল মরুভূমি, অচেনা দেশের
হলুদ আকাশ
সূর্য ও চাঁদ দিক বদলায় এমন গহন
আমায় ডেকেছে
কিছু ছাড়বো না, আমি ঠিক জানি গোটা দুনিয়াটা
আমার মথুরা
জলের লেখায় আমি লিখে যাবো এই গ্রন্থটির
তন্নতন্ন
মানস ভ্রমণ।

প্রতীক জীবন

প্রতীকের মরুভূমি পায় না কখনো মরুদ্যান
যেমন নারীর নেই আঙুলের ব্যথা কবিতায়

আমার সমুদ্র নেই বিছানায়, শিয়রের কাছে
শান্ত মেঘ
কবিতায় আছে।

বিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি ভেঙেছিল ঘুম
গ্রাম্য সোঁদা গন্ধ-মাখা ক্ষ্যাপাটে কৈশোর
কেটেছে বাসনা-ক্ষুব্ধ মুখ-চোরা দিন, প্রতিদিন
অথচ অক্ষরে, শব্দে, ছন্দ-মিলে তীব্র প্রতিশোধ
না-পাওয়া নারীর রূপে অবগাহনের উন্মত্ততা
প্রতীক জীবন, নেই মরুদ্যান, জ্যোৎস্নার সমুদ্র, নেই
শিয়রের কাছে শান্ত মেঘ—
কবিতায় আছে।

স্পর্শটুকু নাও

স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ
ছেঁড়া পৃষ্ঠা উড়ে যায়, না-লেখা পৃষ্ঠাও কিছু ওড়ে
হিমাদ্রি-শিখর থেকে ঝুঁকে-পড়া জলপ্রপাতের সবই আছে
শুধু যেন শব্দরাশি নেই
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

ভোর আনে শালিকেরা, কোকিল ঘুমন্ত, আর
জেগে আছে দেবদারু বন
নীলিমার হিম থেকে খসে যায় রূপের কিরীট
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ

বেলা গেল, শোনোনি কি ছেলেমানুষীর কোনো
ভুল করা ডাক ?
এপারে মৃত্যুর হাতছানি আর অন্য পারে
অমরত্ব কঠিন নীরব

'মনে পড়ে ?' এই ডাক কতকাল, কত শতাব্দীর
জলে ধুয়ে যায় স্মৃতি, কার জল, কোন্ জল
কবেকার উষ্ণ প্রস্রবণ
স্পর্শটুকু নাও আর বাকি সব চুপ।

ঝড়

ঝড়ের ঝাপটায় উল্টে গেল একটি ঘুঘু পাখি
সে ঝড়কে ডেকেছিল
ঝড়ের ভালোবাসায় জেলেদের গ্রামাটতে আছড়ে পড়লো সমুদ্র
সমুদ্র ঝড়কে ডাকে
পার্কের পাথরের মূর্তি অন্ধকারে দু'হাত তোলে
শুকনো পাতারা জড়ো হয় তার পায়ের কাছে
কানাকড়ির মতন পথের শিশুরা এদিক-ওদিক দৌড়ে যায়
মাটি কাঁপে, মাটি কাঁপে
মাটি ফিসফিস করে কথা বলে, ঘুমন্ত ভিখারিণীটি শোনে
ফুলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অভিভূত কীট
কেউ বাজায় না, তবু বেজে ওঠে বাঁশি
রবীন্দ্রনাথের ছবি ঝনঝন করে ছিটকে পড়ে মোজাইক মেঝেতে

তিনি ঝড়ের গান গেয়েছিলেন !

সোনার মুকুট থেকে

একটুখানি ভুল পথ, অনায়াসে ফিরে যাওয়া যেত
আকাশে বিদ্যুৎদীপ্তি, বুক কাঁপানোর হাতছানি

এই কামরাঙা গাছ, নীল-রঙা ফুল, সবই ভুল
হে কিশোর, তবু তা-ই হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি...

কিছুটা জয়ের নেশা, কিছুটা ভয়ের জন্য দ্রুত ছদ্মবেশ
মৃত চিঠি পড়ে থাকে কালভার্টে নর্দমার জলে
স্বপ্নে কত একা ছিলে, স্বপ্ন ভেঙে মুখের মিছিলে
হে কিশোর, সেই অসময় নিয়ে খেলা হলো প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি...

নদীর নারীরা সব ফিরে গেছে, পড়ে আছে নদী
অথবা নারীরা আছে, নদী খুন হয়ে গেছে কবে
যা-কিছু চোখের সামনে, বাদবাকি আঁধার বিস্মৃতি
প্রত্যক্ষের সিংহদ্বার, হে যৌবন হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি...

যে-দুঃখ বোঝে না কেউ, তার অশ্রু মরকতমণি
শেষ বিকেলের মৃদু-আলো-মাখা-ঘাসে পড়ে আছে
নির্বাসন ছিল বড় মধুময়, মন-গড়া দ্বীপে
প্রেম নয়, হে যৌবন, প্রতিচ্ছবি হলো এত প্রিয় ?
সোনার মুকুট থেকে ঝুরঝুরিয়ে খসে পড়লো বালি...

অন্তত একবার এ-জীবনে

সুখের তৃতীয় সিঁড়ি ডানপাশে
তার ওপাশে মাধুর্যের ঘোরানো বারান্দা
স্পষ্ট দেখা যায়, এই তো কতটুকুই বা দূরত্ব
যাও, চলে যাও সে জা !

সামনের চাতালটি বড় মনোরম, যেন খুব চেনা

পিতৃপরিচয় নেই, তবু বংশ-মহিমায় গরীয়ান
একটা বড় গাছ, অনেক পুরোনো
তার নিচে শৈশবের, যৌবনের মানত্-পুতুল
এত ছায়াময় এই জায়গাটা, যেন ভুলে যাওয়া স্নেহ
ভুল নয়, ছায়া তো রয়েছে।

সদর দরজাটি একেবারে হাট করে রাখা
বড় বেশি খোলা যেন হিংসের মতন নগ্ন
কিংবা জঙ্গলের ফাঁসকল
আসলে তা নয়, পূর্বপুরুষের দীর্ঘ পরিহাস
লোহার বলটুতে এত সুন্দর সাজানো, এত দৃঢ়
আর বন্ধই হয় না!
ভিতরের তেজি আলো প্রথমে যে-সিঁড়িটা দেখায়
সেটা মিথ্যে নয়, দ্বিতীয়টি অন্য শরীকের
বাকি সব দিক, বলা-ই বাহুল্য, মেঘময়।

মনে করো, মল্লিক বাড়ির মতো মৃত কোনো গথিক স্থাপত্য
ভাঙা শ্বেত পাথরেরা হাসে, কাঠের ভিতরে নড়ে ঘুণ
কত রক, পরিত্যক্ত দরদালান, চামচিকের থুতু
আর কিছু ছাতা-পড়া জলচৌকি, ঐখানে
লেগে আছে যৌনতার তাপ
ঐখানে লেগে আছে বড় চেনা নশ্বরতা
তবু সবকিছু দূরে, ছোঁয়া যায় না, এমন অস্থির মনোহরণ
মধ্যরাতে ডাকে, তোমাকে, তোমাকে!

দুপুরেও আসা যায়, যদি ভাঙে মোহ
অথবা ঘুমোয় ঈর্ষা পাগলের শুদ্ধতার মতো
তখন কী শান্ত, একা, হৃদয় উতলা
হে আতুর, হে দুঃখী, তুমি এক-ছুটে চলে যাও
ঐ মাধুর্যের বারান্দায়
আর কেউ না-দেখুক, অন্তত একবার এ জীবনে॥

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে
তবু ভালো, শোনার মতন কেউ নেই
সকলেই ঘোর অমাবস্যা দেখতে গিয়েছে সমুদ্রে
মনীশেরও পোশাকের মধ্যে আছে অতিশয় শশব্যস্ত অ-মনীশ
তার বন্ধু অ-অরুণ অ-সিদ্ধার্থ, অ-লাবণ্য এরাও গিয়েছে

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে—

অ-ভালোবাসায় মগ্ন ওরা সব,
সকলেই এক হয়ে আছে
এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখে বাকিটুকু চুনকাম হয়
ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে সর্বস্ব নতুন
অ-ব্যবহৃত ক্রেন অ-মানুষ হয়ে উঁকি মারে

কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে ?—

মনীশ, মনীশ, এসো, টেলিফোন, দূর থেকে কেউ...
অ-মনীশ ছুটে এলো,
কার জন্য ? আমার নয় !
অ-লেখা চিঠিও ফিরে যায়, যে-রকম অ-দেখা স্বপ্নের বর্ণচ্ছটা
ও আমার নয়, এই অ-সময় কেউ ডাকবে না
বস্তুত ঘুমই হয়নি কয়েক রাত, অতি দ্রুত চলছে মেরামতি
কালই একটা কিছু হবে। সকালেই তৈরি থাকো,
তৈরী হও, কাল
অগামী কালের জন্য অপেক্ষায় আছে এই
জীবনের অ-বিপুল অ-পূর্ণতা

অ-মনীশ গেছে তার অ-বন্ধু ও অ-বান্ধবী
সকলের কাছে
কে যেন মনীশকে ডাকলো, মনীশের জাগরণ ভেঙে ?
ও আমার নয়, এই অ-সময়ে কেউ ডাকবে না ।।

মিথ্যে নয়

কবিতার সার কথা সত্য, অথচ কবিরা সব
মিথ্যুকের একশেষ নয় ?
নীরার গলায় আমি কতবার দুলিয়েছি উপমার মণিহার
ভোরবেলা
নীরার দু'হাতে আমি তুলে দিই
শিশির-মাখানো শাদা ফুল
ফুলগুলি যাদু-সরঞ্জাম যেন
হঠাৎ অদৃশ্য হতে জানে
কতকাল ফুল ছুঁইনি, আঙুল পোড়ায় সিগারেট !

বিশুদ্ধ পোশাক-পরা আমি এক ফুলবাবু
সন্ধেবেলা ফুরফুরে বাতাসে
বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেতে থাকি তর্কে ও উল্লাসে।
সেই আমি মধ্যরাতে কবিতার খাতা খুলে
নির্জন নদীর ধারে একাকী পথিক
হাত দুটি যুক্তি-ছেঁড়া রূপের কাঙাল।
আমার কাঙালপনা দুর্লভ দু-একদিন
নীরাকেও করে তোলে
কিছু দয়াবতী
তীর্থের পুণ্যের মতো সামান্য লাবণ্য ছুঁয়ে দেয়
তীর্থের পুণ্যের মতো ? তার চেয়ে কম কিংবা
বেশী নয় ?

রত্ন-সিংহাসন আমি এ-জন্মে দেখিনি একটাও
তবুও নীরার জন্য বৈদূর্যমণির সিংহাসন আমি
পেতে রাখি
যদি সে কখনো আসে, সেখানে সে বসবে না
জলে-ভেজা একটি পা
শুধু তুলে দেবে !
মিথ্যে নয়,
নীরা, তুমি জেনে রেখো, সেরকমই সাজানো রয়েছে ।।

অপরাহ্নে

তোমার মুখের পাশে কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো
এ-পাশে দেয়াল, এত মাকড়সার জাল !
অন্যদিকে নদী, নাকি ঈর্ষা ?
আসলে ব্যস্ততাময় অপরাহ্নে ছায়া ফেলে যায়
বাল্য প্রেম
মানুষের ভিড়ে কোনো মানুষ থাকে না
অসম্ভব নির্জনতা চৌরাস্তায় বিহ্বল কৈশোর
এলোমেলো পদক্ষেপ, এতদিন পরে তুমি এলে ?
তোমার মুখের পাশে কাঁটা ঝোপ, একটু সরে এসো !

স্মৃতির শহর

[১]

আমাকে টান মারে রাত্রি-জাগা নদী
আমাকে টানে গূঢ় অন্ধকার
আমার ঘুম ভেঙে হঠাৎ খুলে যা
মধ্যরাত্রির বন্ধ দ্বার।

বাতাসে ছেঁড়া মেঘ, চাঁদের চারপাশে
সহসা দানা বাঁধে নীল সময়
বাইরে এসে দেখি পৃথিবী শুনশান্
রাস্তাগুলি যেন আকাশময়।

প্রথম ডেকেছিল মধ্য কৈশোরে
পাগল করা এক ব্যথার দিন
শরীরে বেজেছিল সমর বিউগ্‌ল
প্রথম স্বপ্নেরা হলো স্বাধীন।

চক্ষে কেউ নেই তবুও বিচ্ছেদ
পাইনি কেন তাকে চিনি না যাকে
তখন মনে পড়ে নিশীথ-সংকেত
দুরাশা ঘুরে ফেরে নদীর বাঁকে।

শাসন বন্ধন তুচ্ছ হয়ে গেল
আমার চেনা পথ গোলক ধাঁধা
দৃষ্টি বিভ্রম সীমানা ছুঁয়ে যায়
খড়্গে কেটে দিই অলীক বাধা।

এদিকে সোনাগাছি কাচের ঝন্‌ঝন্‌
পেরিয়ে চলে যাই আহিরিটোলা
নতুন ঘ্রাণ মাখা শহর কেঁপে ওঠে
পূর্ব পশ্চিমে দুনিয়া খোলা।

এখন জেগে ওঠে কীট ও কুসুমেরা
আঁধার শুষে নেয় দিনের তাপ
জ্যোৎস্না রেণু ওড়ে, ধুলোয় হীরেকুচি
এখন ছুটি নেয় পুণ্য পাপ।

দু'পাশে গলি ঘুঁজি হোঁচট লাগে পায়
পল্‌কা সংসার এখানে কার ?
জন্ম মৃত্যুর প্রগাঢ় কৌতুকে
হাসি ও কান্নার সারাৎসার।

এ যেন নিশিডাক, মৃতের হাতছানি
এ যেন কুহকের অজানা বীজ
এমন মোহময় কিছুই কিছু নয়
হৃদয় খুঁড়ে তোলা মায়া-খনিজ।

আমাকে যেতে হবে এখনো যেতে হবে
রয়েছে অশরীরী অপেক্ষায়
যেখানে ব্যাকুলতা ঢেউয়ের তালে দোলে
যেখানে ধ্বনিগুলি স্মৃতিকে খায়।

পথের রাজা এক নগ্ন মহাকাল
ধরেছে মুদারায় ডাগর গান
হেঁতাল দন্ডটি আকাশে তুলে ধ'রে
সে যেন নিতে চায় সাগর-ঘ্রাণ।

একটু নিচু হয়ে দিয়েছি সম্মান
আবার সরে গেছি অপর দিকে
পারিয়া কুকুরেরা অবাক চোখে দেখে
গাছের মতো এই মানুষটিকে।

দুদিকে মন্দির, গরাদে ভীমতালা
কালীর স্তনঘেরা পিঁপড়ে রাশি
প্রদীপে মৃদু আলো, সিঁড়িতে বেজে ওঠে
—কুষ্ঠরোগিণীর শুকনো কাশি।

একলা শালপাতা আপন মনে ওড়ে
পুজোর গাঁদা ফুল ধুলোয় মাখা
একটি ঘুমচোখ বালক হিসি করে
দেয়ালে রমণীর শরীর আঁকা।

এবারে দেখা যায় শ্মশানে উৎসব
আগুন জবা রং, গুঞ্জরণ
ছায়ার কোলাহল, ছায়ার ঘোরাফেরা
ব্যস্ত নিরাকার মানুষজন।

এখানে রাত নেই, এখানে দিন নেই
থেমেছে চুম্বকে আয়ুর ঘড়ি
মৃতেরা হেসে ওঠে, জীবিত উদাসীরা
হেলায় ছুঁড়ে দেয় পারের কড়ি।

গাঁজার বীজ ফাটে, শিবের শিষ্যেরা
বৃত্তে বসে আছে ছবির প্রায়
যমজ ত্রিভুজের চূড়ায় লাল আলো
জোনাকি ফুটে ওঠে নদীর গায়।

চোখের চেয়ে আরও অনেক বড় দেখা
দৃশ্য ঘুরে যায়, ঘোরে বাতাস
ধোঁয়ার মৃদু জ্বালা শোকের কলরোল
বাষ্প-অশ্রুতে রুদ্ধশ্বাস।

জলের কাছে যাই, সেখানে কেউ নেই
সেখানে শুয়ে আছে নদীর কায়া
আমাকে ডেকেছিল স্বপ্ন ছেঁড়া এক
পাহাড়-কুন্তলা গভীর ছায়া।

ছায়াও জেগে ওঠে জলের সশরীর
শহর বিস্মৃত আকাশলীনা
আমার করতল দেয় ও নেয় কিছু
জীবন কেটে যায় তাকে ভুলি না।

[৩]

সন্তায় পেলেন তাই যমজ ইলিশ নিয়ে
বাবা ফিরলেন বাড়ি রাত্তির নটায়।
কয়লার উনুন নিবু নিবু, আমাদের চোখ ঘুম ঘুম
নরেশ সেনগুপ্তকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন মা
বাথরুমের কল থেকে টিপ টিপ জল পড়ছে লোহার বালতিতে
ছাদে এরিয়ালে একটা সাদা প্যাঁচা
আজও বসে আছে
বিউগ্‌ল বাজাচ্ছে কেউ কোম্পানি বাগানে
আর যাই হোক, এ সময় ইলিশের নয়।

নিশ্চয়ই তুমুল সুখ ছিল রাত বারোটা পর্যন্ত
গন্ধ ও গোলমাল মেশা ভাড়াটে একতলা
সমস্ত ছাপিয়ে কেন মনে পড়ে বৃষ্টির মদির
দুনিয়া কাঁপানো বৃষ্টি, জানলার দাপাদাপি
উঠোনে কল্লোল
পাতাল থেকেও যেন উঠে আসে জল

শুনি জলপ্রপাতের শব্দ, পাহাড়ের ঢল
রান্নাঘর মাথামাখি, উনুন বাঁচিয়ে
ছাতা মেলে ধরেছেন বাবা
গম্ভীর ডম্বরু ধ্বনি, ফেটে যায় আকাশের চোখ
যুদ্ধের তাঁবুর মত যেন এই বিশাল শহর আজ রাতে
হঠাৎ কোথাও উড়ে যাবে
এঁটো হাতে ঢুলতে ঢুলতে মনে হয়
প্রমত্ত গঙ্গাও আজ হয়ে গেছে আড়িয়াল খাঁ
ঝুপঝুপ জমি খেয়ে জোরে ধেয়ে আসছে এই দিকে।

[৮]

মধ্যরাত্রির খটখটে জেগে ওঠার মধ্যে তোমার স্বপ্ন দেখি
হে গাঢ় নীল জ্যোৎস্নার মতন বিচ্ছেদ-বেদনা
হে বরাকর বাংলোর মতন ঝুঁকে পড়া অপরাহ্ন
হে প্রচ্ছন্ন অভিমান।

মনে পড়ে ওভার ব্রীজের ওপরে দাঁড়িয়ে হলুদ হাতছানি
দেবী সরস্বতীর স্তনের মতন রাঙা-ভাঙা চাঁদ
একটি টিট্টিভের ডাক
দেবদারু পাতার সরসর শব্দে জেগে ওঠে যৌবনের একটি দিন
একটি বৃন্তচ্যুত অনিত্য
কলেজ-পালানো কিছু ভালো-না-লাগা রাস্তা
আমায় নিয়ে যায় ছন্নছাড়া দেশে
যেখানে হঠাৎ ঝলসে ওঠে অলৌকিক বাস্তব
দিগন্তের পাহাড় মেলে দিয়েছে তার ঐশ্বর্যময় উরু
বুক জ্বলা নেশা নয়, এমনই একাকিত্ব
লণ্ঠন দুলিয়ে দুলিয়ে একজন কেউ চলে যায়, সে আর ফিরবে না
কালোর হৃদয় চেরা কালো, তারও ভেতরের নিবিড় সরল কালো
অবিকল একটি শিশুর মতন
লাফিয়ে পড়ে নদীর জলে

সে আমার বাতাসে উদাস করা মন-খারাপ !
সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে ঐরাবতের মতন উঠে আসে
আমার পরাজয়
হে আমার দিগন্ত কুন্তলা মৃত্যু, হে ভোগবতী
সেই টিলার শিয়রে সন্ধ্যায় সর্বাঙ্গে বৃষ্টির মতন শিহরণ
বড় প্রিয়, যেন শুধু চোখে চোখ রাখা
জেগে উঠি মধ্যরাত্রে, যাকে না-দেখার
তাকে স্বপ্নে দেখি।

[১২]

পুরোনো দুঃখগুলো আজকাল মৃদু ঢেউ হয়ে
সুখের মতন ফিরে আসে
তাদের বয়েস ও শরীর আছে
ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে
তারা দেখা হলেও কথা বলে না
তারা নীল সমুদ্রের ধবল আকাঙ্ক্ষার মতন ঘুরে বেড়ায়
তারা মৌসুমী বাতাসকে উড়িয়ে দেয় পাহাড়ের দিকে
রাত্রির নিঃশব্দ দিগন্তে শোনা যায় তাদের মৃদুস্বর
রাজনর্তকীর খসে পড়া ঘুঙুর তারা তুলে দেয়
এক ভিখারির হাতে
আমাকেও তারা ডুবিয়ে দেয় হাজার হাজার হলুদ অক্ষরে
ঘুমের মধ্যে ঘটে যায় বিস্ফোরণ।

[১৫]

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার বসবার ঘরে একটা চৌকি পাতবার জায়গা আছে
আমি ঐখানে আমার খাটিয়া এনে শোবো
আমার গাছতলা আর ভালাগে না !

একদিন কেউ এসে বলবে
তোমার ভাতের থালা থেকে আমি তিন গ্রাস তুলে নেবো

কারণ আমার কোনো থালাই নেই
আমার অনাহার একঘেয়েমির মতন ধিকধিক করে জ্বলছে
আর আমার ভাল্লাগে না।

গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধুলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে
ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না
আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে
চুল আচড়ে দাও
আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—
আমরাও ইস্কুলে যাবো!

একদিন কয়লাখনির অন্ধকার থেকে উঠে আসবে
একজন কালো রঙের মানুষ
সে অবাক হয়ে বলবে
একি, আমার জন্য শোকসভা নেই কেন?
ডিনামাইট নিয়ে আমি গিয়েছিলুম গভীর থেকে আরও গভীরে
আমি ফিরিনি, কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে
আমার নামে তোমরা কেন নাম রাখো নি শহরের রাস্তার
তবে এসব রাস্তা কাদের নামে, তাদের তো চিনি না।

একদিন ধান খেতে কাদা জল মেখে দাঁড়ানো একজন মানুষ
নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে গলা তুলে বলবে,
তোমরা যারা কোনোদিন কাদা জল মাখো নি,
মাটিতে শোনো নি কোনো আওয়াজ
জানো না ঘাম-রক্ত-উৎকণ্ঠায় সবুজ হয় সোনালি
সেই তোমরাই শস্য নিয়ে রাহাজানি করো
আর আমার সন্তানরা থাকে উপবাসী, তোমাদের লজ্জা করে না?
আমি আসছি...।

[২৭]

জোব চার্ণকের সমাধির ওপর ফুটেছে
এক থোকা কালকাসুন্দি ফুল
একটি সেপাই বুলবুলি রঙ বদলাচ্ছে সেখানে বসে

মেঘশূন্য আকাশে ঝলসায় চিন্ময় রোদ্দুর
পাখিটি উড়ে যাবে, ফুল ঝরে পড়বে
ওরা ইতিহাসের ধার ধারে না
বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়: আছে, আছে, আছে!

চার্চ লেনের চার পাশ ঘিরে শোনা যায়
কোটি কোটি সোনা-রুপোর টুকরোর জলতরঙ্গ ধ্বনি
ভুল হিসেবের মহোৎসব ও হাস্য পরিহাস
এক কোণে শতাব্দীর ধুলো মাখা ধর্মাধিকরণ
তার খুব কাছেই এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জের লম্বা লাইন
সেখানে দাঁড়িয়ে আছে হুবহু একরকম
আত্মসমর্পণকালীন যোদ্ধা যেন সব
নিরস্ত্র, দণ্ডিতের মতন মুখ
আমি দেখতে পাই আমাকে, তীব্র অনুতপ্ত
জুতোর পেরেক বিঁধলে মনে পড়ে, এখনো বেঁচে আছি।

হটকারী এক ছোকরা নবাবের অস্থায়ী আস্তানায়
এখন ছিঁচকে চোর ও বিবর্ণ-কোট উকিলেরা
কানামাছি খেলে প্রত্যেক দিন
যেন এই মুহূর্তটাই অনন্ত মুহূর্ত, নইলে
আর বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই
তবু হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অশথ গাছের নিচে
অশথ গাছ দীর্ঘজীবী, ওরা জানে
ওরা অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছে
বড় বড় দস্যু ও বড় বড় আইন ধন্দবাজদের
ওরা পাড়ি দিতে দেখেছে দিল্লীতে
দুটি গাঙ্ শালিক ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমীর ভূমিকা নেয়
পুরোনো কালের গল্পে ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে
তারপর একটা শব্দ ফেলে রেখে
উড়ে যায় বিখ্যাত নদীর দিকে।
এই ছোট-কারণাবলীর বিচারশালায়
একদিন আমরা অনেকে মিলে আওয়াজ তুলেছিলুম
এই আজাদী ঝুটো, ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ
সবাই কি তা ভুলে গেছে, এমনকী স্বাধীনতাও

বাতাস তবু ঘুরে ঘুরে খবর রটায়, আছে, আছে, আছে
ওরে চঞ্চল, ওরে অবিশ্বাসী, কী আছে ? কী আছে ?
একটু স্পষ্ট করে বল
আমি ক্ষুধার্ত, আমি বড় স্মৃতি-কাতর
সোনার কৈশোর আর স্বেচ্ছা-কণ্টকময় যৌবন
আমি নিবেদন করেছি এখানে
এই অভিমানী, অভিশপ্ত ইঁট-কাঠের আত্মাকে
এর পথে পথে রয়েছে আমার অজস্র ব্যাকুল চুম্বন
তার আর কোনো প্রতিদান চাই না
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো
শুধু বাঁচতে দাও, বেঁচে থাকো.....।

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com